আসাম বুরঞ্জি

[প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ভাগ]

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন

রচিত

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম. এ. তত্ত্বরত্নাকর

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক

কটন কলেজ, গৌহাটী

সম্পাদিত

মোক্ষদা পুস্তকালয়

গৌহাটী, আসাম

১৩৬৯ বাং

Holiram Dhekial Phukan rachita ASSAM BURANGI, 1st, 2nd, 3rd and 4th parts (combined). Edited by Jatindra Mohan Bhattacharjee M. A. Professor and Head of the Bengali Department; Cotton College, Gauhati and Published by MOKSHADA PUSTAKALAYA, Gauhati, Assam.

মোক্ষদা পুস্তকালয়ের পক্ষে
শ্রীযযাতি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মূল্য—৬৲ ছয় টাকা

মুদ্রক—শ্রীঅজিত ঘোষ
শরৎ-প্রকাশ মুদ্রণী
৬৪-এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩।

এখন হইতে ১৩৩ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালীদের প্রতি
প্রীতিভাবাপন্ন তথা বঙ্গভাষানুরাগী এক
অবাঙ্গালী মনীষীর বাঙ্গালা ভাষায়
রচিত ইতিহাস-গ্রন্থ

"আসাম বুরঞ্জি"র

এই নূতন সংস্করণ

দেশবন্ধু-অনুজ, ভারতবিখ্যাত আইনবিৎ শ্রদ্ধেয়
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ
ব্যারিষ্টার-এ্যাট-ল মহাশয়ের করকমলে
গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ
উৎসৃষ্ট হইল।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৶০
সম্পাদকের নিবেদন	।/০
আসাম বুরঞ্জি ১ম ভাগ	১
ঐ ২য় ভাগ	৫১
ঐ ৩য় ভাগ	৬৯
ঐ ৪র্থ ভাগ	৮৫
পরিশিষ্ট 'ক'	পরি-১
'খ'	পরি-১৩
'গ'	পরি-৩২
'ঘ'	পরি-৪২
'ঙ'	পরি-৪৯

ভূমিকা

[ডক্টৰ শ্ৰীবিৰিঞ্চিকুমাৰ বৰুৱা এম.এ., বি.এল., পি-এইচ.ডি. (লণ্ডন), অধ্যাপক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, লিখিত]

গুৱাহাটী কটন কলেজৰ বঙ্গ ভাষাৰ প্ৰধান অধ্যাপক শ্ৰীযতীন্দ্ৰ-মোহন ভট্টাচাৰ্য মহাশয়ৰ ওচৰত অসমীয়া আৰু বঙ্গ ভাষা অনুৰাগী মাত্ৰেই কৃতজ্ঞ। ভট্টাচাৰ্য মহাশয়ৰ অধ্যৱসায়, অনুসন্ধিৎসা আৰু পৰিশ্ৰমৰ ফলত অসমৰ গুণি-জ্ঞানী কৃতী সন্তান স্বৰ্গীয় হলিৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ দ্বাৰা বঙ্গভাষাত ৰচিত "আসাম বুৰঞ্জী" আজি প্ৰায় এশ তেত্ৰিশ বছৰৰ মূৰত পুনৰ মুদ্ৰিত আৰু প্ৰকাশিত হ'ল। বৃটিছে অসমদেশ অধিকাৰ কৰাৰ পিছতেই (১৮২৯ খৃষ্টাব্দত) প্ৰতিবেশী বঙ্গভাষা আয়ত্ব কৰি সেই ভাষাত বিজ্ঞান সম্মত প্ৰণালীত ইতিহাস ৰচনা কৰিব পৰা ক্ষমতাই হলিৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ বুদ্ধিৱেত্তা ৰসগ্ৰাহী মনৰ পৰিচয় দিয়ে। এই কথাকে লক্ষ্য কৰি সেই সময়ৰ বঙ্গদেশৰ প্ৰধান পত্ৰিকা সমাচাৰ দৰ্পণে ৩০ জুলাই, ১৮৩১ৰ কাকতত "আসাম দেশে জ্ঞানবৃদ্ধি" শীৰ্ষক আলোচনাত লিখিছিল—"আসাম দেশ এইক্ষণে কেবল প্ৰায় সাত বৎসৰ হইল ইঙ্গলণ্ডীয়াধিকাৰেৰ ব্যাপ্য অতএব তদ্দেশীয় শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়েৰা যে এই অল্পকালেৰ মধ্যে জ্ঞানান্বেষণে এতাদৃশ কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন ইহাতে আমৰা বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং তাঁহাৰদেৰ যথাৰ্থ প্ৰাপ্য এই প্ৰশংসা বিন্দুতে যদ্যপি তাঁহাৰা উদ্যোগ-সিন্ধুতে মগ্ন হন তবে আমাদেৰ আৰো পৰম সন্তোষ জন্মিবে।"

অসমীয়া বিদ্বানে বঙ্গভাষাত ৰচনা কৰা সৰ্বপ্ৰথম 'আসাম বুৰঞ্জী' অসমীয়া আৰু বঙ্গভাষা দুয়োৰে স্মৰণীয় গ্ৰন্থ। বৃটিছ যুগৰ প্ৰাৰম্ভতে প্ৰণয়ণ কৰা "আসাম বুৰঞ্জী" কেইবাটাও কথাৰ কাৰণে বঙ্গভাষাৰ মূল্যবান গদ্য পুথি। ঢেকিয়াল ফুকনৰ পুথিৰ গদ্যৰ লগত আহোম যুগৰ অসমৰ বুৰঞ্জীৰ ভাষা-ৰীতিৰ সাদৃশ্য আছে; বঙ্গভাষাত বহু প্ৰচলিত 'ইতিহাস' শব্দৰ ঠাইত ঢেকিয়াল ফুকনে পুথিৰ নামাকৰণত ব্যবহাৰ কৰা 'বুৰঞ্জী' শব্দই এই কথা প্ৰমাণ কৰে। পুথিৰ বহু ঠাইত অসমীয়া শব্দ প্ৰয়োগ কৰি ঢেকিয়াল ফুকনে বঙ্গ আৰু অসমীয়া ভাষাৰ মাজত এক সম্বন্ধ-সেতু বান্ধিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছিল। ঢেকিয়াল ফুকনে তেওঁৰ পুথিত সেই সময়ৰ বঙ্গালী গদ্যলেখক সকলৰ সংস্কৃত-ভাৰাক্ৰান্ত ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। তেওঁৰ গদ্য সমকালীন অসমীয়া গদ্যৰ দৰে সৰল। যি বঙ্গভাষা সাধাৰণ প্ৰয়োজন সমূহত প্ৰয়োগ হয়, আত্মীয়-স্বজনে প্ৰতিবেশীৰ লগত কথাবাৰ্তা কওতে ব্যৱহৃত হয়, প্ৰাত্যহিক জীৱন যাত্ৰাৰ লগত যি ভাষাৰ নিৱিড় সম্বন্ধ, ঢেকিয়াল ফুকনে তেনে সৰ্বজন বোধ্য অনাড়ম্বৰ গদ্যতেই 'আসাম বুৰঞ্জী' ৰচনা কৰিছে। ঢেকিয়াল ফুকন বঙ্গভাষাৰ এই আধুনিক গদ্য শৈলীৰ আবিস্কাৰক নহলেও অন্যতম পথপ্ৰদৰ্শক—সি নিঃসন্দেহ। 'আসাম বুৰঞ্জী'ৰ ৰচনাৰীতিৰ সৌন্দৰ্য্য, অনলঙ্কাৰ সাৰল্য আৰু বাহুল্য বৰ্জ্জিত ভাষা বিদ্যাসাগৰীয় গদ্যৰ সমকক্ষ। ই সঁচাকৈয়ে প্ৰতিভাৱান অসমীয়া লিখকৰ গৌৰবৰ পৰিচয়।

চাৰিখণ্ডত শেষ কৰা ঢেকিয়াল ফুকনৰ 'আসাম বুৰঞ্জী'ৰ সম্পূৰ্ণ আধুনিক পদ্ধতিত ৰচনা কৰা; সেই কাৰণে এই গ্ৰন্থত প্ৰাচীন আৰু মধ্যকালীন ৰজা আৰু ৰাজ শাসন সংক্ৰান্ত বিষয়ৰ বাহিৰেও অসম দেশৰ ভৌগোলিক আৰু তীৰ্থ বিবৰণ, ধৰ্ম আৰু সামাজিক জীৱন আৰু আৰ্থিক-বাণিজ্য ব্যৱস্থাৰ বৰ্ণনা দিয়া হৈছে। এই পিনৰ পৰা এই গ্ৰন্থই অসমৰ ইতিহাস গৱেষক সকলকো নতুন তথ্য আৰু উপাদানৰ যোগান ধাৰব। অসম দেশৰ বিৱিধ বিষয়ৰ

আলোচনা "আসাম বুৰঞ্জী"ত ঠাই দিয়াৰ কাৰণ লিখকে পুথিৰ অনুষ্ঠান পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে—"......যাঁহাৰা উপৰেৰ লিখিত কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষী না হন তাঁহাৰাও এই উপকাৰ জ্ঞান কৰিতে পাৰেন যে কাহাকে জিজ্ঞাসা না কৰিয়া এই দেশেৰ বহুবিধ বিষয় জানিতে পাৰিবেন। অতএব বহুলোকেৰ উপকাৰাৰ্থে এই গ্ৰন্থ প্ৰস্তুত কৰা গেল। মনে কৰি ইহাৰ দ্বাৰা অনেকেৰ অনুগ্ৰাহ্য হইতে পাৰিব।"

অন্য ভাষা ভাষীৰ মাজত নিজ মাতৃভূমিৰ ইতিহাস ঐতিহ্য প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ঢেকিয়াল ফুকনে এই গ্ৰন্থ বিনামূল্যে বিতৰণ কৰিছিল। ইয়ো তেখেতৰ মহৎ দেশপ্ৰেমৰ পৰিচায়ক। ১৮ আগস্ত ১৮৩২ৰ 'সমাচাৰদৰ্পণে' ঢেকিয়াল ফুকনৰ মৃত্যুত দুখ কৰি তেওঁৰ এই মহানুভৱতা আৰু স্বদেশপ্ৰীতিৰ বিষয়ে লিখিছিল—"...আমৰা অত্যন্ত খেদ পূৰ্ব্বক প্ৰকাশ কৰিতেছি যে গত ১১ই শ্ৰাৱণে আসাম দেশীয় হলিৰাম ঢেঁকিয়াল ফুকন মহাশয় গুৱাহাটিস্থানে লোকান্তৰ গত হইয়াছেন। অল্পকাল হইল অতি গৌৰৱ ও বিশ্বস্ততা পদপ্ৰাপ্ত হইয়াই তাঁহাৰ উপৰম হয়।......মৃত্যু সময়ে তাঁহাৰ ৩৫ বৎসৰেৰ অধিক হয় নাই কিন্তু তিনি ঈদৃশ বয়ঃকনিষ্ঠ হইয়াও জ্ঞান ও বুদ্ধিতে জ্যেষ্ঠ ছিলেন তাঁহাৰ বিদ্যাবিষয়ক স্পৃহাৰ সীমা ছিল না এবং গুণও অসংখ্যক ছিল, স্বীয় দেশেৰ বিষয়ে তাঁহাৰ অত্যন্ত অনুৰাগ এবং ঐ দেশ বৰ্ম্মাৰদেৰ যোয়াল হইতে মুক্ত হইয়া যে ইঙ্গলণ্ডীয়েৰদেৰ সাম্ৰাজ্য ভুক্ত হইয়াছিল ইহাতে তিনি অত্যন্তা-হ্লাদিত হইয়া স্বদেশীয়েৰ মধ্যে যাহাতে সভ্যতা ও আচাৰ ব্যৱহাৰেৰ সৌষ্ঠৱ হয় তদৰ্থ কোন বিষয়ে উদ্যোগেৰ ত্ৰুটি কৰেন নাই। এবং স্বীয় ব্যয়েতে বঙ্গভাষাৰ অনেক পুস্তক মুদ্ৰিত কৰিয়া স্বদেশীয় বিদেশীয় অনেককে বিতৰণ কৰিলেন।......এতাদৃশ নানা গুণোপেত এবং পৰম হিতৈবি ও মহানুভৱ মহাশয়বৰেৰ মৃত্যুতে আসাম দেশেৰ অনুপম ক্ষতি হইয়াছে।"

বঙ্গ আৰু অসমৰ মাজত সম্প্ৰীতি-সংস্কৃতি বিনিময়ৰ হলিৰাম

ঢেকিয়াল ফুকনে যি আঁচনি লৈছিল আৰু সমাচাৰদৰ্পণে সেই কাৰ্যত অকৃপণ ভাৱে যি সহায় কৰিছিল, 'আসাম বুৰঞ্জী'ৰ পুনৰ মুদ্ৰণে সেই মনোৰম শান্তিময় পৰিৱেশ ঘূৰাই আনিবলৈ সমৰ্থ হওক।—এয়ে ভূমিকা লিখকৰ কামনা। ইতি।*

গুৱাহাটী, ২৬-৬-৬২

---

* ডক্টর বড়ুয়া এই ভূমিকা অসমীয়া ভাষায় লিখিয়া ইহার বঙ্গানুবাদ মুদ্রণের জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। অনুবাদের দ্বারা মূলের সহজ সৌন্দর্য ব্যাহত হইতে পারে মনে করিয়া ইহা যথাযথই মুদ্রিত হইল।

সম্পাদকের নিবেদন

প্রাক্-কথন

সে এখন হইতে প্রায় ৩০ বৎসর আগের কথা, ১৯৩২ খ্রীঃ আমি যখন 'রামতনু লাহিড়ী সহকারী-গবেষক' রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, সেই সময় অন্যান্য কাজের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কীয় বাংলা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের সূচী করিতে বৃত হই। সেই সময় তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সহকারী-অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়। তিনি আমার প্রয়োজনীয় মাসিক পত্র ও গ্রন্থাদির শতাধিক খণ্ড একসঙ্গে পাইবার বিশেষ অনুমতি দিয়াছিলেন। সেই সময় অন্যান্য বহু প্রবন্ধের সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যায় [পৃঃ ১৯—৩৫] প্রকাশিত "বাঙ্গলাভাষায় আসামের ইতিহাস" শীর্ষক একটি প্রবন্ধেরও সূচী করিয়াছিলাম। সূচী করিতে গিয়া প্রবন্ধটিও আংশিক পাঠ করি, প্রবন্ধপাঠে জানিতে পারি যে বাঙ্গলাভাষায় রচিত আসামের ইতিহাস গ্রন্থের নাম "আসাম বুরঞ্জি" এবং ইহার লেখক হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন।

একই কাজ কয়েক ঘণ্টা করার পর যখন তাহা আর ভাল লাগিত না তখন কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইতাম। প্রবন্ধ সূচীর সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক সূচীর কাজও চলিতেছিল। উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধটি আংশিক পড়ার বেশ কয়েকমাস পরে উক্ত লাইব্রেরীতে রক্ষিত "আসাম বুরঞ্জি" নামক গ্রন্থখানি আমার হাতে পড়ে। এই বইখানি পাইয়া পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধের কথা স্মরণ হওয়ায় প্রবন্ধটি আবার নূতন করিয়া পাঠ করি। প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ভূঞা এম. এ., বি. এল. মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে নিম্নোক্তরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন:—

"পুস্তকের প্রথম পাতাটি নাই, শেষের দিকেও দুই এক পাতা ছেঁড়া, তাহাতে আমাদের বর্ত্তমান আলোচনায় অসুবিধা হইতে পারে। গ্রন্থকার কি কারণে নিজ মাতৃভাষা অসমীয়াতে না লিখিয়া বাঙ্গলা ভাষায় আসামের ইতিহাস লিখিলেন, গ্রন্থকারের অন্যান্য উদ্দেশ্যই বা কি ছিল, পুস্তকের ভূমিকাদি না থাকাতে পুস্তক হইতে তাহা জানিবার আমাদের সম্প্রতি উপায় নাই।"

আমি যে গ্রন্থখানি পাই তাহা সম্পূর্ণ, গ্রন্থ মুদ্রণ কালের উল্লেখযুক্ত আখ্যাপত্র এবং দুই পৃষ্ঠাব্যাপী "অনুষ্ঠান পত্রে"—গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় রচনার কারণ ইত্যাদিও বিবৃত ছিল। মনে হইল এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে পরিষৎ পত্রিকায় সময়মত একটি ছোট প্রবন্ধে গ্রন্থের প্রকাশকাল এবং অনুষ্ঠান পত্র ছাপিয়া দেওয়া যায়। ইহার কিছুদিন পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৪র্থ সংখ্যায় [পৃঃ ২৬০—২৬১] "আসাম বুরঞ্জি" শীর্ষক আমার ছোট একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

আসামের-ভূতপূর্ব্ব ডি. পি. আই. শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র রায় এম. এ. (লণ্ডন) আই. ই. এস্ মহাশয় আমার ছাত্রাবস্থা হইতে আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশ ছিল আমার মুদ্রিত যে কোন প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ তাঁহাকে পাঠাইতে হইবে। পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধেরও পুনর্মুদ্রণ শ্রদ্ধেয় রায় মহাশয়ের নিকট গৌহাটীতে প্রেরিত হয়; তিনি তখন গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। আমার এই প্রবন্ধ মুদ্রণের ৯ বৎসর পরে আসামের তদানীন্তন ডি. পি. আই. উক্ত শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র রায় এবং তদানীন্তন Executive Councillor শ্রদ্ধেয় রায়বাহাদুর প্রমোদচন্দ্র দত্ত সি. আই. ই. মহাশয়ের আগ্রহে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া ১৯৪১ খ্রীঃ ২রা জুলাই তারিখে শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজে যোগ দেই। দুই বৎসর মুরারিচাঁদ কলেজে থাকার পর গত ১৯৪৩ খ্রীঃ ৫ই জুলাই কটন কলেজে বদলি হই। আমি শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের ছাত্র, পরে ঐ কলেজের

শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া এবং শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া মনে আনন্দই পাইয়াছিলাম। কিন্তু যখন গৌহাটী বদলি হইলাম তখন আমার মন স্বতঃই ভারাক্রান্ত। কটন কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে আমার পরিচিতের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ। যে দিন প্রথম কটন কলেজে উপস্থিত হইলাম; সেই দিন অধ্যাপকদের বসিবার ঘরে আমাকে কলেজের অপরাপর অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার পূর্বপরিচিত জনৈক অধ্যাপক পরিচয় করাইয়া দিতেছিলেন। এমন সময় "ডাঃ ভুঞা" সম্বোধন করিয়া আমাকে এক অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। এই অধ্যাপক, আমার নাম জানিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেন—"আপনিই কি সেই যতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য যিনি হলিরামের "আসাম বুরঞ্জি" সম্পর্কে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ?" আমি সবিনয়ে ইহা স্বীকার করিলে তিনি আমার কাছে আসিয়া আমাকে সস্নেহে জড়াইয়া ধরেন। আমিও জানিতে পারিলাম—"বাঙ্গলা ভাষায় আসামের ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ভুঞা এম. এ., বি. এল. মহাশয় কটন কলেজের ইংরাজী বিভাগের স্বনামধন্য প্রধান অধ্যাপক। ডাঃ ভুঞা সেই দিন কলেজের পর তাঁহার বাড়ীতে আমাকে লইয়া যান। দেখিলাম, তাঁহার মুদ্রিত প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট প্রেরিত আমার ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণও বাঁধাইয়া রাখিয়াছেন। শ্রীহট্টে আমার শুভানুধ্যায়ী অনেককে ছাড়িয়া আসিয়া মনে যে দুঃখ ও অভাব বোধ করিতেছিলাম তাহা যেন আমার গৌহাটী কটন কলেজে যোগ দেওয়ার প্রথম দিনেই খানিকটা কমিয়া গেল। ডাঃ ভুঞার নিকট "আসাম বুরঞ্জির" প্রথম ও শেষ কয়েক পৃষ্ঠা ব্যতীত প্রথম খণ্ডের সম্পূর্ণ অনুলিপি ছিল। তিনি আমাকে তাঁহার এই অনুলিপি ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। এই অনুলিপিই বর্ত্তমান সংস্করণের প্রথম খণ্ডের 'প্রেস কপি' হইয়াছে।

'আসাম বুরঞ্জি'র প্রথম খণ্ডের মুদ্রণ শেষ হইলে পর যখন পরিশিষ্ট

মুদ্রণের কাজ চলিতেছিল সেই সময় একদিন একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আসাম বুরঞ্জির ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডের সন্ধান পাই। এই চারিখণ্ড-যুক্ত সম্পূর্ণ গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারের 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থ-সংগ্রহে' আছে। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকালয়ের পুস্তক তালিকায় এই চারিখণ্ড পুস্তকের উল্লেখ পাইয়াছি।

"আসাম বুরঞ্জির" লেখক হলিরামের পুত্র আনন্দরামের মৃত্যু শতবার্ষিকী গত ১৯৫৯ খ্রীঃ সমগ্র আসামে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সময় কলিকাতার একখানি দৈনিক পত্রে* আমি এই গ্রন্থ সম্পাদন করিতেছি বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হয়, তখন নানা কাজের মধ্যে থাকিয়াও এই গ্রন্থ ছাপিতে না দিয়া আর উপায় রহিল না। এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণ মুদ্রণের গোড়ার কথা এই।

গ্রন্থকার পরিচয়

আসামের অধিপতি লক্ষ্মীসিংহ স্বর্গদেব ১৭০২ শকে [১৭৮০ খ্রীঃ] পরলোক গমন করিলে তাহার পুত্র লোকনাথ গৌরীনাথ সিংহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন। গৌরীনাথ অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিলেন। অনেকে তাহাকে মতিচ্ছন্ন মনে করিত। তাহার নির্দেশে, তাহার জনৈক মজুমদার উপাধিধারী বাল্য সহপাঠীর লঘু অপরাধে চক্ষু উৎপাটিত করা হয়। কিছুকাল পরে কোন বিদেশী রাজার পত্র গৌরীনাথের নিকট আসিলে কেহ তাহা পাঠ করিতে না পারায় অন্ধ মজুমদার চিঠির অক্ষরের উপর অঙ্গুলী

* যুগান্তর, মঙ্গলবার ১লা আষাঢ় ১৩৬৬ বাং, ১৬ জুন ১৯৫৯ খ্রীঃ, "আসামের নবজাগরণের ভগীরথ মনীষী আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের মৃত্যু-শতবার্ষিকী" পৃঃ ৩ দ্রষ্টব্য।

বুলাইয়া চিঠির মর্ম অবগত হন এবং রাজাকে জ্ঞাত করান। রাজা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সকল বেজবরুয়াদিগকে [রাজবৈদ্যগণকে] মজুমদারের চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি পুনর্বার ফিরাইয়া দিতে নির্দেশ দেন। বেজবরুয়ারা এই মতিচ্ছন্ন রাজাকে, যাহার চক্ষু একবার উৎপাটিত হইয়াছে সে আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইতে পারে না—এই কথা বলিতে সাহসী না হইয়া বিশেষ পরামর্শের পর তাহাকে জানাইলেন যে ভাটীদেশ হইতে বৈদ্য আনাইয়া এ কাজ করিতে হইবে। ফলে রাজাদেশে বৈদ্য আনয়নের জন্য ভাটীদেশে একদল লোক প্রেরিত হয়। ইহারা নানা জায়গা ঘুরিয়া শেষে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে দ্রাবিড়দেশ। ঐ দেশে চন্দ্রশেখর নামক জনৈক ব্রাহ্মণের চতুর্থ পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ। বিবাহের পর লক্ষ্মীনারায়ণ নববিবাহিতা বধূর দেহে অলঙ্কারের স্বল্পতা লক্ষ্য করিয়া বিশেষতঃ নাকের 'নথ' পর্য্যন্ত না থাকায় মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী বেশে পথে বাহির হন। ইনিও নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া ঐ সময় মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে বৈদ্য-অনুসন্ধানকারী দলের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইল। ব্রহ্মচারী তাহাদের মুর্শিদাবাদ আগমনের উদ্দেশ্য জানিয়া এবং আসাম রাজ্য ইংরাজের অধীন নহে অবগত হইয়া আসামে আসিতে আগ্রহ বোধ করেন। তিনি অনুমান করিলেন যে উৎপাটিত-চক্ষু ব্যক্তি কখনও দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইতে পারে না, ইহা রাজাকে বুঝাইয়া বলিলে নিশ্চয়ই রাজা তাহা বুঝিবেন। ব্রহ্মচারী বৈদ্য-অনুসন্ধানকারী দলের সঙ্গে গৌহাটীতে চলিয়া আসেন।

শিবসাগর জেলায় টিয়ক নামে এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে গৌতম গোত্রীয় কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের বাস। মায়ামরীয়া বিদ্রোহের সময় উক্ত গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণ তাহার স্ত্রী ও ৮ বৎসর বয়স্ক বালক পুত্র যোগাই সহ ভাটীর দিকে রওয়ানা হন। নৌকাযোগে পলায়নপর এই ব্রাহ্মণ দম্পতির একাধিক দিন উপবাসে কাটাইতে হইয়াছিল। একদিন ব্রহ্মপুত্রে ভাসিয়া-আসা পান সুপারি পাইয়া

যোগাইর মা তাহা খাইয়া ফেলেন। ইহা দেখিয়া যোগাইর পিতা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া পত্নীকে তিরস্কার করিয়া তাহাকে একাকী ব্রহ্মপুত্রের তীরে নামাইয়া পুত্র সহ ভাটীর দিকে চলিয়া আসেন এবং গৌহাটীর নিকটবর্ত্তী অশ্বক্রান্তে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রহ্মচারী বৈদ্য অনুসন্ধানকারীদের সঙ্গে গৌহাটী আসিয়া উপনীত হইয়া জানিতে পারিলেন ইতোমধ্যে অন্ধ মজুমদারের মৃত্যু হইয়াছে। এ সময় এ অঞ্চলে কলেরা ও গ্রহণী রোগ মহামারীর মত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ব্রহ্মচারীর চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান ছিল, তাহার সুচিকিৎসায় বহু ব্যক্তি রোগ মুক্ত হওয়ায় তাহার সম্মান ও প্রতিপত্তি জনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ব্রহ্মচারী অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার বুদ্ধি, বহুদর্শিতা ও বিচক্ষণতার গুণে রাজা ও উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ঐ সময় ব্রহ্মচারীর চেষ্টায় কিছু শিখ ও হিন্দুস্থানী সিপাই আসামে আসিয়া রাজ সরকারে চাকরী গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে হাদিরাচকি [বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া জেলায় অবস্থিত ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী গ্রাম] বা বাঙ্গাল হাটের দুয়রীয়া বরুয়া [Custom officer] চাকুরী হইতে অবসর লইলে ব্রহ্মচারী দুয়রীয়া বরুয়ার পদে নিযুক্ত হন।

টিয়কিয়া ব্রাহ্মণ ও তৎপুত্র যোগাই অশ্বক্রান্তে কিছুদিন বাস করার পর ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। যোগাই তাহার সঙ্গীদের পরামর্শানুসারে লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রহ্মচারীর চেলা হইয়া পড়েন। মায়ামরীয়া বিদ্রোহ উপশম হইলে যোগাই ও তার পিতার সন্ধানকারী তাহাদের কতিপয় জ্ঞাতি গৌহাটীতে উপস্থিত হন। ঐ দলে যোগাইর বয়োজ্যেষ্ঠ ও মাতাপিতাহীন একজন জ্ঞাতি খুল্লতাত ছিলেন, ইনিও যোগাইর অনুরূপ ব্রহ্মচারীর শিষ্য হইয়া পড়েন। কামরূপের দুই অনাথ ব্রাহ্মণ বালক এবং এক বিধবা ব্রাহ্মণীর দুই শিশুপুত্রও ব্রহ্মচারীর দ্বারা প্রতিপালিত হন।

ব্রহ্মচারী এক অনাথা ব্রাহ্মণ বালিকাকেও আশ্রয় দেন। ব্রহ্মচারী

এই ছয় ব্রাহ্মণ সন্তানকে পুত্ররূপে এবং বালিকাটিকে কন্যারূপে গ্রহণ করেন এবং তাহাদের নূতন নামকরণ করেন। জ্যেষ্ঠের নাম সীতারাম (১), টিয়কিয়া ব্রাহ্মণ বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ সন্তান পরশুরাম (২), তৃতীয়জন শম্ভুরাম (৩), যোগাইর নাম রণরাম (৪), এবং কামরূপের বিধবা ব্রাহ্মণীর সন্তান দ্বয় যথাক্রমে অভিরাম (৫) ও পটাভিরাম (৬) এবং কন্যাটির নাম পাতলী। ব্রহ্মচারী নিজে সীতারাম, পরশুরাম ও শম্ভুরামকে নিজ গোত্র দান করিয়া উপনয়ন দেন। এই তিনজন আবার তাহাদের বয়ঃকনিষ্ঠ তিনজনকে উপনয়ন দিয়াছিলেন, সীতারাম—অভিরামকে, পরশুরাম—রণরামকে এবং শম্ভুরাম—পটাভিরামকে। ব্রহ্মচারীর সন্তানরা ব্রহ্মচারীর গোত্র ও প্রবর গ্রহণ করেন। ইহারা এ-দেশের সন্ধ্যাবিধির পরিবর্তে দ্রাবিড় দেশীয় সন্ধ্যাবিধি অনুসরণ করেন। ব্রহ্মচারী জ্যেষ্ঠ তিন দত্তক সন্তানের বিবাহ দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র পরশুরামের সহিত বিখ্যাত শীতাংশু সভাপণ্ডিতের বংশোদ্ভূত লক্ষ্মীনাথের কন্যা কামেশ্বরীর বিবাহ হয়। এই পরশুরামেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র 'আসাম বুরঞ্জি'র গ্রন্থকার হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন।*

ব্রহ্মচারীর সন্তানদের মধ্যে পরশুরামই অধিক বুদ্ধিমান, পারদর্শী ও কর্মক্ষম ছিলেন। ব্রহ্মচারী রাজসকাশে হাদিরাচকির ছয়রীয়া বরুয়া হিসাবে তাহার নিজ নামের পরিবর্তে পরশুরামের নাম লিখাইয়া লইলেন। আসামের সঙ্গে বঙ্গদেশের জলপথের ও বাণিজ্যিক যোগাযোগের একমাত্র পথ হাদিরাচকি। এই জায়গার ছয়রীয়া বরুয়াকে আসামে আগত বা আসাম হইতে প্রেরিত মালের উপর মাশুল বা ট্যাক্স আদায় করিয়া রাজকোষে জমা দিতে হইত।

* এ স্থলে উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রহ্মচারীর এই পালিত সন্তানরাই পরবর্তীকালে আসামের একাধিক সম্মানিত বংশের আদি পুরুষরূপে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। পরশুরামের পুত্র হলিরাম, রণরামের পুত্র গুণাভিরাম এবং শম্ভুরামের পুত্র পুণ্যরাম।

ব্রহ্মচারী প্রতি বৎসর দশ হাজার নারায়ণী মুদ্রা এবং সত্তর হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি রাজাকে সরবরাহ করার সর্তে ঐ চৌকির কর্তৃত্বভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। ক্রমে ব্রহ্মচারী শুধু মাশুল আদায় করিয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন না। তিনি দেশে ও বিদেশে মাল পরিবহনের জন্য বহু নৌকার ব্যবস্থা করিয়া আসামের বহির্বাণিজ্যের একমাত্র ব্যবসায়ী হইয়া উঠিলেন। এইরূপে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের এক ব্রাহ্মণ নিজ গৃহ ও স্ত্রী ত্যাগ করিয়া ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে আসিয়া সংসারী হইয়া পড়িলেন ও স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ধৈর্য্য এবং সাহসিকতার গুণে সেই যুগে আসামের সর্বশ্রেষ্ঠ বিত্তবান রূপে অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।

পরশুরামের প্রথমা পত্নীর গর্ভে ১৭২৪ শকে [১৮০২ খ্রীঃ] হলিরামের এবং ১৭২৭ শকে [১৮০৫ খ্রীঃ] যজ্ঞরামের জন্ম হয়। সেই সময় পরশুরাম হাদিরাচকি বা বাঙ্গালহাটের দুয়রীয়া বরুয়া। তাহার অধীনে বহু সিপাই সান্ত্রী ও লোক লস্কর খাটিত। ২৪০ খানি নৌকা দিবারাত্র মাল আনানেওয়ার কাজে ব্যাপৃত ছিল। বিদেশের সঙ্গে আসামের যোগাযোগের একমাত্র পথ হাদিরাচকি বা বাঙ্গালহাট হওয়ায় ঐ স্থানের দুয়রীয়া বরুয়ার পক্ষে বাংলা, ফার্সী ও হিন্দী প্রভৃতি ভাষা জানা প্রয়োজন। মায়ামরীয়া বিদ্রোহ দমনের পর আসামরাজের সহিত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে বাণিজ্য-সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার ফলে দুয়রীয়া বরুয়ার পক্ষে ইংরাজী জানাও অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়ে। পরশুরামের জ্যেষ্ঠপুত্র হলিরাম। পিতার অবর্তমানে জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই একদিন দুয়রীয়া বরুয়ার দায়িত্ব লইতে হইবে জানিয়াও হলিরামকে ফার্সী, ইংরাজী প্রভৃতি যাবনিক ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। জ্যেষ্ঠপুত্র হলিরাম পিণ্ডাধিকারী; তিনি ফার্সী, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিলে জাতিভ্রষ্ট হইয়া পিণ্ডদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন মনে করিয়াই তাহাকে যাবনিক ভাষা শিক্ষা না দিয়া দেবভাষা সংস্কৃত ও বাংলা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। তিনি দেবভাষা সংস্কৃত ও বাংলায় যে বিশেষ পারদর্শী

ছিলেন তাহা তাহার রচিত গ্রন্থাদি পাঠেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ১৭৩৮ শকের [১৮১৬ খ্রীঃ] বৈশাখের শুক্লাচতুর্থীতে পরশুরামের মৃত্যু হয়। তখন হলিরামের বয়স প্রায় ১৪ বৎসর। এই অল্প বয়সেই হলিরাম ছুয়রীয়া বরুয়া পদে নিযুক্ত হন। ১৭৪০ শকে [১৮১৮ খ্রীঃ] মানের অর্থাৎ ব্রহ্মদেশীয়দের [আধুনিক বার্মিজদের] আক্রমণে যখন উজনী আসাম হইতে অনেকে ভাটীর দিকে আসিতেছিলেন তখন হলিরাম বাঙ্গালহাটে মানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহার অধীনস্থ শিখ ও হিন্দুস্থানী সিপাই সহ একটি বাহিনী সংগঠন করেন এবং সেই সংগ্রামে তিনি যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কথিত আছে, তাহার সিপাইরা পরাজিত হইলে তিনি তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠেন এবং সেই নৌকায় রক্ষিত বন্দুকের সঙ্গীন দৈবাৎ তাহার গলায় বিদ্ধ হইলে নিজের শক্তিতে তাহা উৎপাটন করিয়া, মাথার পাগড়ী খুলিয়া গলা বাঁধিয়া নৌকা-যোগে পলায়ন করেন।

মানের আক্রমণের প্রথমদিকে হলিরাম গৌহাটী ত্যাগ করিয়া হাদিরাচকি যান। হাদিরাচকিতে মানের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সপরিবারে যোগীঘোপায় উপস্থিত হন। তৎপর রঙ্গপুর জেলার চিল-মারিতে গিয়া কিছুদিন ছিলেন। ইতঃপূর্বে আসামের রাজা ও বুঢ়া গোহাঞি প্রভৃতি চিল মারিতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। এদিকে গোয়ালপাড়ায় লেপ্টেনাণ্ট ডেবিড্সন সাহেব সেই সময় সৈন্যসহ সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। মিঃ স্কট্ সাহেব বৃটিশ সৈন্যসহ আসামে আসার উদ্যোগ করিতেছেন অবগত হইয়া হলিরাম আর চিল মারিতে থাকার কোন প্রয়োজন নাই মনে করিয়া গঙ্গাস্নান করিবার মানসে মুর্শিদাবাদে গিয়া উপস্থিত হন। গঙ্গাতীরে গ্রহণের সময় উপস্থিত হইয়া একজন দণ্ডীস্বামীর নিকট তিনি ও যজ্ঞরাম এবং তাহাদের মাতা ও বিমাতা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অঞ্জলি ভরিয়া স্বর্ণ গুরুদক্ষিণা স্বরূপ দান করেন। পরিশেষে উজাইয়া আসিয়া গোয়াল-পাড়াতে অবস্থান করেন। সেখানে তাহার মাতা, মাজুলির আঁহত-

করিতে থাকেন। তাহার এসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার মাত্র কয়েক-মাস পরে ১৮৩২ খ্রীঃ জুলাই মাসে [১১ শ্রাবণ, ১৭৫৪ শক] কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে যখন তাহার রোগ নিরাময় কামনায় মহামৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা হইতেছিল, সেই সময় উমানন্দ পর্বতে তাহার মৃত্যু হয়।

হলিরামের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, সাহসিকতা ও স্বদেশ হিতৈষণা আসামের ইতিহাসে তাহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাহার সাংগঠনিক শক্তিও ছিল অসাধারণ। কথিত আছে, তাহার নির্দেশে আত্মসম্মান রক্ষাকল্পে সকল কর্মচারী ধর্মঘট করিয়া তিন দিন কার্য্যে অনুপস্থিত থাকিলে সিনিয়র কমিশনার সাহেব লজ্জিত হইয়া সকলকে অনুরোধ করিয়া কাজে ফিরাইয়া লইয়া আসেন।

সাহিত্য সাধনা

হলিরাম দেবভাষা সংস্কৃত ও বাংলায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। এই উভয় ভাষাই তিনি অনর্গল বলিতে পারিতেন। 'কামরূপ যাত্রা পদ্ধতি' নামক একখানি গ্রন্থ তিনি সংস্কৃত ভাষায় রচনা করার মানসে—'কামরূপ যাত্রা পদ্ধতি নামক গ্রন্থের অনুষ্ঠান'—শীর্ষক, ১৭৫৩ শকাব্দের ১০ জ্যৈষ্ঠ তারিখে লিখিত তাহার একখানি পত্র ১৫ অক্টোবর ১৮৩১ খ্রীঃ, ৩০ আশ্বিন ১২৩৮ বাং তারিখের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়। এই পত্রে তিনি গ্রন্থের আভাস দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—'ঐ পুস্তক যোগিনীতন্ত্র ও কালিকাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করা যাইবে তাহা কোমল সংস্কৃত শব্দেতে শ্রাদ্ধাদির পদ্ধতির ন্যায় লেখা যাইবে।' এই গ্রন্থ রচনার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"৺গয়াযাত্রার বিধান এক ক্ষুদ্র পুস্তক হইয়াছে। উক্তধাম মধ্যদেশে অতি প্রসিদ্ধ এবং অনেকানেক দিগদেশীয় যাত্রিকেরা গমনাগমন করাতে বিশেষতঃ খাপরা দর্শনি একোদ্দিষ্ট ত্রিবিধ ভেদেতে রাজকর নিরূপণ থাকাতে অনেকেই জ্ঞাত

আছেন। কিন্তু কামরূপ রাজ্যের বিষয় কেহ জ্ঞাত নহেন পূর্ব্বেতে কামরূপ দেশ কোন্ দিগে কিরূপ ইহাও অনেকের পরিগ্রহ ছিল না কিন্তু অস্মৎকৃত বুরঞ্জি পুস্তক দ্বারা তাহা নিবৃত্ত হইয়াছে।…কামরূপ পীঠের যাত্রা বিষয় সুগম গ্রন্থ অদ্য পর্য্যন্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই।…এ কারণ ধার্মিক যাত্রীক ও অন্যান্য মহানুভব মহাশয়দিগের উপকারার্থে কামরূপ যাত্রা পদ্ধতি নামক এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ করিতে মানস করি।" এই প্রস্তাবিত গ্রন্থ পুস্তিকাকারে পরে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানিবার উপায় নাই। হলিরামের মৃত্যুর পর সমাচার চন্দ্রিকার ১৮৩২ খ্রীঃ ২৫ আগষ্ট তারিখের সংখ্যায় হলিরামের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া যে সম্পাদকীয় লিখিত হইয়াছিল তাহাতে এই পুস্তক সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য পাইতেছি—"অপর কামাখ্যা যাত্রাপদ্ধতি এক গ্রন্থ নানা পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাও মুদ্রিত করিয়া বিনা মূল্যে তাবল্লোককে দেওনের অভিলাষ ছিল ঐ গ্রন্থের প্রায় তৃতীয়াংশ মুদ্রিত হইয়াছে।" বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ হলিরাম, যজ্ঞরাম, যাদুরাম ডেকাবড়ুয়া প্রভৃতি যে কয়েকজন আসামবাসীর লিখিত পত্র ও প্রবন্ধ সেই যুগের বাংলা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তন্মধ্যে হলিরামই প্রথম। তাহারই চেষ্টায় ও আগ্রহে আসামের বহু ব্যক্তি বাংলা পত্রিকার গ্রাহক হন। এ বিষয়ে সমাচার দর্পণ বলেন—"আসাম দেশের মধ্যে তিনিই প্রথম এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্র গ্রাহক হইয়াছিলেন এবং অন্যের দিগকে তদ্বিষয়ে এমত প্রবোধ দিলেন যে এই ক্ষণে আসাম দেশে যত সম্বাদ পত্র চলিত হয় তত বঙ্গ দেশের মধ্যে কোন জিলাতে চলে না।"

বাংলা ভাষায় রচিত হলিরামের কয়েকখানি পত্র ও প্রবন্ধ সেই যুগের সমাচার দর্পণ, সমাচার চন্দ্রিকা প্রভৃতি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'কামরূপ যাত্রাপদ্ধতি' নামক প্রস্তাবিত পুস্তিকা সম্পর্কে লিখিত তাহার এক পত্রের উল্লেখ ইতঃপূর্ব্বেই করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহার লেখা অপর একখানি পত্র যাহা সমাচার দর্পণের ১৮৩১

খ্রীঃ ৪ জুন শনিবারের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, তাহা পরিশিষ্ট 'ক' [২] রূপে বর্ত্তমান সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহার রচিত আরও কয়েকখানি পত্রের উল্লেখ সমাচার চন্দ্রিকার ১৮৩২ খ্রীঃ ২৫ আগষ্ট তারিখের সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে পাইতেছি। যথা—"আদৌ ঐ ফুকনমহাশয় এতদ্দেশের বিশেষতঃ তদ্দেশের উপকারার্থ বাণিজ্যাদি নানা বিষয়ের উপদেশ স্বরূপ বিবিধ সম্বাদ লিখিয়া সমাচার পত্রে প্রচার করিয়াছিলেন তত্তৎসমাচার রাজাপ্রজার গোচর হওয়াতে অনেক উপকার হইয়াছে।" স্বধর্মনিষ্ঠ আচারপরায়ণ এই পণ্ডিতের উদার মনের পরিচয় তাহার বেনামিতে লেখা কয়েকখানি পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই সময় স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে এ দেশীয় শিক্ষিতদের মধ্যে মতভেদ ছিল। সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর প্রভৃতি পত্রিকা স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। হলিরামের মৃত্যুর পর সমাচার দর্পণ সম্পাদক যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা আংশিক নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয়কে মৃত উক্ত মহাশয়ের অন্য এক বিষয়ের প্রশংসা করণের সুযোগ করাই। কিয়ৎকাল হইল চন্দ্রিকা ও প্রভাকরের বিরুদ্ধে স্ত্রীবিদ্যা বিষয়ে যে অতি চাতুর্য্যরূপে লিখিত যে পত্র কস্যচিৎ হিন্দুদর্পণ পাঠকস্য ইতি স্বাক্ষরিত যে পত্র সকল দর্পণে প্রকাশমান হইয়াছিল তাহাও ঐ হলিরাম ঢেকিয়াল মহাশয়ের লিখন অতএব এইক্ষণে চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়কে ইহা কহিতে হইবে যে হলিরাম প্রকৃত হিন্দু ছিলেন না নতুবা তাঁহার ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে স্ত্রীবিদ্যা শিক্ষায়ণের বিষয়ে চেষ্টা পাইলেও হিন্দুধর্ম লোপ হয় না ইহা চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক পূর্বে অপহ্নুত ছিল।" এই উক্তি হইতে হলিরাম যে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। যে সময় নৈষ্ঠিক হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই স্ত্রীশিক্ষা সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর মনে করিয়াছেন, সেই সময় স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে লেখনী চালনা করা লেখকের উদার ও যুগোত্তর স্বচ্ছ দৃষ্টিই সূচিত করিতেছে।

আসাম বুরঞ্জি

১২৩৬ বঙ্গাব্দের ১৭ কার্তিক তারিখে হলিরাম রচিত 'আসাম বুরঞ্জি প্রথমভাগ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ একই বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম ভাগের পৃষ্ঠা সংখ্যা ।০ + ৮৬; দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগের পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে ৩২, ২৯ এবং ৬০ মাত্র। চতুর্থ ভাগের পর ৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী ২য়, ৩য়, এবং ৪র্থ ভাগের এক শুদ্ধিপত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থ প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে ২৩ কার্তিক ১২৩৬ বাং [৭ নবেম্বর, ১৮২৯ খ্রী:] তারিখের "বঙ্গদূত" পত্রিকায় এই গ্রন্থ প্রকাশ ও বিনামূল্যে ইহার বিতরণ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সমাচার দর্পণের ১৫ শ্রাবণ ১২৩৮ বাং [৩০ জুলাই, ১৮৩১ খ্রী:], ৭ আশ্বিন ১২৩৮ বাং [২২ সেপ্টেম্বর, ১৮৩১খ্রী:] এবং ৩০ আশ্বিন ১২৩৮ বাং [১৫ অক্টোবর, ১৮৩১ খ্রী:] তারিখের সংখ্যায় এই গ্রন্থের প্রসঙ্গত উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত হলিরামের মৃত্যুর পর সমাচার দর্পণ সম্পাদক হলিরামের নানাবিধ গুণের কথা বলিয়া তদ্রচিত এই গ্রন্থের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"অনুমান তিন বৎসর হইল তিনি আসাম বুরঞ্জি নামক এক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় ব্যয়েতেই মুদ্রাঙ্কিত করিলেন আসাম দেশের প্রকৃত বিবরণ সকল কেবল ঐ পুস্তকের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়"। এই গ্রন্থ মুদ্রণের কয়েকমাস পরে ১৮৩০খ্রী: ৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে তারাচাঁদ চক্রবর্তী লিখিত এই গ্রন্থের ইংরেজী ভাষায় রচিত সমালোচনা "ইণ্ডিয়া গেজেটে" প্রকাশিত হয়। Asiatic Journal or Monthly Register of British and Foreign Indian, China and Austrelia, New Series vol. II May-August 1830 পত্রে ও তারাচাঁদ চক্রবর্তী কৃত উক্ত বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই গ্রন্থ চারিখণ্ডে বিভক্ত। প্রথমখণ্ডে রাজবিবরণ অর্থাৎ পৃথিবীর পুত্র নরক রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া ইংলণ্ডীয়াধিকার পর্য্যন্ত সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়খণ্ডে নিম্নোক্ত ৮টি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, যথা—১। রাজ্যশাসন, ২। রাজস্ব, ৩। চমুয়া খেলের নাম, ৪। আদালত, ৫। ফৌজদারী, ৬। বিধি নিষেধ, ৭। ফুকন ও ডাঙ্গরিয়ার নাম, ৮। আহোম জাতীয়ের রীতি। তৃতীয়-খণ্ডে নিম্নোক্ত ১০টি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, যথা—১। নদনদী [ক] দক্ষিণপারে মিলিতা নদী, [খ] উত্তরপারে মিলিতানদী, ২। পর্বত, ৩। সীমা, ৪। কমিশনারির এলাকা, ৫। সীমান্তাবস্থিত দেশ, ৬। লোক সংখ্যা ও ভূমি সংখ্যা, ৭। মৃত্তিকা, ৮। রাজস্বের নিয়ম, ৯। মুদ্রা, ১০। শ্রীশ্রীঈশ্বরী কামাখ্যা। চতুর্থখণ্ডে নিম্নোক্ত ১২টি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, যথা—১। জাতি বিভাগ, ২। ঈশ্বরারাধনা, ৩। বামুনিয়া মত, ৪। ঠাকুরিয়া মহাপুরুষিয়া মত, ৫। রীতি ব্যবহার, ৬। চিকিৎসাদি, ৭। পর্ব, ৮। উৎপন্ন দ্রব্য, ৯। বস্ত্র ও পরিচ্ছদ, ১০। গৃহ, ১১। অলঙ্কার, ১২। অস্ত্র।

'আসাম বুরঞ্জি'র চারিখণ্ডে যে যে বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে স্বতঃই অনুমিত হইবে যে এই গ্রন্থ শুধু আসামের ইতিহাস নহে, ইহা একাধারে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষি, অর্থনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ের আসাম সম্পর্কীয় আকর গ্রন্থ।

উপরে উল্লিখিত চারিখণ্ডের বিষয় বস্তু লক্ষ্য করিলে লেখক এই গ্রন্থে আসামের সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহাই প্রমাণিত হয়। এই গ্রন্থ মুদ্রণের পূর্বে ও মুদ্রণ বর্ষে বাংলা ভাষায় আরও ছয়খানি ইতিহাস মূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৫৫ খ্রীঃ মুদ্রিত পাদরি লং সাহেব সঙ্কলিত বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকায় "ইতিহাস ও ভূগোল" বিষয়ক গ্রন্থমধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থ কয়খানির উল্লেখ পাইতেছি। মুদ্রণ কালানুক্রমিক এই গ্রন্থ কয়খানির নাম প্রদত্ত হইল —

১। রামরাম বসু রচিত—প্রতাপাদিত্য চরিত, ১৮০১ খ্রীঃ।

২। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং, ১৮০৫ খ্রীঃ।

৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত—রাজাবলি, ১৮০৮ খ্রীঃ।

৪। ফিলিক্সকেরী অনূদিত—গোল্ডস্মিথের ইংলণ্ডের ইতিহাস, ১৮১৯ খ্রীঃ।

৫। কেপটেইন ষ্টুয়ার্ট রচিত—মরেল টেইলস্ অব হিস্ট্রি, ১৮১৯ খ্রীঃ।

৬। সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস—শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত, ১৮২৯ খ্রীঃ।

৭। হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন রচিত-আসাম বুরঞ্জি, ১৮২৯ খ্রীঃ।

এই তালিকা লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত ইতিহাস মূলক গ্রন্থের প্রথম দুইখানি জীবনী গ্রন্থ। তৃতীয় গ্রন্থ সম্পর্কে স্বর্গত সজনীকান্ত দাস মহাশয় 'বাংলা গদ্যের প্রথমযুগে' বলিয়াছেন—"রাজাবলিকে অনেকে মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক রচনা ধরিয়া বিচার করিয়াছেন, কিন্তু আখ্যাপত্রে 'সংগ্রহ ভাষাতে' * দেখিয়া সন্দেহ হয়, ইহারও কোনও সংস্কৃত আদর্শ থাকা অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ গত বৎসরের † 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এক সংস্কৃত 'রাজাবলি'র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় ঐতিহাসিক ছিলেন না এবং 'রাজাবলি'তে আলোচ্য বিষয় সমূহ লইয়া তিনি যে গভীর গবেষণা করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবারও হেতু নাই। সুতরাং এই বইখানিকেও অনুবাদের কোঠায় ফেলিতে হইবে। তবে ইহা যে

* রাজাবলির আখ্যাপত্র—"রাজাবলি।—/ সংগ্রহ ভাষাতে।—/ মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।—/ শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—/১৮০৮।—/"

† বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ষট্‌চত্বারিংশ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ২৩৩; শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিত—'সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ'

বাংলা ভাষায় ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস, তাহাতে সন্দেহ নাই।" [বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ পৃঃ ১৫৯—১৬০ দ্রঃ] চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় রচিত ইতিহাস গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অতএব সপ্তম গ্রন্থ হলিরাম রচিত আসাম বুরঞ্জিকেই বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম মৌলিক ইতিহাস গ্রন্থ বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারি।* ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বাঙ্গালীদের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন জনৈক অবাঙ্গালীই বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম মৌলিক ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ইহা অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় যে আসামের এক মনীষী বাঙ্গাল ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার বাঙ্গালা প্রীতির এক অতুলনীয় নিদর্শন রূপেই এই গ্রন্থ চিরদিন স্বীকৃতি লাভ করিবে। কৃতী পিতার কৃতী পুত্র এ দেশে বড় দুর্লভ। এ রূপ দৃষ্টান্ত সচরাচর চোখে পড়ে না। কৃতী স্বল্পায়ু হলিরামের পুত্র কৃতী স্বল্পায়ু আনন্দরাম এ দেশের গতানুগতিক ধারার ব্যতিক্রম সন্দেহ নাই। এই পিতাপুত্র ভারতের পূর্ব প্রান্তের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

'আসাম বুরঞ্জি'র কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নে বিবৃত হইল—

[১] মুদ্রণ ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিশেষত্বগুলি পরিলক্ষিত হয়। যথা—

'তু' স্থলে 'ত্ত'—দৃষ্টান্ত 'চতু' স্থলে' চত্ত' ৪।১৮, ৫৩.১১, 'পুত্র' সর্বত্র 'পুত্র' ৫।২

'কু' স্থলে 'ঙ্গ'—দৃষ্টান্ত 'ঠাকুরিয়া' স্থলে 'ঠাঙ্গরিয়া' ৯৪.২৬।

---

* "আলোচ্য সময়ে ইতিহাস বিষয়ে একমাত্র স্বাধীন রচনা (-অর্থাৎ ইংরেজির অনুবাদ নহে-) হইতেছে হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন [১৮০২-৩৩] রচিত 'আসাম বুরঞ্জি' [১২৩৬ সাল, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ]। বাঙ্গালা ভাষায় লেখকের বিশেষ দখল ছিল। বইটির রচনাভঙ্গি সে সময়ের পক্ষে একরকম অভাবনীয়" —বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য—শ্রীসুকুমার সেন, পৃঃ ৬০, [২য় সংস্করণ]।

প্রাচীন অসমীয়া পুঁথিতে কু, তু প্রভৃতি প্রায় অনুরূপ ভাবেই লিখিত হইত।

[২] আসামের এই ইতিহাস গ্রন্থে কয়েকটি আহোম ও অসমীয়া শব্দ এবং বাক্যাংশ ব্যবহৃত হইয়াছে। এ জাতীয় শব্দ ও বাক্যাংশ বাঙ্গালী পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন না মনে করিয়া মূল আহোম ও অসমীয়া শব্দ এবং বাক্যাংশ উল্লেখ ক্রমে 'অর্থাৎ' বলিয়া বাঙ্গালা অর্থ নির্দেশ করা হইয়াছে। যথা—

[ক] শব্দ—

আইকুঞরিদেও অর্থাৎ রাজরাণী ২৯।২৩,
আলি অর্থাৎ রাজমার্গ ৭৩।১,
এহঙ্গলাঙ্গ অর্থাৎ আসন ৬৭।২৭,
খতিয়া অর্থাৎ গএর হাজীর ৫২।৭,
গাভরু অর্থাৎ যুবতী ২৭।১২,
ঘৈনিয়েক্ অর্থাৎ স্ত্রীকে ৪০।২৬,
ডাঙ্গরিয়া অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীরা ৫৭।২,
ডালুয়া অর্থাৎ শাখাতুল্য ২৫।৭,
ভোত্র অর্থাৎ চাবুকাঘাত ৫৫।১৬,
দেও অর্থাৎ দেবতা ২৩।২,
দেওকুকুরা অর্থাৎ দৈবকুক্কুট ১৬।২৫,
দেওজকাই অর্থাৎ দেবতা আবির্ভাব করিয়া ৪৩।১৫,
দেওধাঁইর অর্থাৎ দেবপূজাকর্ত্রীর ১৬।২৬,
নামদানি অর্থাৎ সমভূমিতে ২৮।১৯,
ফরিঙ্গতি অর্থাৎ আউস ধান্য ৫৩।১৯,
লিকৃচৌ অর্থাৎ রাজস্বগ্রাহি মনুষ্য ৫৯।২৮,
লোণপোঙ্গ অর্থাৎ লবণের আকর ৩৩।১২,
হেঙ্গলাঙ্গ অর্থাৎ বংশ নির্ম্মিত আসন ৫৭।৪,
হোলঙ্গঘর অর্থাৎ প্রধান রাজগৃহ ২৪।১১।

এতদ্ব্যতীত কয়েকটি সংস্কৃত এবং ইংরেজী ও ফার্সী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া 'অর্থাৎ' বলিয়া বাঙ্গালা অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন।

কাণ্ড অর্থাৎ বাণ ১৫।৬,
তন্তুবায় অর্থাৎ তাঁতি ৯০।২৫,
ধর্ম্মত্র অর্থাৎ ধর্ম্মোদ্দেশ্যক দান ৫৩।৫,
লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র ১০।২৮,
সিদ্ধান্তপত্র অর্থাৎ ফয়সলা ৫৫।২৮,
সৌমারপীঠ অর্থাৎ উজান আসাম ১১।১৭, ১২।১৬,
বেলেন্স অর্থাৎ বাকি থাকে ৭৭।৩,
নানকার অর্থাৎ শূদ্রোদ্দেশ্যক দান ৫৩।৫,
একটার অর্থাৎ নল ৫৩।১২।

[খ] বাক্যাংশ—

আনায়েকে পুথাবেকে বেথাকৈতুলিলে অর্থাৎ মাতামহী-মাতামহ দুইজনে অতি মমত্ব পূর্বক প্রতিপালন করিলেন। ২৭।১৯-২১,

কটা খার খোয়া ঢেকেরি অর্থাৎ ক্ষ্যারকেই লবণবোধে ভক্ষণ করে অতএব নির্বোধ। ১০৫।২১-২২,

চানেকির আন সিল্ এড়ুখরি অর্থাৎ সেইরূপ অন্য শিলাখণ্ড ২৮।১-২,

টঙ্গালি চেপি অর্থাৎ পট্টরজ্জুদ্বারা গলদেশ বদ্ধ করিয়া ৩৭।৩,

দেওহাঁকারিছিল অর্থাৎ দেবতাপূজা করিয়াছিল ১৬।১৩,

মদগাহরি কুকুরা অর্থাৎ মদ্য শূকর কুক্কুট ১৬।১৭, ২৮।২৬,

সাতখলপিয়া বরই আরা চাঙ্গটী চান্দোয়ার কহে অর্থাৎ সপ্তবিতান বিশিষ্ট ক্ষুদ্র কুটরী। ১০৯।১০-১১

মিচাঙ্গ আঞোতাঞেতে অর্থাৎ রাজার যে মঞ্চ গৃহ তাহা মেরামত কালে ৩১।২৮—৩২।১,

শুকুলা পইজার অর্থাৎ শ্বেত বস্ত্র নির্মিত জুতা ১১১।২৩-২৪,

সাজি এক নগা লরা অর্থাৎ মিত্র একজন নগাজাতীয়ের বালক ২৯।২০,

সোনোআলি হেঙ্গদাঙ্গ অর্থাৎ স্বর্ণমণ্ডিত অস্ত্র বিশেষ ২৩।১৫,

হাতি ছুঙ্গী কর্মে অর্থাৎ হস্তীর ঘাস ছেদন নিমিত্ত ৪৩।১০।

[৩] বিদেশী শব্দ—

সংস্কৃত, বাঙ্গালা, আহোম ও অসমীয়া শব্দ ব্যতীত কয়েকটি আরবী, ফার্সী এবং ইংরাজী শব্দ এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা—

আরবী :—আতর ১০৬।১৫, আদালত ৫১।৯, উকীল ৫৬।৬, ওয়াশীলাৎ ৫৫।১২, কৈফিয়ৎ ৫৬।৫, খাজানা ৫২।২০ জিম্মা ৬৫।১৯, জুমুলা ৭৬।২৮, তহশীল ৫১।৯, তৌজি ৭৭।২, ফয়সলা ৫৫।২৮, মালগুজারির ৫১।৯, মোকাম ৭৩।১৩, হুদ্দা ৬৬।২।

ফার্সী :—গোলাব ১০৬।১৫, জমীদারান ৭৭।২৮, দরজী ১০০।২৪, দস্তুরমত ৫৬।১৭, নানকার ৫৩।৫, পরগণা ৫৫।১০ পাইক ৫২।৫, পেষ করে ৫৬।১৯, ফৌজদারী ৫৭।৮, বরকন্দাজী ৮৭।১২ মহালদার ৭৯।৫, মেওয়া ১০৬।৫, রুবকারি ৫৬।৫, সরজমীন ৭৫।২৮।

ইংরাজী :—কমিসন (Commission) ৭৭।৭, কমিসনরিতে (Commissioner) ৭৬।১৬, ফি (Fee) ৭৮।১৮, বেলেন্স (Balance ৭৭।৩, ষ্টাম্প কাগজ (Stamp paper) ৫৬।৬।

[৪] শকাব্দ—

আসামের এই ইতিহাস আহোম রাজাদের মধ্যে প্রচলিত অব্দের উল্লেখ কয়েকবারই করিতে হইয়াছে। কিন্তু সেই অব্দ বাঙ্গালী পাঠক সমাজ বুঝিতে পারিবেন না মনে করিয়া সঙ্গে সঙ্গে 'অর্থাৎ' বলিয়া শকাব্দ নির্দেশ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা—

লাক্লিরাও অর্থাৎ ১০৪০ একহাজারচল্লিশ শক ২২।১৩,

লাক্লিকাপমিৎ অর্থাৎ ১০৪১ একহাজারএকচল্লিশ শক ২২।২০,

লাক্লিকাউপ্পা অর্থাৎ ১০৫৬ শক ২২।২৭,

লাক্লিখুৎচিঙ্গ অর্থাৎ ১০৯৭ শক ২৬।১৮,

লাক্লিরাইমিং অর্থাৎ ১১১৩ শক ২৬।২২,

লাক্লিখুংঙ্গি অর্থাৎ ১১১৭ শক ২৭।১৬,

লাক্লিকাংরাও অর্থাৎ ১১৬৭।শক ২৭।২৩।

[৫] আলোচ্য গ্রন্থে কয়েকটি শব্দের ভুল বানান আছে, গ্রন্থকার এইরূপ ভাবেই বানান করিতেন অথবা ইহা মুদ্রণপ্রমাদ, বলা শক্ত, দৃষ্টান্ত যথা—

পক্ষি—২০।২৫, বস—৩৩।৫, কনিষ্ট—৩৭।১৮,

সঙ্গি—৩৬।১৯, মন্ত্রি—৩৬।২৭, ৪৬।৯, ২১, ২৭।

[৬] আলোচ্য গ্রন্থে কোন কোন শব্দের বানান দ্বিবিধ ভাবে করা হইয়াছে, যথা—

সদীয়া—৪।৫, *কথক—৭।২১, রজো—৮৬।১,

সদিয়া—১৪।২৩, কতক—৮।২১, রযো—৯৬।২২,

পাতশাহ—১২।১০, গর্ভ—২১।২৬, ফক্কিকী দিয়া—১৮।১৭,

বাদশাহ—১০।২৩, গৰ্ব্ভ—২০।২৬, ফক্কিকা দিয়া—৪২।২১।

[৭] বর্তমানে যেমন বাঙ্গালা যুক্তাক্ষর সংখ্যা সংকোচের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম, পূর্ব্ব, প্রভৃতি রেফযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের অক্ষরদ্বিত্ব বর্জন করিয়া কর্ম, পূর্ব প্রভৃতি রূপ গ্রহণের চেষ্টা চলিয়াছে তদ্রূপ আলোচ্য গ্রন্থেও স্থানে স্থানে কর্তৃক ৪৭।১৭, ৬৮।৬, বিসর্জন ৩৬।৪ প্রভৃতি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।†

[৮] আলোচ্য গ্রন্থের ব্যাকরণগত-নিম্নোক্ত কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিবৃত হইল।

[ক] কারক—

অপাদানে দ্বিতীয়া—নদীকে ৪।১,

ষষ্ঠ্যর্থে প্রথমা—অনীতিকরণ নিমিত্ত ৩২।৪,

ভাবে সপ্তমী—প্রাপ্তে ১৩।১৬,

---

* তুল° কথক—প্রবোধচন্দ্রিকা [১৮৩৩]

† 'অচোরহাভ্যাম্ দ্বে।' ৮।৪।৪৬ পাণিনি।

করণে সপ্তমী—প্রভাবেতে ৮।২০,

কর্মে ষষ্ঠী—রাজস্বের গ্রহণের ধারা ২।১।

[খ] সন্ধি—

অধুনা অপ্রচলিত সন্ধির নিদর্শন—

খ্যাত্যাপন্ন ৭১।২৪—খ্যাতি+আপন্ন,

অত্যসভ্য ৭৪।১—অতি+অসভ্য,

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ানভিজ্ঞতা ১৪।১৮—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া+অনভিজ্ঞতা,

গমনাসমর্থ ৪৮।৩—গমন+অসমর্থ,

বাগ্বদ্ধ ১৫।৯—বাক্+বদ্ধ,

তদ্ধরণার্থে ৪৭।২০—তৎ+হরণার্থে,

রক্ষণাসামর্থ্য ২৪।২১—রক্ষণ+অসামর্থ্য,

লিখনানাবশ্যকতা ৬।৮, ৪৭।৬, ৭৪।৩—লিখন+অনাবশ্যকতা।

[গ] বচন—

বাঙ্গালায় রা, দের, দিগের প্রভৃতি বিভক্তি ও প্রত্যয় যোগে বহুত্ব-বোধক শব্দ সংগঠিত হইয়া থাকে। আলোচ্য গ্রন্থেও অনুরূপ ভাবে শব্দ সংগঠিত হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

তাঁহারদের ৮।২৪, ৫৮।১, ইহারদের ২৪।২৮, ৯৪।১৫, *
পতিরদিগের ৩৯।৩, মহাশয়েরদিগের ১।২৫,
কর্মকারিরদিগের ২।৩, গমনাগমনকারিরদিগের ২।৬,
বাণিজ্যব্যবসায়িরদিগের ২।৯,† তাহারদিগকে ৯৫।৬,

---

* তুল০—আমারদের—কেরীর কথোপকথন [১৮০১]
" —পুরাণবোধোদ্দীপনী [১৮২৭]
লোকেরদের—রাজাবলি [১৮০৮]
মন্ত্রিলোকেরদের—বত্রিশ সিংহাসন [১৮০২]

† তুল০—আমারদিগের—পুরাণবোধোদ্দীপনী [১৮২৭]
তাহারদিগের—প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ [১৮১৯]
পণ্ডিতেরদিগের—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং [১৮০৫]

ব্রহ্ম দেশীয়েরদিগকে ৩৮।৪, হয়রক্ষকেরদিগকে ৭।১০।*

কোন কোন ক্ষেত্রে পৃথক রীতিও অনুসৃত হইয়াছে, যথা—

সমুদায়কে ৩২।১১, ৪০।১৩, অস্মদাদি ১৯।৮। †

[ঘ] লিঙ্গ—

সংস্কৃত রীতি অনুসারে বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুযায়ী বিশেষণের লিঙ্গ চিহ্নিত হইয়াছে। যথা—

কন্যা ক্রন্দনপরায়ণা ১৫।১৬, কচারিণী তৃষ্ণার্তা হইয়া ১৭।২,

দেবী রুষ্টা হইয়া ২০।৩,‡ তদ্রূপ—খ্যাতা [১৫।৩], অসম্মতা [১৫।১০], বিভিন্না [৫।১৬], চলিতা [৫।১৭], প্রচণ্ডা [৫৬।১৪]

কোন কোন স্থলে অধুনা অপ্রচলিত রীতিতে লিঙ্গান্তর করা হইয়াছে। যথা—

কোচ—স্ত্রী কুবাচী ১১।১২,

পুত্র—স্ত্রী পুত্রী ১৫।১, ১৯।২৪।** [কন্যা অর্থে]

[ঙ] ক্রিয়া—

অধুনা অপ্রচলিত ক্রিয়াপদের প্রয়োগ—

ভবিষ্যৎকাল—যাইবেক ১৪।৩, †† হইবেক ২১।২৮, ‡‡ জন্মাইবেক

---

*তুল০—লোকেরদিগকে—বত্রিশ সিংহাসন [১৮০২]
—রাজাবলি [১৮০৮]

† তুল০—ব্রাহ্মণসেবধি [১৮২১]

‡ তুল০—শ্রীরাধা জাগ্রতী হইয়া—পুরাণবোধোদ্দীপনী [১৮২৭]

** রবীন্দ্রনাথেও অনুরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। গান্ধারীর আবেদনে—"অগ্নি গৃহে যাও পুত্রি, ডাকো পুরোহিতে।"

†† তুল০—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং [১৮০৫]

‡‡ তুল০—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং [১৮০৫]
—প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ [১৮১৯]
—নববাবু বিলাস [১৮২৫ ?]
—পুরাণবোধোদ্দীপনী [১৮২৭]

৩৩।১৪, অতীতকাল—দিলেক ১৫।১৮, চাহিলেক ১৫।১৪, কহিলেক ১৫।১২,* মারিলেক ৩২।২।

প্রযোজ্য ক্রিয়ার প্রয়োগ—

পুত্রদ্বারা করতোয়া পর্য্যন্ত জয় করিলেন ৬২।২০,

একজন আহোম দ্বারা যষ্টি প্রহারে বধ করিয়া পুত্র রাজা হইলেন ৩২।২৪-২৫।

[চ] সমাস—

হলিরামের সমসাময়িক ও তৎপূর্ববর্ত্তী কোন কোন সংস্কৃতজ্ঞ গ্রন্থকারের বাঙ্গালা গদ্য রচনায় সমাস বাহুল্য দৃষ্ট হয়। হলিরামের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সমাস বিরলতা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হলিরাম ব্যবহৃত একাধিক সমাসনিষ্পন্ন পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ঈশ্বরারাধনা ২।৮—ঈশ্বরের আরাধনা, ষষ্ঠীতৎপুরুষ।

কৃষ্ণপাদ পরায়ণ ৪৪।১৫—কৃষ্ণের পাদ=কৃষ্ণপাদ, ষষ্ঠীতৎপুরুষ, পর (শ্রেষ্ঠ) যে অয়ণ=পরায়ণ, কর্মধারয়, কৃষ্ণপাদ পরায়ণ যাহার, বহুব্রীহি।

গমনাসমর্থ ৪৮।৩—গমনে অসমর্থ, সপ্তমীতৎপুরুষ।

তৎপদাভিষিক্ত ৯২।২৪—সেই যে পদ=তৎপদ, কর্মধারয় তৎপদে অভিষিক্ত=তৎপদাভিষিক্ত, সপ্তমীতৎপুরুষ।

লিখনানাবশ্যকতা ৪৭।৬—লিখনের অনাবশ্যকতা, ষষ্ঠীতৎপুরুষ।

[ছ] "হেতু", "জন্য" স্থলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে "প্রযুক্ত" শব্দের ব্যবহার—

কষ্টদায়কত্ব প্রযুক্ত—৫১।২৫, অপুত্রকত্ব প্রযুক্ত—১২।১, ১৩।৩,
পলায়িতত্ব প্রযুক্ত—১৭।৭, বহুল্য প্রযুক্ত—৩৮।৭,
সুচতুরত্ব প্রযুক্ত—৪০।১৩, অল্পবয়স্কতা প্রযুক্ত—৪৬।১৪,

---

* তুল০—ইতিহাস মালা [১৮১২]
—নববাবু বিলাস [১৮২৫ ?]

বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্ত—৪৬।১৫ ।*

[জ] আধুনিক—'হওয়ায়', 'করায়', 'জন্মায়' স্থলে হইবাতে ৪৩।২৮, করিবাতে ৩১।৪, † জন্মিবাতে ১২।৩, ১৩।১৪ ।

[ঝ] সচরাচর অপ্রচলিত অথবা বিশিষ্টার্থে প্রযুক্ত কতিপয় শব্দ—

অনুগ্রাহ্য ২।১৫—অনুগ্রহভাজন অর্থে, অন্তরে ৮।৬—দূরে অর্থে, অপ্রয়োজনক ৬।১৪—অপ্রয়োজনীয় অর্থে, অবস্থিতি ৭।২৭—অবস্থান অর্থে,আপ্লাবন ৯।৮—প্লাবিত অর্থে, কতিদিনান্তে‡৪৫।২০—কত দিনান্তে অর্থে, তপস্যার্থে ৭।১৭—তপস্যার জন্য অর্থে, দাম্পত্যরূপে ১৬।১৮—দম্পতিরূপে অর্থে, দিব্যাঙ্গনা ৩২।২২—সুন্দরী কন্যা অর্থে, নগরোপান্তে ১৪।৬—নগরের নিকটে অর্থে, নিয়োজন করেন ৩৩।২২—নিয়োগ করেন অর্থে, পরিবর্ত ৫১।১৮—পরিবর্তন অর্থে, পলায়ন পরায়ণ ৪৪।২০—পলাইয়া অর্থে, পূর্বীয় ১৫।২০, ৬০।১৯—পূর্বের অর্থে, প্রাপ্তে ** ১৩।১৬—প্রাপ্ত হইয়া অর্থে, বর্দ্ধিষ্ণু হইলে ৫।২২, ৪৪।২—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অর্থে, বায়ব্যে ৮।৫—বায়ুকোণে অর্থে, মনোগত করিয়া ৭।৮—মনস্থির করিয়া অর্থে, যৌতুকস্বরূপে ১৯।২৬—যৌতুকরূপে অর্থে, রাজগুরুত্বরূপে ৪৪।১—রাজগুরুরূপে অর্থে, সপ্রয়োজনক ২।১০—প্রয়োজনীয় অর্থে, সমারাধনা ৬।১১—সম্যক আরাধনা অর্থে।

---

* তুল০ এই প্রযুক্ত—বত্রিশ সিংহাসন [১৮০২]
অনভ্যাস প্রযুক্ত—বেদান্ত গ্রন্থ [১৮১৫]
সমতা প্রযুক্ত—বেদান্তচন্দ্রিকা [১৮১৭]
দেশাচার প্রযুক্ত—প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ [১৮১৯]
এ প্রযুক্তে—পুরাণবোধোদ্দীপনী [১৮২৭]

† তুল০ করিবাতে—বেদান্ত গ্রন্থ [১৮১৫]
—পুরাণবোধোদ্দীপনী [[১৮২৭]

‡ তুল০ কতিদূর—পুরাণবোধোদ্দীপনী [১৮২৭]

** তুল০ জ্ঞাতে—জ্ঞাত হইয়া অর্থে, পুরাণবোধোদ্দীপনী [১৮২৭]

[ঞ] 'তিনি মরিলেন'—এই একটি বাক্য লেখক যে কত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষার উপর বিশেষ দখল না থাকিলে এরূপ করা সম্ভব হইত না।

১০।৪—যমসদন গমন করিলেন, ১০।২৭—ওয়াকাহন,

১৪।১৭, ৪১।২, ৪৬।৬, ৪৮।৫—মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলেন,

১৭।২১, ২৬।২৮, ২৭।১—মরণানন্তর, মরণান্তে,

১৮।২৫—যমালয়ে বিদায় দিয়া, ২৬।১৩—মরিলেন,

২৬।২৩—নির্জান হয়, ৩০।১৮—[-হইল]

৩০।২১,—নষ্ট করিলেক, ৩৬।১৪—নষ্ট করার উদ্যোগী হইলেন,

২৯।১৩—স্বর্গারূঢ় হইলেন, ২৯।১৬—মৃত্যুবশগত হন,

৩০।৫—পরলোক গমন করিলেন,

৩০।৭—পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, ২৬।১৯, ৫৩।১—[হইলেন]

৩০।১১—যমালয়ে গমন করিলেন, ৩৩।১—যমালয়ে গমন হইল,

৩১।১১—স্বর্গগত হইলেন,

৩১।১৩, ৩৩।১৫—মৃত্যুপদ প্রাপ্ত হইলেন, ৩১।১৬—মরণ হইল,

৩১।১৯, ৩৭।১৬—স্বর্গগামী হন, ৩২।২—মারিলেক,

৩২।৫—সংহার মুদ্রা দেখাইয়া, ৩০।১১, ৩২।১৪, ৩৩।১২—বধিয়া,

৩২।১৬—বধ করিলেন, ৩২।২৪—বধ করিয়া,

৩৪।২০, ৩৮।১৯, ৪১।২২,—লোকান্তর গমন করিলেন,

৩৫।১৮—মৃত্যু প্রাপ্ত হন, ৩৫।২৬—হরিদাসত্ব লব্ধ হইলেন,

৩৬।৪—বিসর্জন করিলেক,

৩৬।৫—কৃষ্ণার্পণ করিলেক, ৩৬।১১—যম সদন প্রেরণ করিলেন,

৩৬।১৫—পূর্বে নাশিত রাজার সঙ্গি করিলেক, ৩৬।১৬—মৃত্যু হইল,

৩৬।১৯—পূর্ব দুই রাজার সঙ্গি করিলেক,

৩৭।৩—নিঃশেষ করণানন্তর, ৪০।২৩—মৃতা হইলেন,

৪২।১৪—লোকান্তরে বিদায় করেন,

৪২।১৬—পরলোকগামী হইলেন,

৪২।১৮—তন্নিধনান্তে, ২৭।৪—তন্নিধনানন্তর,

৪২।২০, ৩০।১৩—তন্মরণান্তে, ৪২।২২—পঞ্চত্বানন্তর,

৪৫।৪—শমন ভবন গমন করেন,

৪৭।১১, ৪৭।১২—নষ্ট করেন, ৩৬।২৮—নষ্ট করিল।

[ট] অলঙ্কার—

যমক—ধরাধর সমাগত হইয়া বৃষ্টিদ্বারা ধরাধর প্লাবিত করিল। ২১।১৮,

রূপক—পিশুন জন দুর্বাক্য দহন দ্বারা হৃদি সম্পাদিত প্রীতিবল্লী দগ্ধা হইল। ৪৫।১৭,

অনুপ্রাস—আগমন বিলম্বন নিরীক্ষণ করত…১৩।৭,

ছেকানুপ্রাস—পরে কনিষ্ঠ বলিষ্ঠ হইয়া জ্যেষ্ঠকে…২৬।২৫।

[ঠ] অনাধুনিক বাগ্‌ভঙ্গী—

আপনাকে গজপতি নামে খ্যাত হওয়ার বাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। ৩৪।১২,

ঐ গদাধর সিংহ অতি প্রধান রাজা হইলেন। ৩৭।৮,

দ্বারাম্বয়োদধি রজনীকর সেনাপতি….৪৭।১৩।

[৯] সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ গ্রন্থকারের এই গ্রন্থে কয়েক খানি সংস্কৃত গ্রন্থের স্পষ্ট উল্লেখ পাইতেছি। একাধিক গ্রন্থ হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—

অধ্যাত্ম রামায়ণ—৮৮।২৭,	নিবন্ধ—৭৯।২৮,
আগম শাস্ত্র (?)—৯১।১৭,	পশুপতি স্মৃতি—৯১।১৩,
কাত্যায়ন স্মৃতি—৯১।১৩,	মহাভারত—৬।১৩,
কালিকা পুরাণ—৩৯।১৩,	মহিষমর্দ্দিনী তন্ত্র—৯৭।৬,
কুলার্ণব তন্ত্র—৮০।১৭,	মৃত্যুঞ্জয় সংহিতা—৮৩।২১,
গবাক্ষ তন্ত্র—৮৩।৮,	যোগিনী তন্ত্র—৩৯।১৩, ৭১।২৩,
চণ্ডী—৩৯।১০,	রত্নমালাব্যাকরণ—১১।২৩,
তন্ত্রশাস্ত্র (?)—৩৯।১৯,	রাঘুনন্দিনী স্মৃতি—৩৯।২০,৯১।১২,
দুর্গার্চামণিমঞ্জরী—৩৯।২১,	শিবপটল—৮৩।৭,
দেবীসূক্ত—৬।১৯,	শূলপাণি স্মৃতি—৯১।১৩,

শ্রীমদ্ভাগবত—৬।৮, হরগৌরী সম্বাদ—৩।৬, ২৩।২৪,
সপ্তশতিকাখ্য স্তোত্র—৬।১৯, হলায়ুধ স্মৃতি—৯১।১৩।
হয়গ্রীব পটল—৮৩।৬,

এতদ্ব্যতীত গ্রন্থের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও কোন কোন বাক্য দ্বারা গ্রন্থ চিনিয়া লইতে অসুবিধা হয় না। যেমন—"দমনক করটক কর্তৃক যেরূপ সিংহ বৃষভের সুহৃদ্ভেদ হইয়াছিল," ৪৫।১৩-১৪ উক্তি দ্বারা বিষ্ণুশর্মা রচিত হিতোপদেশের সুহৃদ্ভেদ অংশের কাহিনী নির্দেশ করা হইয়াছে। অনুরূপ ভাবে 'স্বল্পানামপি জন্তূনাং'.........৪৭।৯—১০, এবং 'কৃপনস্য ধনং যাতি'......৫৯।৩ অংশ 'মিত্রলাভের' যথাক্রমে ৭০ ও ১৭১ সংখ্যক শ্লোক এবং ৯৭ পৃষ্ঠার ১৬-১৭ পংক্তিতে উদ্ধৃত শ্লোকটি গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ৬৬ সংখ্যক শ্লোক।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে সংস্কৃত ব্যতীত মাত্র তিনখানি ভাষাগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"ভাগবত রামায়ণ ভারত প্রভৃতির যে ভাষাপদ্য আছে"...৯৩ ১৬-১৭, ৮৮।২৪।

[১০] গ্রন্থকার কোন কোন স্থলে বহুপ্রচলিত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধং—২৪।৯, স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী—৪৭।৩,
ইতোভ্রষ্ট স্ততো নষ্ট—৯২।২৬, স পাপিষ্ঠ স্ততোধিকঃ—৯৬।১১,
বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধিঃ—৪৬।১১,
দৈবের লিখিত কখন খণ্ডন হয় না—৪৮।৪।

[১১] হলিরামের রচনা মূলতঃ সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। কিন্তু স্থানে স্থানে তাহার রচনাতে খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ও বাগবিন্যাস বৈশিষ্ট্য (Idiom) লক্ষ্য করা যায়। যথা—অলং বহুনা ৮২।২৭, এবঞ্চ ৫৮।২৬, ৮২।২২, উক্তঞ্চ ৮১।৯, ৮২।১৬, অন্যচ্চ ৫৯।৫, ৮২।২৩, তথাচ ৮১।২০, ৯৪।৯, তথাচোক্তং ৯৫।২০, ৯৮।৩।

[১২] বিরাম চিহ্ন :—গত শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে মুদ্রিত বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থাদিতে বিরাম চিহ্নের অভাব প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হয়।

এই কারণে গ্রন্থপাঠে তথা অর্থসঙ্গতি নির্ণয়ে দুরূহতা অনুভূত হইত। আলোচ্য গ্রন্থ সম্বন্ধেও এই উক্তি বহুলাংশে প্রযোজ্য। ইহাতে পূর্ণবিরাম চিহ্ন 'দাঁড়ি' অনেক স্থলে আছে সত্য, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে অপ-প্রযুক্ত। 'কমা' কয়েকবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ড্যাশ, হাইফেন, সেমিকোলন, প্রশ্নবোধক চিহ্ন, আশ্চর্যবোধক চিহ্ন প্রভৃতি একেবারেই নাই।

[১৩] আসাম বুরঞ্জির প্রতি খণ্ড এবং অধিকাংশ অধ্যায়ের শেষে সমাপ্তি সূচক 'ইতি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরাণবোধোদ্দীপনীর [১৮২৭] প্রতি অধ্যায়ের শেষেও অনুরূপ ভাবে 'ইতি' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই রীতি সাধারণতঃ কাব্যেই অনুসৃত হইয়াছে—গদ্য রচনায় নহে। মাইকেল মধুসূদন-রচিত মেঘনাদ বধ, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা প্রভৃতি কাব্যে প্রতিসর্গের শেষে অনুরূপ ব্যবহার আছে। ইহা মূলতঃ সংস্কৃতরীতির অনুকরণ জাত।

[১৪] অসমীয়া, বাঙ্গালা ও মৈথিলী ভাষার অক্ষর প্রায় অভিন্ন, এই সকল ভাষা মূলতঃ মাগধী অপভ্রংশ জাত। এইসব কারণে অসমীয়া ও বাঙ্গালা অক্ষরের পার্থক্য এই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট খুব কমই মনে হইয়াছে। তাহার নিম্নোক্ত উক্তিতে অসমীয়া অক্ষরের উল্লেখ না থাকায় অসমীয়া ও বাঙ্গালা অক্ষর যে অভিন্ন তাহাই সূচিত হইতেছে। "তিনি পারসী ও নাগরী বাঙ্গালা আহোম এই কএক প্রকার অক্ষরে মুদ্রা নির্মিত করিয়া প্রচলিত করাইলেন।" ৪২।২-৩।

[১৫] লেখকের ইতিহাস-নিষ্ঠ মনের পরিচয় তাহার গ্রন্থে আছে। নিম্নোক্ত মন্তব্য হইতে তাহার অলৌকিকত্বে অবিশ্বাসই সূচিত হইয়াছে। যথা—"আহোম জাতীয়েরা কহে যে ইন্দ্রের পুত্র স্বর্গনারায়ণ রাজা তাহার দুই পুত্র খুন্‌লুঙ্গ খুন্‌লাই নামক স্বর্ণসোপান দ্বারা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছেন, অতএব স্বর্গদেব। কিন্তু তাহার বিস্তার কথা আমি প্রতীতি না করিয়া লিখিলাম না। যেহেতুক শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাবতার তথাচ

দশরথ রাজার ও বসুদেবের গৃহে পৃথিবীতেই জন্ম লেখে। সাধারণ অর্বাচীন রাজার স্বর্গ হইতে যে পাঞ্চভৌতিক শরীর দ্বারা আগমন সে অত্যন্ত অবিশ্বসনীয়।" ইত্যাদি ২৩।২৬।

[১৬] এই ইতিহাসের কোন কোন মন্তব্য ভ্রমাত্মক বলিয়া পরবর্তীকালে নির্দেশ করা হইয়াছে, যথা—

[ক] ১৮৩১ খ্রীঃ ২৯ আগষ্ট তারিখে লিখিত আসামের যাদুরাম ডাকা বড়ুয়ার যে পত্র ১৮৩১ খ্রীঃ ১৫ অক্টোবর তারিখের সমাচার-দর্পণে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে এই গ্রন্থের একটি মন্তব্যের সমালোচনা করা হয়। পত্রখানি পরিশিষ্ট'ক' [৬] রূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

[১৭] বাঙ্গালা দেশে গ্রন্থ মুদ্রণের প্রথম যুগে কোন কোন ধনী ব্যক্তি গ্রন্থ রচনা করিয়া বা করাইয়া তাহা মুদ্রণ এবং বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থদান বহু প্রাচীন কাল হইতেই নানা দেশে পুণ্য কর্ম রূপে বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে। এস্থলে হলিরামের গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে যে কয়খানি মুদ্রিত গ্রন্থ বিনা-মূল্যে বিতরিত হইয়াছিল, তাহার সংবাদ প্রদত্ত হইল। হলিরামের গ্রন্থ বিতরণের পূর্বে নিম্নোক্ত কয়খানি গ্রন্থ বিতরিত হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। *

১। করুণানিধান বিলাস—মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল ও তৎপুত্র কালীশঙ্কর ঘোষাল রচিত।
২। প্রবোধদ্দীপন-ব্যবহার-মুকুর— ঐ
৩। প্রাণতোষিণী—প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস সঙ্কলিত।
৪। ক্রিয়াম্বুধি— ঐ
৫। শব্দাম্বুধি— ঐ
৬। শব্দকল্পদ্রুম—রাজা রাধাকান্ত দেব সম্পাদিত।
৭। পাষণ্ডপীড়ন—উমানন্দন ঠাকুর রচিত।

* সমাচার চন্দ্রিকা, ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১, পরিশিষ্ট 'ক' [৪] দ্রষ্টব্য।

প্রথম দুই খানি গ্রন্থ সকলকে বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম গ্রন্থ অধ্যাপকদিগকে দান করা হয়। ৬ষ্ঠ ও ৭ম গ্রন্থ সর্বসাধারণকে দান করা হইয়াছিল।

[১৮] ভারতরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের সৌন্দর্যকেন্দ্র, স্বাস্থ্যনিবাস, তীর্থভূমি, ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান ও নবভারতের কর্মকেন্দ্রের নিদর্শন সমূহের পরিচয় মূলক বহু পুস্তিকা ইংরেজী, হিন্দী ও ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় মুদ্রিত হইতেছে। ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য ভারতের দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ দর্শনে এদেশবাসীকে আগ্রহান্বিত করা এবং বহু বিচিত্র ও সুন্দর এদেশকে জানার সুযোগ দেওয়া। বর্তমানে বিশ্বের লোককে ভারত দর্শনে আগ্রহান্বিত করার জন্য ভারত সরকার যত্নবান। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে যে কারণে এ জাতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে প্রায় অনুরূপ কারণেই শতবর্ষ পূর্বে আলোচ্য গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল। লেখক তাহার মাতৃভূমি আসামে—তীর্থযাত্রী, রাজকর্মকরণেচ্ছুক ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি 'নানাদিগদেশীয়' লোককে আসিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। শাক্তদের নিকট 'কামাখ্যা হইতে প্রসিদ্ধ কোন পীঠস্থান নাই' [৭৯।২৫] উল্লেখক্রমে, উক্ত তীর্থের বিস্তারিত মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন [পৃঃ ৮০—৮১ দ্রঃ]। আসাম সবেমাত্র ইংলণ্ডীয়াধিকার হওয়াতে রাজকার্যকরণেচ্ছুক ব্যক্তিদেরও লেখক আসামে আসিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। যথা—[ক] 'এইক্ষণে আসামদেশ ইংলণ্ডীয়াধিকৃত হওয়াতে নানা দিগদেশীয় লোকের গমনাগমন হইয়াছে ও হইতেছে ও হইবে' ১।১৪ ; এই গ্রন্থ পাঠে [খ] 'আসামদেশে বিষয়কর্মকরণেচ্ছুক মহাশয়েরদিগের পক্ষে অধিক উপকার হইতে পারে।' ১।২৫ ; অথবা [গ) 'যে কোন ব্যক্তি এ দেশে কর্মকরণেচ্ছুক হইবেন……ইংলণ্ডীয়েরা পূর্ব রীতি অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে কোন কর্মে নিযুক্ত করেন না অতএব যে সকল রীতি লিখিলে এই ক্ষণে লোক কর্মোপযুক্ত হইতে পারে তাহা……লিখিব।' ৫।১২ অথবা [ঘ] 'যে কর্ম করিলে দণ্ডনীয় হয় তাহা……লিখিতেছি

যেহেতুক এতদ্দেশেতে কর্মকরণেচ্ছুক ব্যক্তির·········জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।' ৫৭।২২ ইত্যাদি উক্তিদ্বারা লেখক যে অনসমীয়া প্রধানতঃ প্রতিবেশী বাঙ্গালীদিগকে আসামে আসিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন তাহাই অনুমিত হয়। এতদ্ব্যতীত ব্যবসায়ীদিগকেও আসামে আসিতে প্রলুব্ধ করিয়া লেখক বলিতেছেন, [ক] 'এতদ্দেশোদ্ভব বস্তুর বিবরণ লেখা আবশ্যক যেহেতুক তদ্বারা বাণিজ্য বিষয়ে অধিক উপকার হইবেক। এবং এতদ্দেশে আগমনোদ্যোগি ব্যক্তিরা এতদ্দেশে অনুৎপন্ন দ্রব্য আবশ্যকমতে আপন সমভিব্যাহারে আনিতে পারিবেন।' ৮৫।৬—৯।

[১৯] 'সম্পাদকের নিবেদনে' হলিরাম রচিত 'কামরূপ যাত্রা পদ্ধতি' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি [পৃঃ ১৲—১/০ দ্রষ্টব্য]। ইহা হইতে গ্রন্থকারের জীবিতকালে যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই তাহা জানা যাইতেছে। 'সম্পাদকের নিবেদন'—অংশ আংশিক মুদ্রণের পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে 'কামরূপ যাত্রা পদ্ধতি' সম্পর্কে আরও কিছু সংবাদ পাইয়াছি। হলিরামের ১১শ্রাবণ ১২৩৯ বাং [১৭৫৪ শক, ১৮৩২ খ্রীঃ] তারিখে মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর কয়েকমাস পরে ১৭৫৫ শকে ঐ পুস্তিকা 'সমাচারচন্দ্রিকা'—যন্ত্রে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। এই মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ হয় নাই, কিন্তু উক্ত গ্রন্থের হস্তলিখিত একখানি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি শ্রীহট্ট জেলার 'আখালিয়া' গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। এই প্রতিলিপি আমি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। ৫৩ পত্রের অর্থাৎ ১০৬ পৃষ্ঠার এই পুঁথির প্রতি পৃষ্ঠায় গড়ে ৯।১০ পংক্তি করিয়া লেখা আছে। নিম্নে উক্ত পুঁথির কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল।

পৃষ্ঠা ১—[প্রারম্ভ] "শ্রীগণেশায় নমঃ। শ্রীনীলশৈলশৈলস্থিত-
নীলবর্ণংসকাশনিষ্কামদশূর্পকর্ণং। অজং গজেন্দ্রাস্যসু-
দৃশ্যবেশং সেবেহর্নিশং বিঘ্নহরং গণেশং।···প্রাগ্জ্যোতিঃ-
পুরবাসি শ্রীহলিরামেণ শর্ম্মণা দৃষ্টা বহুনি শাস্ত্রাণি যাত্রি-

কানাং সুখাপ্তয়ে কামাপ্ত নেত্র কামেষু মৈত্রেশাকে
সুকামনা বিতন্যতে কামরূপযাত্রাপদ্ধতিরুত্তমা।"

পৃষ্ঠা ২—"কামরূপীয়জনানাং ভক্তিরাহিত্যে বশিষ্ঠশাপদানাদি কারণ-
মপি বুরঞ্জিপুস্তকেঽনুসন্ধেয়ং।"

পৃষ্ঠা ৫৩—[শেষ] "ইতি শ্রীকামরূপযাত্রাপদ্ধত্যাং কামাখ্যাদি-
পঞ্চমূর্ত্তিপূজাবিধির্নাম দশমপটলঃ সমাপ্তঃ ॥*॥ প্রণম্য
লক্ষ্মীপতিপাদপঙ্কজং প্রযত্নতঃ শ্রীহলিরাম শর্ম্মণা।
বিনির্ম্মিতেয়ং কিল কামরূপকপ্রয়াণবোধার্থময়ী
সুপদ্ধতিঃ॥ নির্দেশতস্তস্য দয়ার্দ্র চেতসঃ শ্রিয়া ভবানী
চরণো ধরানরঃ। অমুদ্রয়চ্চন্দ্রিকয়েতি পদ্ধতিং হিতায়
তত্তীর্থগণাভিগামিনাং॥ শকাব্দা: ১৭৫৫॥

প্রথম পৃষ্ঠার 'কামাপ্ত নেত্র কামেষু মৈত্রেশাকে'…প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা গ্রন্থ রচনা কাল ১৭৫৩ শক নির্দেশ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি ১০ পটলে বা অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে প্রসঙ্গত: 'আসাম বুরঞ্জি'রও উল্লেখ আছে। 'আসাম বুরঞ্জি' যে প্রেসে, যাহার দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছিল, 'কামরূপ যাত্রা পদ্ধতি'ও সেই প্রেসে সেই ব্যক্তির দ্বারাই ১৭৫৫ শকে মুদ্রিত হয়।

[২০] ইংরেজ শাসনারম্ভের ফলে দেশের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া লেখক এদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হইয়াছিলেন। অধিকন্তু বৃটিশ শাসন এদেশের পক্ষে পরম কল্যাণকর মনে করিয়াছিলেন। তাহার বহু উক্তিতে ইংরেজ শাসনের প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হইয়াছে।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ইয়ান্দাবো' নামক স্থানে সন্ধি হইলে 'বর্মারদের যোয়াল হইতে মুক্ত হইয়া'—আসাম বৃটিশের অধিকারে আসে। লেখকের বৃটিশ শাসনের প্রশংসা মূলক কয়েকটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। [ক] 'ইংলণ্ডীয়াধিকার হওয়াতে সে সকল দৌরাত্ম্যের উপশম হইয়াছে…অতএব এ রাজার শাসন সর্বথা প্রশংসনীয় বটে।' ৫৯।২২—২৫; [খ] এইক্ষণ ইংলণ্ডীয়েরদের অধীন হওয়াতে সে সকল দৌরাত্ম্য উপশান্ত হইয়াছে।' ৮৪।৩—৪; [গ] 'এইক্ষণে ইংলণ্ডীয়া-

ধীন হওয়াতে সে সকল দুর্নীতি লুপ্তা'…: ১১।২৬—২৭ ; [ঘ] 'সে সকল নিরর্থক লোক কষ্টদায়কত্বপ্রযুক্ত ইংলণ্ডীয়েরা প্রায় রহিত করিয়াছেন।' ৫১·২৪—৫২।১ ইত্যাদি।

হলিরামের সমগ্র গ্রন্থে মাত্র একস্থলে বৃটিশ শাসনের কুফল সম্পর্কে উক্তি আছে, যথা—'এইক্ষণ ইংলণ্ডীয়াধীন হইয়া এতদ্বিষয়ে রাজশাসনের ন্যূনতা হওয়াতে ক্রমে বিপর্য্যয় হইতেছে এবং ক্রমে অধিক বৃদ্ধি হইবেক।' ৮৬।৬—৭।

লেখকের দৃষ্টিতে তদানীন্তন কালের কোন কোন আচরণ অনুপযুক্ত মনে হওয়ায় তিনি স্থলভেদে তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন। তাহার একাধিক মন্তব্য বর্ত্তমান সম্পাদকের নিকটও রুচিকর মনে হয় নাই। ইহার দ্বারা স্থান, কাল, পাত্র ও স্ব স্ব ধর্মীয়গণ্ডীর প্রভাব অতিক্রম করিয়া যাওয়া যে ঐতিহাসিকের পক্ষেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না, তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

এই সংস্করণের নিম্নোক্ত মুদ্রণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

১। মূলগ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠার ডান দিকে পংক্তি সংখ্যা জ্ঞাপক ৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫ প্রভৃতি অঙ্ক মুদ্রিত হইয়াছে। সম্পাদকের নিবেদনে ও পরিশিষ্টে, পৃষ্ঠা ও পংক্তি নির্দেশ করিতে গিয়া ৫।১০, ১২।১৩ প্রভৃতি অঙ্ক মুদ্রিত হইয়াছে। ৫।১০ অর্থাৎ ৫ম পৃষ্ঠার ১০ম পংক্তি, ১২।১৩ অর্থাৎ ১২শ পৃষ্ঠার ১৩শ পংক্তি বুঝিতে হইবে।

২। মূল গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে [ ] যে সংখ্যা নির্দেশ করা হইয়াছে সেই সংখ্যা মূল সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা জ্ঞাপক। যে শব্দের পর তৃতীয় বন্ধনী মধ্যস্থ সংখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে সেই শব্দেই মূল সংস্করণের ঐ সংখ্যক পৃষ্ঠা শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

৩। আসাম বুরঞ্জির ১ম খণ্ডের প্রতি পৃষ্ঠার বাম দিকে 'স্মলপাইকা' অক্ষরে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়সংক্ষেপ নির্দেশ

করা গিয়াছে। প্রথম খণ্ড মুদ্রণের পরে ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ খণ্ডের সন্ধান পাওয়ায় ঐ খণ্ড সমূহে এ রীতি অনুসৃত হয় নাই।

৪। বর্তমান সংস্করণের পরিশিষ্টে নিম্নোক্ত কয়টি বিষয় মুদ্রিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট "ক"

[১] বঙ্গদূত, ৭ নভেম্বর ১৮২৯—'আসাম বুরঞ্জি' প্রকাশের সংবাদ।

[২] সমাচার দর্পণ, ৪ জুন ১৮৩১—হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন লিখিত পত্র।

[৩] ঐ ৩০ জুলাই ১৮৩১—'আসামদেশে জ্ঞান বৃদ্ধি।'

[৪] সমাচার চন্দ্রিকা, ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১—বিনামূল্যে বিতরিত গ্রন্থ বিবরণ।

[৫] সমাচার দর্পণ, ১৫ অক্টোবর ১৮৩১—হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন লিখিত 'কামরূপ যাত্রা পদ্ধতি নামক গ্রন্থের অনুষ্ঠান।'

[৬] ঐ যাদুরাম ডেকাবড়ুয়া লিখিত 'আসাম বুরঞ্জি'র সমালোচনা।

[৭] সমাচার চন্দ্রিকা, মার্চ ১৮৩২—হলিরামের 'হিন্দু আসিষ্ট্যাণ্ট মেজিষ্ট্রেটী পদে নিযুক্ত'হওয়া সংবাদ।

[৮] সমাচার দর্পণ, ১৮ আগষ্ট ১৮৩২—'হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের মৃত্যু।'

[৯] ঐ ২৫ আগষ্ট ১৮৩২—'৺হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন।'

[১০] ঐ হলিরাম সম্পর্কে 'দর্পণ সম্পাদকেরউক্তি।'

পরিশিষ্ট "খ" 'বাঙ্গলা ভাষায় আসামের ইতিহাস'—শ্রীসূর্য-কুমার ভূঞা লিখিত প্রবন্ধ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩৩৩। ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১৯—৩৫।

পরিশিষ্ট "গ" আসাম্ বুরঞ্জি সম্পর্কে তারাচাঁদ চক্রবর্তী লিখিত ইংরেজী ভাষায় যে বিস্তৃত সমালোচনা India Gazette-এ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার পুনর্মুদ্রণ।

পরিশিষ্ট "ঘ" শুদ্ধি পত্র।

পরিশিষ্ট "ঙ" বর্তমান সংস্করণ সম্পাদনে যে যে গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সাহায্য লওয়া হইয়াছে তাহার কালানুক্রমিক সূচী।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

এই গ্রন্থ সম্পাদন কার্যে যাঁহার নিকট সর্বাধিক উৎসাহ পাইয়াছি তিনি গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ডক্টর শ্রীসূর্যকুমার ভূঞা এম. এ., বি. এল., ডি. লিট. (লণ্ডন) মহাশয়। তাঁহার নিকট রক্ষিত খণ্ডিত প্রথম খণ্ডের অনুলিপিই বর্তমান সংস্করণের প্রেস-কপি রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কলিকাতা শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের বাঙ্গালার প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ চক্রবর্তী এম. এ., ডি. ফিল. মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র হাইলাকান্দি কলেজের বাঙ্গালার অধ্যাপক স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ মহান চক্রবর্তী এম. এ.—২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডের এবং কল্যাণীয়া শ্রীমতী রাণী চক্রবর্তী এম. এ. পরিশিষ্ট আংশিক এবং আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী গৌরী 'সম্পাদকের নিবেদনের' প্রেস-কপি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কামাখ্যারাম বড়ুয়া, ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বেণুধর শর্মা, আসামের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবকান্ত বড়ুয়া এবং প্রীতি-ভাজন সুহৃৎ প্রাগ্জ্যোতিষ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত তীর্থনাথ শর্মা এই গ্রন্থ মুদ্রণ বিষয়ে আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করিয়াছেন। আমার ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীমান্ অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. এবং গৌহাটী আয়ুর্বেদ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য এম. এ. এই গ্রন্থ মুদ্রণ সম্পর্কে সাহায্য করিয়াছেন।

কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক উক্ত গ্রন্থাগার দ্বয়ে রক্ষিত 'আসাম বুরঞ্জি' ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন। আমার বয়ঃ জ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞান-বৃদ্ধ যাঁহারা এই সংস্করণ প্রকাশ বিষয়ে আমাকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়াছেন ও সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে আমার আন্তরিক সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলাম। আমার ছাত্র বা ছাত্রতুল্যদের সহিত সম্পর্ক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের নহে, তাহাদের উদ্দেশ্যে রহিল আমার আশীর্বাদ।

গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমীয়া বিভাগের প্রধান অধ্যাপক প্রীতিভাজন ডক্টর শ্রীযুক্ত বিরিঞ্চি কুমার বড়ুয়া এম. এ., বি. এল্., পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন) মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। স্বর্গগত পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এই গ্রন্থ মুদ্রণে অকুণ্ঠ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

মোক্ষদা কুটীর, আটগাঁও,
গৌহাটী।
২০।৬।১৯৬২

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

শ্রীশ্রী কামাখ্যা ।

জয়তিতরাম্ ।

আসাম

দেশান্তর্গত গুয়াহাটী নগর

নিবাসি শ্রীযুত হলিরাম ঢেকিয়াল

ফুকন বিরচিত ।

শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েনাঙ্কিত

আসামবুরঞ্জি

অর্থাৎ ।

আসাম দেশীয় ইতিহাস প্রথম ভাগ

কলিকাতা সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে

মুদ্রাঙ্কিত হইল ।

শকাব্দ ১৭৫১ বাঙ্গলা ১২৩৬ সাল ১৫ কার্ত্তিক ।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত আসাম বুরঞ্জির প্রথম ভাগের আখ্যাপত্র

আর অলঙ্কার অনেক প্রকার আছে তাহা লিখন অনাবশ্যক এইক্ষণ এতদ্দেশে নানা দিগ্ দশীয় লোক আসাতে দেশান্তরীয় অলঙ্কার ও কতক২ ব্যবহার্য্য হইয়াছে কিন্তু হাসলি ও নথ ও মল এই কএক অলঙ্কার কোনমতে স্বীকার করে না আর এইক্ষণ দেশান্তরে পুরুষলোক প্রায় নিরলঙ্কার হইয়া থাকে আসামে প্রায় স্ত্রী পুরুষ কেহ নিরলঙ্কারি হইয়া থাকে না।

অস্ত্র বিবরণ।

হেংদাঙ্ বরচা কটারি ধেনু কাঁড় হিলৈ পহ শর্ম্মা কএক প্রকার আছে তাহার বিস্তারিত লেখা অনাবশ্যক। পূর্ব্বে বন্দুক আসামে ছিল না রাজা গৌরীনাথ সিংহের অধিকার অবধি বন্দুকের প্রচার হইয়াছে ইতি।

চতুর্থভাগঃ।

সমাপ্তঃ।

আসাম বুরঞ্জির মূল সংস্করণের চতুর্থ ভাগের শেষ পত্র

শ্রীশ্রীকামাখ্যা।

জয়তিতরাং।

অনুষ্ঠানপত্র

কলিকাতা মহানগরে ছাপাযন্ত্রের বাহুল্য হওয়াতে বিদ্যায় অধিক অনুশীলন হইয়াছে এবং অনেক গুণবান ভাগ্যবান মহাশয়েরা নানা বিদ্যাবিষয়ক ও নানা দেশবিবরণ পুস্তক অধিক পরিশ্রম দ্বারা শোধিত ও মুদ্রিত করিয়া অনেকের পরিশ্রম নিবারণ ও বিজ্ঞতা করিতেছেন কিন্তু আসাম দেশের বিষয় বৃত্তান্তের কোন পুস্তক এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। আসাম কামরূপ ইত্যাদি নামে দেশ আছে, ইহাই স্থূলরূপে অনেকের পরিগ্রহ আছে; তাহার বার্ত্তার বিজ্ঞান দূরে থাকুক, সে দেশ কিরূপ, কোন দিগ, তাহা অন্যদেশীয় লোক প্রায়। অনেকেই জ্ঞাত নহেন; অতএব আসামের বৃত্তান্ত প্রকাশ [/০] করা আবশ্যক। বিশেষতঃ এইক্ষণে আসাম দেশ ইংলণ্ডীয়াধিকৃত হওয়াতে নানা দিগ্‌দেশীয় লোকের গমনাগমন হইয়াছে ও হইতেছে ও হইবে, কিন্তু তাঁহারা আসামের রীতি চরিত্রাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত রাজকার্য্যাদি করিতে নৈপুণ্য প্রকাশ করণে আশু ক্ষম হন না, অতএব সকল লোকের উপকারার্থে আসাম বুরঞ্জি নামক গ্রন্থ অর্থাৎ আসামের ইতিহাস বর্ণন করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম। ইহা চারিখণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে, ইহাতে অনেকের উপকার হওনের সম্ভাবনা।

বিশেষতঃ প্রথমতঃ—প্রথম খণ্ডে পূর্ব্বকালীন ও বর্ত্তমান রাজবৃত্তান্ত অর্থাৎ পৃথিবীর পুত্র নরক রাজা অবধি ইংলণ্ডীয়াধিকার পর্য্যন্ত বর্ণনা করা গেল। ইহার দ্বারা ইতিহাস-জিজ্ঞাসু ও আসাম দেশে বিষয়কর্ম্ম করণেচ্ছুক মহাশয়েরদিগের পক্ষে অধিক উপকার হইতে পারে। [৶০]

দ্বিতীয়তঃ—রাজ্যশাসন অর্থাৎ রাজস্বের গ্রহণের ধারা ও আদালতের রীতিপ্রভৃতি দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত হইয়াছে; তদ্দ্বারা তত্তৎকর্ম্মকারিরদিগের উপকার আছে।

তৃতীয়তঃ—নদী ও পর্ব্বত ও লোকসংখ্যা ও রাজস্ব প্রভৃতি ও কামাখ্যাদি দেবালয়ের বিষয় বৃত্তান্ত তৃতীয় খণ্ডে লিখিয়াছি; তাহাতে আসাম দেশে গমনাগমনকারিরদিগের অধিক উপকার হইবেক বুঝা যায়।

চতুর্থতঃ—উৎপন্নদ্রব্য, জাতিবিভাগ রীতি, ঈশ্বরারাধনা প্রভৃতি লেখা গিয়াছে; তাহাতে বাণিজ্যব্যবসায়িরদিগের ও অন্য অন্য লোকের পক্ষে অতিশয় সপ্রয়োজনক হইবে বোধ হয়। যাঁহারা উপরের লিখিত কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষী না হন তাঁহারাও এই উপকার জ্ঞান করিতে পারেন যে, কাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া এই দেশের বহুবিধ [৵০] বিষয় জানিতে পারিবেন। অতএব বহুলোকের উপকারার্থে এই গ্রন্থ প্রস্তুত করা গেল। মনে করি ইহার দ্বারা অনেকে রঅনুগ্রাহ্য হইতে পারিব।

অপর এই পুস্তক যিনি গ্রহণেচ্ছুক হইবেন তিনি বিনামূল্যে পাইতে পারিবেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যদ্যপি এই পুস্তক বিবিধ লোকের উপকারক হয় তবে ইহার তুল্য মূল্য কি হইতে পারে এবং মূল্য গ্রহণ করিলে দরিদ্রের উপকারক হয় না অতএব বিনা মূল্যে পুস্তক দেওয়া যাইবেক ইতি।—

শ্রীহলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্‌কন।

মুল্‌ক আসাম।

[।০]

শ্রীশ্রীকামাখ্যা।

জয়তিতরাং।

আসাম বুরঞ্জি।

রাজ্য নিরূপণ।

আসাম দেশ যথার্থ পীঠ-চতুষ্টয়াত্মক কামরূপ, তাহার সীমা শাস্ত্রে লিখে, যথা হরগৌরী সংবাদে শিববাক্য

কামরূপের সীমা।

নরকস্য পুরং রম্যং তব পীঠমনুত্তমং।
ভক্তিক্ষেত্রং পীঠরত্নং সর্ব্বকামফলপ্রদং॥
করতোয়াং সমারভ্য যাবদ্দিক্করবাসিনীং।
কামরূপেতি তং লোক গায়ন্তি গিরিনন্দিনি॥
কৃতে কর্ম্মণি সিধ্যেত কাম আশু সুরেশ্বরি।
অতোমর্ত্যঃ কামরূপমিতিরূপমকল্পয়ৎ॥
পীঠানি তস্য চত্বারি শৃণু দেবি বিভাগতঃ।
করতোয়াং সমারভ্য স্বর্ণকোষ নদাবধি॥
রত্নপীঠেতি তল্লোকা গায়ন্তি গিরিনন্দিনি।
স্বর্ণকোষং সমারভ্য যাবত্তু রূপিকানদীং। [১] [ক]
কামপীঠমিদং প্রোক্তং লোকৈস্তৎ সুরবন্দিতে॥
রূপিকান্ত সমারভ্য যাবত্তু ভৈরবী নদীং।
স্বর্ণপীঠেতি তল্লোকা গায়ন্তি গিরিসম্ভবে॥
ভৈরবীন্তু সমারভ্য যাবদ্দিক্করবাসিনীং।
সৌমারপীঠমাখ্যাতং লোকা গায়ন্তি সুন্দরি॥

অস্যার্থঃ॥

পার্ব্বতীর প্রতি শিব কহিতেছেন—নরকরাজা অর্থাৎ নরকাসুর রাজার যে রম্যনগর সেই অনুত্তম পীঠ, সকল কামনার ফলদায়ক

এবং ভক্তিক্ষেত্র সেই ক্ষেত্র করতোয়া নদীকে আরম্ভ করিয়া দিক্করবাসিনী অর্থাৎ দিক্রং নদী পর্য্যন্ত। দিক্করবাসিনী শব্দের অর্থান্তর ব্যাখ্যা করা যায়—"দিক্করস্তরুণঃ প্রোক্তোদিকরস্তু সদাশিবঃ"। দিক্করে শিবে বসতীতি দিক্করবাসিনী ভগবতী দিক্কর মহাদেবে বাসকারিণী ভগবতী, অর্থাৎ সদীয়ানামক স্থানে ভগবতীর মুখ আছে। মুখংপুর্ণগিরৌ স্মৃতম্। কামরূপ প্রান্তভাগে পুর্ণগিরি বলিয়া শাস্ত্রান্তরে লিখে এবং আসাম দেশে ঐ [২] পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ, ঐ দেবালয়কে কেঁচাইখাঁইতি গোসানি, তামরঘর কহে, একারণ এই অর্থই মনোরম বোধ হয়; কিন্তু দিক্রং নদী হইতে সদীয়া অধিক দূর নহে, একারণ সদীয়া পর্য্যন্তই কামরূপপদবাচ্য স্থির করা গেল। ইহার মধ্যে বচনান্তরদ্বারা শতযোজন নিরূপিত হইয়াছে। এই স্থানে কর্ম্ম করিলে শীঘ্র কামনাসিদ্ধি হয়, অতএব কামরূপ ইহার নাম হইয়াছে। এই কামরূপ চারিপীঠে বিভক্ত। করতোয়া নদী অবধি শোনকোহ নদ পর্য্যন্ত, রত্নপীঠ। ১। তৎপরাবধি রূপিকা নদী ভৌগোলিক বিভাগ পর্য্যন্ত কাম পীঠ। ২। অপর ভৈরবনদী পর্য্যন্ত স্বর্ণপীঠ। ৩। অনন্তর দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত সৌমারপীঠ। ৪। এই চতুঃ সীমাবদ্ধ কামরূপ ছিল। পরে কালক্রমে ঐ সীমার অনেক ব্যত্যয় হইয়াছে, তাহা ক্রমে ব্যক্ত করিব। সংপ্রতি এই পীঠচতুষ্টয়াত্মক কামরূপের শাসনকর্ত্তা যে ২ রাজা হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের বিবরণ লিখিতেছি। ইতি [৩]

কামরূপ নামের কারণ

রাজ বিবরণ

১ম রাজা মহীরঙ্গ দানব ও তাঁহার রাজধানী

মহীরঙ্গের পরবর্ত্তী ৪ জন

শ্রীবিষ্ণু রত্নাসুর বধ করিয়া নরকাসুরকে রাজা করেন

এই কামরূপে প্রথম ব্রহ্মার পুত্র মহীরঙ্গ দানব রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী গুয়াহাটীর অগ্নিকোণে দুই ক্রোশ অন্তরে মৈরোকা নামে পর্ব্বত আছে, তাহাতে ছিল। পরে তাঁহার পুত্র হাটকাসুর, তৎপুত্র শম্বরাসুর, তদাত্মজ রত্নাসুর—এই চারি জন ক্রমে রাজা হন। এই সকল রাজার এতাবন্মাত্র স্থূল বিবরণ পাওয়া যায়, অন্য কোন বিশেষ পাওয়া যায় না। পরে শ্রীবিষ্ণু ঐ রত্নাসুরকে বধ করিয়া নরকাসুরকে রাজা করেন। তাহার স্থূল বিবরণ লিখিতেছি।

নরকাসুরের জন্ম-বৃত্তান্ত

প্রলয়মহার্ণবমগ্ন মেদিনী সমুদ্ধরণ নিমিত্ত ভগবান্ আদিবরাহরূপ ধারণ করিয়া ঋতুমতী বসুমতীকে রমণ করাতে তদ্বীর্য্য ভূমির গর্ভে আধান হইয়াছিল। ঐ বীর্য্য অনেক কাল বসুমতীর গর্ভে থাকার বৃত্তান্ত ভগবন্নিকটে বিজ্ঞাপন করাতে তিনি জনক রাজার যজ্ঞভূমিতে পুত্র প্রসব করিয়া রাখিবার আজ্ঞা দিয়া ঐ বালককে পালন করিতে জনক [৪] রাজাকে আদেশ করিলেন। রাজা যজ্ঞভূমিতে নরের মস্তকে সুপ্ত বালক প্রাপ্ত হইয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন এবং নরস্য কে, মস্তকে, শেতে ইতি নরকঃ অর্থাৎ নরের মস্তকে সুপ্ত বালক প্রাপ্ত হইলেন, তৎপ্রযুক্ত নরকাসুর নাম রাখিলেন। কালক্রমে ঐ বালক বর্দ্ধিষ্ণু হইলে রাজমহিষী তাহাকে আত্ম-গর্ভজাত সকল বালক হইতে অধিক পরাক্রমবিশিষ্ট দেখিয়া চিন্তিতা হইলেন। ইহাতে রাজা ঐ দেবসঙ্কেত বিজ্ঞাপন করাইলেন। গুপ্ত দেবসঙ্কেত ব্যক্ত করাতে

নরকের প্রাগ্‌জ্যোতিঃপুরে আগমন

ভগবান্ ক্রুদ্ধ হইয়া আত্মবালককে রাজগৃহ হইতে লইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিঃপুরে অর্থাৎ গুয়াহাটীতে রাজা করিলেন। ঐ নরক রাজা মহাপরাক্রান্ত হইয়া জগৎকে উপতাপিত করাতে তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করিয়া তৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত ষোড়শ সহস্র রাজকন্যা বিবাহ করিলেন।

নরক বধ

ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে লিখিত আছে, এনিমিত্তে লিখনানাবশ্যকতা ॥

ভগদত্ত

পরে কলির আদিতে ঐ নরকের পুত্র মহীনপ্তা ভগদত্ত রাজা হইয়া গৌরীশ্বরকে সমারাধনা [৫] করিয়া চতুঃপীঠ কামরূপ সধর্ম্মে ১০০ বৎসর পালন করিয়া কৌরবের যুদ্ধযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার বৃত্তান্ত মহাভারতে বর্ণিত আছে, তৎপ্রযুক্ত লিখা অপ্রয়োজনক।

ভগদত্তের পুত্র ধর্ম্মপাল

পরে তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল রাজা হইয়া কামরূপ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং কান্যকুব্জাদি দেশ হইতে উত্তম ব্রাহ্মণ আনাইয়া অনেক যজ্ঞ করিলেন, আরো তিনি দীর্ঘ সন্ততি কামনা করিয়া সপ্তশতিকাখ্য স্তোত্র ও দেবীসূক্ত লক্ষাবৃত্তি পাঠ করাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব ১২৫ বৎসর।

ধর্ম্মপাল এবং তৎপরবর্ত্তী রাজা মাধব

পরে তৎপুত্র কামপাল ১, ও তৎপুত্র পৃথ্বীপাল ১, প্রত্যেকে ১০৫ বৎসর করিয়া রাজত্ব করেন। তাহার পরেও নরকবংশীয় কএক জন রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহারদিগের সকল নামের নির্ণয় পাওয়া যায় না, পরন্তু প্রত্যেকের ১০৫ বৎসর রাজত্ব, এইমাত্র স্থূল পাওয়া যায়।

মাধবপুত্র লক্ষ্মীপালের গৌড়দেশ আক্রমণ

পরে তদ্বংশজ মাধব নামে একজন রাজা হইয়াছিলেন। তৎপুত্র লক্ষ্মীপাল রাজা হইয়া করতোয়ার পশ্চিম গৌড়দেশ কতক [৬]

আক্রমণ করত ৺গঙ্গাতীরে গিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা লক্ষ শ্রীসূর্য্যের মন্ত্রজপ করাইয়া সুবাহু নামে পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ৭৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া আপন পুত্র সুবাহুকে যুবা দেখিয়া প্রজা-পালন নিমিত্ত অভিষেক করিয়া তপস্যার কারণ নীলাচল পর্ব্বতে মনোভবগুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সুবাহু

সুবাহু সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তৎকালীন রাজা বিক্রমাদিত্য অশ্বমেধ করিতে মনোগত করিয়া অশ্বমোচন করিয়াছিলেন। ঐ ঘোটক প্রাগ্‌জ্যোতিঃপুরে প্রবিষ্ট হওয়াতে সুবাহু আপন মদদ্বারা দৃপ্ত হইয়া হয়রক্ষকেরদিগকে পরাভব করিয়া স্বগৃহে ঘোটক রাখিয়া তদ্দ্বারা বাজিমেধ করণের ইচ্ছুক হইলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য তৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে প্রাগ্‌জ্যোতিঃপুর আক্রমণ করিয়া সুবাহুর সহিত মহা যুদ্ধ করতঃ আপন ঘোটক লইয়া গেলেন।

বিক্রমাদিত্যের কামরূপ আক্রমণ, সুবাহুর পরাভব

রাজা সুবাহু বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক পরাভূত হওয়াতে অত্যন্ত লজ্জাবিষ্ট হইয়া পুত্র [৭] দারা সমেত হিমালয়ে তপস্যার্থে গমন করিলেন।

২১ জন রাজার রাজত্বের পর নরক বংশের শেষ

এ পর্য্যন্ত নরক বংশীয়ের রাজত্ব সমাপন হইল। এতদ্বংশীয় একবিংশতি জন রাজা হন, এমত লিখিত আছে। সুবাহু রাজা তপস্যার্থে গমন করিলে সুমতি নামে তাঁহার মন্ত্রী কথক দিবস পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

দ্রবিড় দেশীয় ক্ষত্রিয়ের রাজত্ব আরম্ভ

পরে দ্রবিড়-দেশীয় ক্ষত্রিয় জাতীয়ের রাজত্ব হইল। তাহার সংক্ষেপ বিবরণ লিখিব।

১ম রাজা জিতারি

দ্রবিড় দেশীয় জিতারি নামে ক্ষত্রিয় বালক তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে কামরূপ পর্য্যটন করিতে আসিয়া মণিশৈল মহাতীর্থে পঞ্চবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া ৺হয়গ্রীব দেবের একাক্ষর মন্ত্র লক্ষ জপ করণান্তর

৺কামাখ্যা দর্শন নিমিত্তে আগত হইয়া তদ্দর্শনান্তে অশ্বক্রান্তে গিয়া মহাযজ্ঞ করিয়া গোদন্ত পর্ব্বতে এক রাজধানী করিয়াছিলেন

জিতারির রাজধানী

এবং লোহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরে কুবেরাদ্রি অর্থাৎ কুলিহাটি নামে পর্ব্বতে প্রধান রাজধানী করিলেন। ঐ কুলিহাটি [৮] পর্ব্বত গুয়াহাটীর বায়ব্যে চারিক্রোশ অন্তরে হইবেক। ঐ জিতারি মহাদেবকে আরাধনা করিয়া চতুঃপীঠাত্মক কামরূপের রাজা হইলেন। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন গৌড়দেশ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ ও অন্য ২ জাতি আনাইয়া বসতি করাইয়া ধর্ম্মতঃ রাজ্যপালন করিয়াছিলেন,

জিতারির ব্রাহ্মণভক্তি, সুশাসন

এ কারণ ধর্ম্মপাল নামে খ্যাত হইলেন। তাঁহার কীর্ত্তির মধ্যে মৌজে সুয়ালকুচির বাসত্তরিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দত্ত ব্রহ্মত্রের প্রমাণ এক তাম্র পত্রিকা পাওয়া গিয়াছে। ঐ পত্রিকা নাগরাক্ষরে লিখিত কিন্তু অনেক দিনের লেখা প্রযুক্ত প্রায়

তাম্রফলক, শতানীক

অক্ষর পাঠ করা যায় না। পরে তাহার পুত্র শতানীক দিবাকরকে সমারাধনা করিয়া তদীয় কবচ ধারণ প্রভাবেতে কামরূপ বশীভূত করিয়া রাজা হইলেন এবং তিনি রত্নপাল নামে খ্যাত হইলেন। করতোয়ার পশ্চিমে

শতানীকের নামান্তর রত্নপাল, গৌড়েশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ

ঘোটকাচলের পূর্ব্বে গৌড়েশ্বরেরদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া শ্রীসূর্য্যের কবচ প্রভাবেতে জয়ী হইয়া [৯] তিনি কতক গৌড়ভূমি আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরে তৎপুত্র সোমপাল রাজা হইয়া লৌহিত্যের উত্তরে বিশ্বনাথ ক্ষেত্রের কন্যকাগ্রামে নগর

সোমপাল এবং তাঁহার নূতন রাজধানী

করিয়া রাজধানী করিলেন। পরে তাঁহারদের পুত্রপরম্পরাক্রমে ৮ জন রাজা হইয়া কামরূপ প্রতিপালন করিয়াছিলেন ঐ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়

জিতারি বংশের অন্ত

জাতির রাজত্বের বিরতি হইল। ইহার পর ব্রহ্মপুত্রের সন্তানের রাজত্ব লিখিব।

রামচন্দ্র

ব্রহ্মপুত্রের বীর্য্যে চন্দ্রপ্রভার গর্ভে শশাঙ্কের জন্ম

পূর্ব্বোক্ত কন্তকাগ্রামস্থ জিতারিবংশীয় রামচন্দ্র নামক এক রাজা ছিলেন। তাঁহার চন্দ্রপ্রভানাম্নী ভার্য্যা একদিবস ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নানার্থে গমন করিয়া স্নানাবগাহন সমাপনান্তর, নানালঙ্কারান্বিতা হইয়া ঐ নদের পুলিনে সখীগণের সহিত হর্ষিতা হইয়া পর্য্যটন করিতেছিলেন। ঐ সুন্দরী পদ্মিনী স্ত্রী অবলোকনে ব্রহ্মপুত্র ক্ষুব্ধ হইয়া মহোর্ম্মি দ্বারা হঠাৎ পুলিন আপ্লাবন করিয়া সুন্দরীকে জলমধ্যে নিলেন। পরে তাহার সহিত ব্রহ্মপুত্রের সম্ভোগ হওয়াতে তদ্বীর্য্যে শশাঙ্ক নামে [১০] পুত্র জন্মিল তিনি দেববীর্য্যজাত মহাবল পরাক্রম-বিশিষ্ট হইয়া কমতেশ্বরকে নিরাকরণ করিয়া সে স্থানের আধিপত্য করিয়াছিলেন। আরো তিনি অজ্ঞাতরূপে আপন জননীর পূর্ব্ব পতি রামচন্দ্রকে বধ করিয়া রত্নপীঠকে সমাশ্রয় করত রাজা হইয়া সৌমারপীঠও স্বাধীন করিয়া লৌহিত্যের উত্তরে বিশ্বনাথক্ষেত্রে বসতি করিলেন। ঐ স্থানে বিশ্বনাথ নামক মহালিঙ্গ আছেন অদ্যাপিও প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ ক্ষেত্র। রাজা শশাঙ্ক বিশ্বনাথকে আরাধনা করিয়া চতুঃপীঠ কামরূপের কর্ত্তা হইলেন তাহাকে আরিমত্ত রাজাও কহে। তাঁহার কীর্ত্তির মধ্যে কামরূপে এক বৃহৎ গড় আছে। তাহা নির্ম্মাণ করণ সময়ে অনেক কীটের উপদ্রব হইয়াছিল; তাহা এক বৈদ্য কর্ত্তৃক উপশম হওয়াতে বৈদ্য-গড় নামে সেই গড় প্রসিদ্ধ হইল। অদ্যাপিও তাহা প্রসিদ্ধ আছে। কালান্তরে কমতেশ্বর-বংশীয় ফেঙ্গুয়া নামে এক জন রাজা আসিয়া আরিমত্তের সহিত যুদ্ধ [১১] করিয়া কোনমতে জয়ী হইতে না

শশাঙ্কের কমতাপুর জয়

শশাঙ্কের রামচন্দ্র বধ।

শশাঙ্কের অন্য নাম আরিমত্ত

বৈদ্যগড়

ফেঙ্গুয়ার সঙ্গে যুদ্ধে পরাভব, আত্মহত্যা।

পারিয়া রাজমহিষী হিরার সহিত যোগ করিয়া বারূদেতে ক্ষার সংযোগ করাতে বন্দুকের শব্দ না হওয়াতে রাজা আপন বিপদ জানিয়া কাউরবাহি নামক পর্ব্বত হইতে উল্লম্ফন করিয়া লৌহিত্যের জলে পতিত হইয়া যমসদন গমন করিলেন।

ফেঙ্গুয়া-গড়

ঐ ফেঙ্গুয়া রাজা হইয়া কিছুকাল ছিল। তাহার নগর গুয়াহাটী হইতে সার্দ্ধ দিবসের পথে ছিল। ঐ স্থানকে অদ্যাপিও ফেঙ্গুয়ার গড় কহে।

আরিমত্তের পুত্র

পরে তম্মরণান্তে আরিমত্তের পুত্র গজাঙ্ক রাজা হইয়াছিলেন, পরে তৎপুত্র সুকরাঙ্ক, তৎপুত্র মৃগাঙ্ক, ক্রমে রাজা হন। তাঁহারদের রাজত্ব ১১৬০ অবধি ১৪০০ শক পর্যন্ত্য ২৪০ বৎসর লেখা যায়। ঐ মৃগাঙ্ক রাজা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণী-গমন করাতে ক্ষয়রোগী হইয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলেন।

কামরূপ সম্রাট সকলের সমাপ্তি

বাস্তবিক কামরূপের সম্রাট রাজার এই পর্য্যন্ত সমাপ্তি হইল। ইহার পর এই কামরূপ নানা মণ্ডলে বিভক্ত হইয়া বারভূঁয়া প্রভৃতি নানা [১২] রাজাধীন হইল। তাঁহারদের মধ্যে প্রধান যিনি ২ রাজা হইয়াছিলেন তাঁহারদের বিবরণ প্রামাণিক লোকদ্বারা যাহা অবগত হওয়া গেল তাহা লিখিব।

কামরূপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ

ঐ মৃগাঙ্ক রাজার মরণান্তে বারভূঁয়ার অধিকার হইল অর্থাৎ অরাজকপ্রায় হওয়াতে এতদ্দেশীয় প্রধান বারজন লোকে এতদ্দেশ দ্বাদশধা বিভাগ করিয়া কতক দিবস উপভোগ করিয়াছিল।

বারভূঞা

কতককাল পরে গৌড়দেশের বাদশাহ হুসেন-শাহার জামাতা নওয়াব দুলালগাজী নামক একজন কোন কারণ নিমিত্ত মক্কা যাওয়া আবশ্যক হওয়াতে, তিনি মক্কা না গিয়া কামরূপে আসিয়া কামরূপ অধিকার করিয়া এইখানেই ওয়াফা হন। তাঁহার কবর গুয়াহাটীতে লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পারে আছে।

দুলালগাজীর কামরূপ অধিকার

পরে তৎপুত্র মসন্দর গাজী এই দেশের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী অশ্বক্রান্তের উত্তরে ছিল [১৩]।

সুলতান গয়াসুদ্দীনের আক্রমণ

পরে তাঁহার মরণান্তে সুলতান গয়াসুদ্দিন গৌড় হইতে আসিয়া এতদ্দেশ আক্রমণ করিয়া শাসন করিয়াছিলেন। আরো তিনি হিন্দুর অনেক দেবালয় নষ্ট করিয়া লৌহিত্যের উত্তর গরুড়াচল পর্ব্বতে মৃত্যু প্রাপ্ত হন। তাঁহার যে কবর আছে তাহাকে পাওমক্কা কহে। অদ্যাপি তাহার পীরপাল মৃত্তিক। অনেক আছে। ঐ পর্ব্বত মণিকূটের নিকট প্রখ্যাত। তাঁহার মরণান্তে পুনর্ব্বার বারভূঁয়ার অধিকার হইল।

কোচরাজা বিশ্বসিংহ

পরে বশিষ্ঠ শাপ দ্বারা মহাদেব হাণ্ডিয়ামণ্ডল নামে কোচ, পার্ব্বতী হীরা নাম্নী কুবাচী হইয়া চিকনাই পর্ব্বতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ দুই হইতে বিশু নামে পুত্র জন্মিয়াছিল তিনি বিশ্বসিংহ নামে খ্যাত হইয়া বেহার কামরূপ অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে বেহার কমতেশ্বরের অধিকার ছিল। তাহাকে নিরাকরণ করিয়া বিশ্বসিংহ রাজা হইয়াছিলেন। ঐ বিশ্বসিংহ সৌমার পীঠ অর্থাৎ উজান আসাম অধিকার করিতে পারেন নাই। পরে [১৪] তৎপুত্র নরনারায়ণ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া বেহার ও কামরূপের রাজা হইলেন।

নরনারায়ণ

তাঁহার কীর্ত্তি তদ্বংশীয় শ্রীযুত রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ দ্বারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্তা আছে, এই প্রযুক্ত লেখা গেল না। ঐ নরনারায়ণ রাজা পুরুষোত্তম শর্ম্মদ্বারা রত্নমালা নামে ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ ব্যাকরণ বিদ্যার্থিরদিগের অত্যুপকারক হইয়াছে। এইক্ষণে কামরূপ সৌমার সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। আরো তিনি কালাপাহাড় কর্ত্তৃক ভগ্ন শ্রীশ্রীকামাখ্যার অর্দ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অদ্যাপিও ঐ মন্দিরের অর্দ্ধেক শিলাময় ও অর্দ্ধেক ইষ্টকময়। ঐ নরনারায়ণ রাজার ভ্রাতা যুবরাজ শুক্লধ্বজ

চিলারায় নামে প্রখ্যাত ছিলেন। রাজা নরনারায়ণ অপুত্রকত্ব প্রযুক্ত শুক্লধ্বজাত্মক রঘুদেবকে পোষ্যপুত্র করিয়াছিলেন। পরে দৈবাৎ লক্ষ্মীনারায়ণ নামে তাহার পুত্র জন্মিবাতে রঘুদেব শঙ্কিত-চিত্ত হইয়া কামরূপে গেলেন। এবং রাজা নরনারায়ণ কর্ত্তৃক বারম্বার আহূত হওয়াতেও রাজসন্নিধানে আইলেন না [১৫]। অগত্যা রাজা বিরক্ত হইয়া শোনকোহ নদ অবধি রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন। তদবধি রঘুদেব ও লক্ষ্মীনারায়ণ পৃথক ২ রাজা হইলেন। কিন্তু নরনারায়ণের মরণান্তে উভয়ের সতত কলহ হইত। রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিতনারায়ণ ঐরূপ বিবাদ করাতে লক্ষ্মীনারায়ণ আরঙ্গজেব পাতশাহের নিকট বিচারার্থী হওয়াতে, তৎপ্রেরিত সৈন্য কর্ত্তৃক পরীক্ষিতনারায়ণ ধৃত হওয়াতে, তদ্ভ্রাতা বলি-নারায়ণ প্রভৃতি সৌমারেশ্বর ইন্দ্র-বংশীয় স্বর্গদেব রাজার শরণাপন্ন হইলেন। তদবধি ইন্দ্রবংশীয়ের দিগের কামরূপাধিকার হইল। তাহার বিবরণ তৎপ্রস্তাবে লিখিব। সংপ্রতি সৌমার পীঠের অর্থাৎ উজান আসামের রাজবিবরণ লিখি।

ইন্দ্রবংশীয় রাজার কামরূপাধিকার

বারভূঁয়ার অধিকার অবধি সৌমারাত নানা মণ্ডলে বিভক্ত হইয়া অধিকার ছিল। বিশেষতঃ লৌহিত্যের উত্তর পারে ঈশান কোণে সদিয়া অঞ্চলে ছুটিয়ার রাজার অধিকার ছিল। তাহার কতক প্রান্তভাগে খামতিচিঙ্গফৌ প্রভৃতি নানা পর্ব্বতীয় [১৬] জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল এবং গৌড় বাদশাহের পুত্র তুরবক্ নামক একজন রটানদী অবধি চারিদ্বার প্রভৃতি কতক স্থান আক্রমণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ পারে অগ্নিকোণে বরাহীমরান তাহার পশ্চিম ভাগাবধি হেরম্বেশ্বরের অধীন ছিল এবং কিয়ৎ প্রান্তভাগ নগা প্রভৃতি নানা পর্ব্বতীয় জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। পরে ইন্দ্রবংশীয়েরা যে প্রকারে ঐ সকলকে নিরাকরণ করিয়া স্বাধীন করিলেন তাহা ক্রমে ব্যক্তকরিব। সংপ্রতি কুবেরবংশীয় সদিয়ার রাজার বিবরণ সংক্ষেপে লিখি।

সুবনসিরী নদীর নিকট স্বর্ণগিরি পর্ব্বতে ষাটি ঘর ছুটিয়া ছিল। তাহারদিগের কেহ রাজা ছিল না কেবল বিহুবর নামে একজন প্রধান ছুটিয়া ছিল। সে অপুত্রকত্ব প্রযুক্ত কুবেরকে আরাধনা করিত। এক দিবস কুবের রূপবতীনাম্নী তাহার

ছুটিয়া রাজার আরম্ভ

ভার্য্যাকে পিত্রালয়ে গমন কালে কোন বৃক্ষতলে পতিবেশ ধারণপূর্ব্বক সম্ভোগ করিলেন। তৎপতি স্বস্ত্রীর [১৭] স্বগৃহে আগমন বিলম্বন নিরীক্ষণ করতঃ ক্রুদ্ধ হইল। তাহাতে সে ভীতা হইয়া জন[illegible]শ্বর গৃহে থাকিল। কুবের রজনীতে রমণ-বৃত্তান্ত ঐ বিহুবরকে স্বপ্নে জ্ঞাত করাইয়া তাহার গর্ভে জাত সন্তান রাজা হইবেক এমত আদেশ করিয়া ঐ বৃক্ষতলস্থ দ্রব্য আনিতে আজ্ঞা করিলেন। বিহুবর ভগ্ননিদ্র হইয়া বৃক্ষতলে খড়্গ, চর্ম্ম, শক্তি, স্বর্ণবিড়াল এই চারি বস্তু প্রাপ্ত

কুবেরের সম্পত্তি প্রাপ্তি

হইয়া দেবদত্ত জ্ঞানে পূজা করিয়া রাখিল। পরে কালক্রমে রূপবতীর গর্ভে বালক জন্মিবাতে তাহার নাম গিরিবরপাল রাখিলেক। সে বাল কালক্রমে যুবত্ব প্রাপ্তে মহাবল পরাক্রমবিশিষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্ত কুবেরদত্ত খড়্গাদির প্রভাবে ঐ ষাটি ঘর ছুটিয়ার দ্বারা বাদলগিরি ও কালগিরি ও

১ম রাজা স্বর্ণগিরি পাল

নীলগিরি ও সারলগিরি ও চন্দ্রগিরি প্রভৃতি পর্ব্বত জয় করিয়া রাজা হইলেন এবং ধন-ধান্যাদি রাজ্যলক্ষ্মীযুক্ত হইয়া স্বর্ণগিরিপাল নামে খ্যাত হইলেন। কতিপয় দিবসানন্তর ভদ্রসেন নামক রাজাকে বধ করিয়া অনেক দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া রত্নধ্বজপাল [১৮] নামে আপনাকে খ্যাত করিয়া রত্নপুর নামক নগর করিয়া বসতি করিলেন। পরে ন্যায়-পালনামক রাজার সহিত যুদ্ধ হওয়াতে ঐ রত্নধ্বজপাল রাজা যে নিজ সন্তান এমত কুবের কর্ত্তৃক স্বপ্নাদেশ হওয়াতে, তিনি যুদ্ধ না করিয়া রত্নেশ্বরী নাম্নী আত্মদুহিতাকে দিয়া সন্ধি করিলেন। ঐ মহিষীর গর্ভে যে পুত্র জন্মিল তাহার নাম বিজয়ধ্বজপাল রাখিলেন। ঐ পুত্রের উপযুক্তা কন্যা না পাইয়া কমতেশ্বরের

কন্যার সহিত সম্বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া দূত প্রেরণ করাতে কমতেশ্বর প্রতিশ্রুত হইয়া কহিলেন যে, যদ্যপি কন্যা লইতে পারেন তবে দেওয়া যাইবেক। রত্নধ্বজপাল তাহা শুনিয়া, আত্মবিক্রম প্রকাশার্থে দুর্গম পথ কাটিয়া একটা বিস্তীর্ণ পথ প্রস্তুত করিয়া বিজয়সেন মন্ত্রী সমভিব্যাহারে কমতেশ্বরের নগরোপান্তে পঁহুছিলেন। কমতেশ্বর এই দুর্গম পথ নির্ম্মাণরূপ অদ্ভুতকর্ম্ম দেখিয়া কন্যা সালঙ্কৃতা করিয়া বিবাহ দিলেন। পরে রত্নধ্বজপাল গৌড়ের বাদশাহের সহিত বিজয়মৈত্রী [১৯] বাঞ্ছা করিয়া আপন মন্ত্রিকে প্রেরণ করাতে পরস্পর মন্ত্রী প্রেরণ দ্বারা মিত্রতা হইল তদন্তে রাজা আপন রাজধানীতে গেলেন। তদবধি উভয়েই স্বস্বদেশোদ্ভব উত্তম২ দ্রব্য উপঢৌকন প্রেরণ করিতেছিলেন।

এক সময় গৌড়ের বাদশাহজাদা রত্নধ্বজের নিকট আসিয়াছিলেন। তাহাতে বহুমানপুরঃসর গ্রহণ করত অনেক ২ দ্রব্য দিয়া বিদায় দিলেন। তদন্তে রত্নধ্বজ আত্মপুত্রকে বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিলেন। ঐ রাজপুত্র বাদশাহের নিকট গিয়া দৈবাৎ কালায়ত্ত প্রযুক্ত সে স্থানে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলেন। বাদশাহ তাঁহারদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ানভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত ঐ শব তাহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তৎকালীন রাজা রত্নধ্বজপাল সিদ্ধক্ষেত্রে বসতি করার কারণ এক নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ নূতন নগরে প্রবেশকালে শব লইয়া বাদশাহের লোক পঁহুছিল। এ কারণ ঐ নগরের নাম সদিয়া হইল অদ্যাপিও ঐ স্থানকে সদিয়া কহে। [২০]

সদিয়া নামের উৎপত্তি

ঐ রত্নধ্বজপালের যে পুত্র বিজয়ধ্বজপাল ছিলেন, তৎপুত্র বিক্রমধ্বজপাল রাজা হইলেন। পরে তৎপুত্রপরম্পরারূপে গরুড়ধ্বজপাল ও হংসধ্বজপাল ও ময়ূরধ্বজপাল ও জয়ধ্বজপাল ও ধর্ম্মধ্বজপাল ও কর্ম্মধ্বজপাল এই নয়জন রাজা হন।

ঐ কর্ম্মধ্বজপাল অপুত্রকত্ব প্রযুক্ত পুত্র কামনা করিয়া দেবতা

সাধনা করাতে পুত্র না হইয়া পুত্রী একটি জন্মিল। দেবতা সাধন

সাধনী

দ্বারা কন্যা পাইলেন, একারণ সাধনী নামে ঐ কন্যা খ্যাতা হইলেন।

ঐ কন্যা যুবতী হওয়াতে রাজা বিবাহ নিমিত্ত চেষ্টিত ছিলেন। ইতোমধ্যে একদিবস বৃক্ষোপরি কর্কট একটা উপবিষ্ট ছিল। রাজা কহিলেন যে এই কর্কটকে যে ব্যক্তি কাণ্ড অর্থাৎ বাণ

সাধনীর বিবাহ

দ্বারা বধ করিবেক তাহাকে কন্যা বিবাহ দিব, তাহাতে সামান্য একজন ছুটিয়া [২১] তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করাতে রাজা সত্যবাধ্য হইয়া বিবাহ দিতে উদ্যত হইলেন। কন্যা তাহাতে অসম্মতা হওয়াতে রাজা কহিলেন যে তাহাতে ক্ষতি কি আমার প্রসাদাৎ কি না হইতে পারে। পরে কন্যা কহিলেক যে আমি যাহা চাহিব তাহা দিবা। রাজা তাহাতেও স্বীকৃত হইলে সম্প্রদানন্তর কন্যা স্বর্ণসিন্দুক স্থিত কুবেরদত্ত বিড়াল চাহিলেক। রাজা সত্যবাধ্য হইয়া অগত্যা তাহা দিলেন ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ হৃতরাজ্য হইলেন। কন্যা সিন্দুক হস্তে করিবামাত্র বিড়াল অদৃশ্য হইল। তদর্থে কন্যা ক্রন্দন-পরায়ণা হওয়াতে তৎপতি সান্ত্বনা করিয়া নূতন স্বর্ণ বিড়াল নির্ম্মাণ করিয়া দিলেক। রাজা হতশ্রী হইয়া মন্ত্রিসমভিব্যাহারে বনপ্রবেশ করিলেন। রাজজামাতা সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া

নীতিপাল

নীতিপাল নামে খ্যাত হইলেন। এবং পূর্ব্বায় মন্ত্রিপাত্র সকলকে দূর করিয়া যদ্রূপ রাজা তদ্রূপ মন্ত্রিপাত্র পুনরায় কল্পনা করিলেন। দোষাদোষ [২২] বিচার না করিয়া প্রাণিকে দণ্ড করিতে লাগিলেন। এ নিমিত্ত রাজ্যেতে তাঁহার নীতিপাল না হইয়া অনীতিপাল খ্যাত হইল। আরো তিনি রাজ্যচর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা মৃগয়ানিরত

নীতিপালের কুশাসন

হইলেন। তাহাতে ইন্দ্রবংশীয় স্বর্গরাজ পক্ষীয় ক্রাচেং মূন্ বড়গোহাঞি নামক সেনাপতি ঐ রাজাকে বধ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিলেন। তদবধি ছুটিয়ার

ছুটিয়া রাজার শেষ

রাজত্ব সমাপন হইয়া তত্রাজ্য ইন্দ্রবংশীয়েরদের রাজ্যান্তঃপাতি হইল। ইদানীং ঐ ছুটিয়ার রাজার সন্তান আছে। কিন্তু তাহারা সাধারণ লোকের শ্রেণিতে গণিত হইয়াছে।

কচারি রাজার কথা

দক্ষিণ পারে বরাহিংমরান প্রভৃতি যে সকল অধিপতি ছিল তন্মধ্যে হেরম্বেশ্বর প্রধান ছিলেন, অতএব তদ্বিবরণ সংক্ষেপে লিখিতেছি। কচারি রাজা পূর্ব্বে ভীমসেনের বীর্য্যে হিড়ম্বীর গর্ভজাত ঘটোৎকচের সন্তান ছিলেন। পরে বীরহাস রাজা অবধি তাঁহার বংশের রাজত্ব [২৩] সমাপন হইয়া অন্য রাজাধিকার হইল তাহার বিবরণ লিখিতেছি।

একজন সাধারণ কচারিণী পতিপুত্র কামনা করিয়া এক মাস দেওহাঁকারি ছিল, অর্থাৎ দেবতাপূজা করিয়াছিল। তাহাতে মহাদেব তুষ্ট হইয়া রাত্রে প্রত্যাদেশ করিলেন যে কল্য তোমার গৃহে যে ব্যক্তি আসিবেক তাহার সহিত বাস করিলে রাজযোগ্য পুত্র হইবেক। পরে একজন কচারি দিবাতে আসিবাতে মদগাহরি কুকুরা, অর্থাৎ মদ্য, শূকর, কুক্কুট প্রভৃতি ভোজনদ্বারা সন্তুষ্ট করাইয়া পরস্পর কথোপকথনানন্তর উভয়ে দাম্পত্যরূপে বাস করিলেন। কালক্রমে উভয়ের সম্ভোগ হওয়াতে এক বালক জন্মিল। সেই দিবসাবধি বীরহাস রাজার নগরে অনেক উৎপাত হইতে লাগিল এবং বাদ্যভাণ্ড কিছু বাজে না। তদর্থে রাজা ব্যগ্রচিত্ত হওয়াতে মহাদেব স্বপ্নাদেশ করিলেন যে যাহার গৃহে বাদ্য বাজি [২৪] বেক সে রাজা হইবে, তুমি তাহার মন্ত্রী হইয়া থাকিবা। তদনুসারে রাজা সকল গৃহে বাদ্য বাজাইতে আজ্ঞা করিলেন এবং শুক্লহস্তী ও দেওকুকুরা অর্থাৎ দৈবকুক্কুট অগ্রভাগে লইবার আজ্ঞা করিলেন। তদ্রূপ করাতে ঐ দেওধাঁইর অর্থাৎ দেবপূজাকর্ত্রীর গৃহে বাদ্য হওয়াতে রাজার নিকটে সমাচার দিলেন। কিন্তু তৎকালে ঐ দম্পতী ভীত হইয়া দেওধাঁইর

ভগিনীর বাটী হামখোলাডম পর্ব্বতে গমন করত বনমধ্যে এক- বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম করিয়াছিল। তৎকালে কচারিণী তৃষার্ত্তা হইয়া কচারি হস্তে বালক সমর্পণ করিয়া জল পানার্থে গমন করাতে কচারি অন্তর্হিত হইল। কচারিণী পতির অদর্শনে খিন্না হইয়া বালক সমেত বন্য ফলমূল ভোজন করত সেই স্থানে রহিল।

এদিগে রাজকীয় লোকরা দম্পতীকে পলায়িতত্ব প্রযুক্ত না দেখিয়া রাজার নিকট বিজ্ঞাপন করিল তাহাতে রাজা সর্ব্বত্র বাদ্যোদ্যম করার আজ্ঞা [২৬] দিলেন তদ্রূপ করাতে বনমধ্যে বাদ্য হওয়াতে শুক্ল হস্তীর স্কন্ধোপরি ঐ বালককে আরোহণ করাইয়া রাজগৃহে লইয়া গেল। রাজা বালক প্রতিপালন করিয়া কালক্রমে সে যুবা হওয়াতে আপন কন্যাকে বিবাহ দিয়া রাজ্যাভিষেক করিয়া বিচারপতিফা নাম দিলেন এবং কহিলেন যে অদ্যাবধি তোমার পুত্রপরম্পরা রাজা হইবেক। আমার পুত্রপরম্পরা মন্ত্রী হইবেক। কিন্তু আমার উপর অত্যাচার করিবা না। এইরূপ উভয়ে সেব্য-সেবকতা ভাবে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। ঐ বিচার-পতিফা মহাবল পরাক্রম বিশিষ্ট হইয়া অনেক রাজ্য বশীভূত করিলেন। ঐ কচারি দেশে এমত রীতি অদ্যাপিও আছে যে মন্ত্রিতে অভিষেক না করিলে রাজা হইতে পারে না। ঐ রাজার মরণানন্তর তৎপুত্র রাজা হইয়া নামচাঙ্গবরহাট পর্য্যন্ত স্বাধীন করিয়া আপন রাজ্যান্তঃপাতি করিলেন। এবং স্বর্ণময়ী দশভুজা নির্ম্মাণ করিয়া একস্থানে স্থাপন করিয়া সোনাপুর নাম দিলেন। অদ্যাপিও ঐ [২৭] স্থানকে সোনাপুর কহে। অপর এক স্থানে স্বর্ণলিঙ্গ স্থাপন করিয়া বাণপুর নাম দিলেন। এবং নগা ও মরাণ জাতীয়কে জয় করিয়া আপন রাজধানী লক্ষ্মীপুরে উপনীত হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

কচারি রাজা বিচারপতিফা

বিচারপতিফার পুত্রের আমলে কচারি রাজ্য বিস্তার

আহোম রাজার রাজ্যের সীমা বিস্তার

তাহার পর তৎপুত্র মহামাণিকফা তৎপুত্র লারফা তৎপুত্র খোরাফা তৎপুত্র ডেরচাঙ্গফা ক্রমে রাজা হয়েন। তৎকালীন ইন্দ্রবংশীয় চ্চাউলুঙ্গছুকাফা রাজা আসিয়া কচারি রাজাকে জয় করিয়া নামচাঙ্গবরহাট আপন রাজ্যান্তঃপাতি করিয়া নিঙ্গন মারি সীমা করিলেন। চুকাফা রাজার মরণান্তে তৎপুত্র ছুতোফা ছুটিয়ার রাজাকে ও মরানকে জয় করিয়া কন্‌চেঙ্গপাত্র সেনাপতির দ্বারা কচারি জয় করিয়া দিখৌ নদী পর্য্যন্ত আপন দেশান্তঃপাতি করিলেন।

দিখৌ নদী কচারি এবং আহোম রাজ্যের সীমা

দিখৌর পূর্ব্বপার আসামের পশ্চিম পার কচারির রাজ্য হইল। এইরূপ কতক দিবস পর্য্যন্ত ছিল পরে পুনরায় আসাম রাজা যুদ্ধ করিয়া শিলপথুরি সীমা করিলেন এবং একবার বাণপুর ও [২৮] সোনাপুর প্রভৃতি লুঠিয়া সোনার মূর্ত্তি আসাম রাজা লইলেন। তদবধি দেওরগাঁওনামক স্থানে সীমা হইল। পরে আসামের সেনাপতি মিথ্যা ছল করিয়া দেবতা এ রাজ্য আমারদিগকে দিয়াছেন এমত ফক্কিকী দিয়া কচারিকে নিরাকরণ করিয়া তুলসীমুখ পর্য্যন্ত স্বরাজ্যান্তঃপাতি করিলেন। অদ্যাপিও ঐ সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু আসামের রাজা রুদ্রসিংহের অধিকারে কচারির একজন রাজাকে জয়ন্তীপুরের রাজা বন্দি করাতে তিনি পত্রদ্বারা আসামের রাজাকে পিতৃ সম্বোধন পূর্ব্বক শরণাগত হইয়া মুক্তি প্রার্থনা করিলেন।

রুদ্রসিংহের সময়ে যমুনা নদী আহোম এবং কচারি রাজ্যের সীমা

রাজা অনেক সৈন্য পাঠাইয়া জয়ন্তীপুরের রাজা ও কচারির রাজা দুইজনকে আনাইয়া জয়ন্তীপুরের রাজাকে বিষাক্ত দ্রব্য ভোজন করাইয়া যমালয়ে বিদায় দিয়া কচারির রাজাকে স্বীয়ালয়ে বিদায় দিলেন। কচারির রাজা পূর্ব্বোক্ত উপকার স্মরণার্থে আপন রাজ্যের মধ্যে যমুনানদী সীমা করিয়া আসাম রাজাকে সমর্পণ করিলেন। পরে ১৭০৯ শকে

াহোম রাজা ারীনাথ সিংহের সময়ে কচারি াজাকে প্রদত্ত দেশ পুনরধিকার

[২৯] রাজা গৌরীনাথ সিংহ রিপুগ্রস্ত হওয়াতে কচারি রাজা তাঁহাকে দুর্ব্বল জ্ঞান করিয়া পূর্ব্বদত্ত দেশ পুনঃ স্বদেশান্তঃপাতি করিলেন। পরে ব্রহ্মদেশীয় কর্ত্তৃক এতদ্দেশ আক্রান্ত হওয়াতে ১৭৪৩ শকে পূর্ব্বোক্ত সীমা পর্য্যন্ত আসামের অন্তঃপাতি হইয়াছিল। এইক্ষণে ইংলণ্ডীয়াধীন হওয়াতে পূর্ব্বের ভুলসীমুখের সীমাই স্থির আছে; কিন্তু এই সকল বৃত্তান্ত অস্মদাদি কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীযুত গবর্নর জেনেরেল বাহাদুরের এজেণ্ট শ্রীযুত স্কাট সাহেবের নিকট জ্ঞাত হওয়াতে ঐস্থান কোরক করা গিয়াছে এবং সেস্থানের রাজস্ব শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তহবিলে আমানত স্বরূপ জমা হইতেছে; বিচারানুসারে যাঁহার হয় তিনিই পাইবেন।

জয়ন্তীয়া রাজার কথা

এইক্ষণে জয়ন্তীপুরের রাজার বৃত্তান্ত লিখি। জয়ন্তীপুরে পূর্ব্বে ইন্দ্রসেন রায় নামে এক ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে আহূত হওয়াতে গর্ব্ব করিয়া গেলেন না। তৎপ্রযুক্ত ভীমসেন মার্গঘর্ষ করিয়া তাঁহার অণ্ডকোষ ছেদন করিয়াছিলেন।

খাসিয়া নামের উৎপত্তি (পৌরাণিক)

[৩০] তদবধি তিনি খাসিয়া রাজা নামে খ্যাত হইলেন তাঁহার পুত্র পরম্পরা কেদারেশ্বররায় ও ধনেশ্বররায় ও কন্দর্পরায় ও মাণিক্যরায় ও জয়ন্তরায় ক্রমে রাজা হন। ঐ জয়ন্ত রায় রাজা অপুত্রকত্ব প্রযুক্ত তৎকামনাতে শ্রীশ্রীদেবীকে আরাধনা করাতে দেবী সাক্ষাৎ হইয়া আজ্ঞা করিলেন যে তোমাকে বিধাতা অপুত্রক করিয়াছেন, অতএব পুত্র হইতে পারে না। তথাচ আমি অংশরূপে পুত্রী হইব। তদ্রূপ পুত্রীর জন্ম হইবাতে ঐ পুত্রীর নাম জয়ন্তী রাখিয়া চণ্ডুবর গুরুর পুত্র লাণ্ঢাবরকে প্রদান করিয়া সমুদায় রাজ্য যৌতুকস্বরূপে দান করিয়া তিনি লোকান্তরে গমন করিলেন। ঐ কন্যাই রাজ্যাধিপতি হইয়া রাণীসিংহ নামে খ্যাতা হইলেন। কতক

খাসিয়া এবং জয়ন্তীয়া রাজ্যের ইতিহাস

কালানন্তর ঐ লাণ্ঢাবর দেবীকে আরাধনা করাতে দেবী সাক্ষাৎ হওয়াতে, সে কামমত্ত হইয়া ক্ষুব্ধ হওয়াতে, দেবী রুষ্টা হইয়া সজ্ঞান লুপ্তহ হওয়ার শাপ প্রদান করিলেন। তন্নিমিত্তে সে লুপ্তজ্ঞান হইয়া আপন ভার্য্যা জয়ন্তীকে ঋতুকালে রমণ [৩১] করাতে জয়ন্তী তাহাকে দূর করিয়া দিলেন। পরে চিকনাই পর্ব্বতে গিয়া ঘর ১৮০ গারোর রাজা মুতুঙ্গা নামে বৃদ্ধ গারোর পোষ্য পুত্র হইয়া থাকিল।

জয়ন্তী পতিবিরহে ব্যাকুলা হইয়া দেব্যারাধনা করাতে দেবী বরদান করিলেন যে তুমি ঋতুকালে স্মৃতুঙ্গা পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া জলে প্রক্ষেপণ করিলে তাহা মৎস্যে গ্রাস করিবেক তাহাতে মৎস্যোদরী কন্যা জন্মিবেন। ঐ কন্যাতে তোমার স্বামী লাণ্ঢাবরের বীর্য্যে পুত্র জন্মিবেক। জয়ন্তী তদ্রূপ করাতে ঐ মৎস্য তাঁহার স্বামি লাণ্ঢাবর পাইয়া গৃহে লওয়াতে মৎস্যের উদর হইতে কন্যা নির্গতা হইয়া গৃহব্যাপার সম্পাদন করাতে ঐ লাণ্ঢাবর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেক। উভয়ের সঙ্গমে বড় গোহাঞি নামক পুত্র জন্মিবাতে ঐ পুত্রকে রাজ্যাভিষেক করিলেন। ঐ জয়ন্তী কন্যা লাণ্ঢাবরকে নর্ত্তঙ্গ দেশের রাজা করিয়া এই নির্ব্বন্ধ করিলেন যে ভগিনীর পুত্রকে রাজ্য দিলাম ; অতএব এই দেশে দুহিতৃ [৩২] সন্তানেই রাজা হইবে। এমত কহিয়া ঐ দুই কন্যা তিরোহিতা হইলেন। তদবধি জয়ন্তীপুরে দুহিতৃ সন্তানেই রাজা হন। ঐ জয়ন্তীপুরের রাজারও আসামের দক্ষিণ পারে কতক অধিকার ছিল ; বরং এইক্ষণে কতক স্থানের নিমিত্তে আপত্তি আছে।

ডিমরুয়ার এক রাজা, তাহার জন্ম এমত কথিত আছে যে এক সামান্য কিরাতের যুবতী কন্যাতে এক দেবতা পক্ষিরূপে বীর্য্যাধান করাতে তদ্গর্ভজাত বালক রাজা হইয়াছিল। তদ্বংশীয় রাজা অনেক দিবস পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র ছিল। পরে কমতেশ্বরের অধীনতা ও বিশ্বসিংহের আজ্ঞা বাহকতা করণানন্তর সেমারেশ্বর

রাজা আক্রমণ করাতে তদ্বংশীয় মঙ্গলা নামক রাজা অবধি সেমারেশ্বরের অধীন হইল। অদ্যাপিও তদ্রূপ আছে। এইক্ষণে ঐ রাজবংশীয় সেমারেশ্বর দত্ত যৎকিঞ্চিৎ মর্য্যাদা দ্বারা সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে গণিত আছে। এইক্ষণে প্রধান ইন্দ্রবংশীয় রাজা [৩৩] এই আসাম দেশ ১১৮৪ শক অবধি যাঁহার ভোগ করাতে তাঁহাকে অদ্যাপিও আবালবৃদ্ধবনিতা সমুদায় লোকে স্বীয় রাজা জ্ঞান করিতেছে। এবং যিনি সর্ব্বদেশে আসামের স্বর্গদেব রাজা নামে বিখ্যাত তাঁহার বৃত্তান্ত লিখিব।

বশিষ্ঠের আশ্রম সৌমারপীঠ

পূর্ব্বে বশিষ্ঠ মুনি সৌমারপীঠে বিখ্যাত অর্থাৎ দিখৌ নাম্নী নদীর তীরে আম্র নিম্ব কদম্ব দাড়িম্ব তাল তমাল খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ ও জাতী যূথী মালতী করবীর কহ্লার উৎপল চম্পক অশোক কেতক বক মরুবক আদি নানা পুষ্প রোপণ করিয়া সহস্র শালগ্রাম স্থাপনানন্তর তন্মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম স্থাপন করিয়া মহোগ্র তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তদ্দৃষ্টে ইন্দ্র ভীত হইয়া তপোভঙ্গার্থে শ্যামা বিদ্যাধরী সমেত মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। এবং বিদ্যাধরী নৃত্যগীত হাব-ভাব-কটাক্ষ প্রভৃতি আরম্ভ করিল। [৩৪] ইন্দ্রাজ্ঞানুসারে ধারাধর সমাগত হইয়া বৃষ্টি দ্বারা ধরাধর প্লাবিত করিল। দিখৌ নদীর বৃদ্ধি হওয়াতে আশ্রম জলাপ্লুত হইল। মুনি নিজ ধ্যান ভঙ্গান্তে ইন্দ্রকৃত কুকার্য্য জ্ঞান করিয়া ইন্দ্রকে ম্লেচ্ছ ও বিদ্যা-ধরীকে ম্লেচ্ছানী ও দিখৌ নদীকে মলমূত্র বাহিনী ও লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রামকে ম্লেচ্ছপূজ্য হওয়ার শাপ দিলেন।

দিখৌ নদীকে বশিষ্ঠের অভিশাপ

তাহাতে সকলেই ত্রস্ত হইয়া স্তোত্র করাতে মুনি আজ্ঞা করিলেন যে শ্যামা বিদ্যাধরী ম্লেচ্ছানী হইলে ইন্দ্র তাহাতে পতিত হইয়া অংশ রূপে তাহার গর্ভে পুত্র জন্মাইবেন। ঐ পুত্র পরম্পরারূপে চিরকাল রাজা হইবেক। দিখৌ নদী কলির অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত মলমূত্র বাহিনী হইবেক তদন্তে শাপ বিমোচন হইবেক। এইরূপে শাপ-

বিমোচনের আজ্ঞা করিয়া ঐ আশ্রম পরিত্যাগানন্তর গুয়াহাটীর অগ্নি কোণে এক পর্ব্বতে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ঐ স্থান অদ্যাপিও বশিষ্ঠাশ্রম নামে প্রখ্যাত। এবং যে স্থানে বশিষ্ঠ স্থাপিত গোলোকে[৩৫]শ্বরও মঙ্গলেশ্বর দুই শিবলিঙ্গ আছেন। এবং বশিষ্ঠাহূতা ললিতা কান্তা সন্ধ্যা এই তিন ধারাবিশিষ্ট বশিষ্ঠাশ্রম বাশিষ্ঠী গঙ্গা। আর ঐ তিন ধারা মিলিতা হইয়া বাশিষ্ঠী গঙ্গা নামে নদী হইয়া গুয়াহাটীতে ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে মিলিতা হইয়াছে। ঐ ত্রিধারা সঙ্গমে স্নানাবগাহন নিমিত্ত অনেক যাত্রিকেরা অদ্যাপিও গমন করেন। এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাব লিখিতেছি।

ঐ শ্যামা বিদ্যাধরী সৌমারের পূর্ব্বে নরা দেশের রাজমন্ত্রির গৃহে জন্ম লইয়া তদ্দেশের রাজা চেঙ্গতাম নামকের মহিষী হইলেন পরে লাক্লিরাও অর্থাৎ ১০৪০একহাজার চল্লিশ শকে ইন্দ্র তদ্বেশ ধারণ পূর্ব্বক রমণ করিলেন এবং রাত্রে রমণ বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন যে তোমার গর্ব্ভজাত পুত্র রাজা হইবেক। অতএব তুমি স্বামীর সহিত সম্ভোগ করিবা না এবং উচ্চ স্থানে থাকিবা। তদ্বৃত্তান্ত রাণী রহস্যে রাজ নিকটে জ্ঞাপন করাতে রাজা হৃষ্ট হইয়া মীনাচল পর্ব্ব[৩৬]তের উপর এক অত্যুচ্চ মঞ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাণীকে দাসীগণ সমেত রাখিলেন। পরে লাক্লি কাপমিৎ অর্থাৎ ১০৪১ একহাজার এবং চল্লিশ শকে পুত্র জন্মিল রাজা তৎশ্রবণে স্বর্ণনির্ম্মিত সোপানের দ্বারা অবরোহণ চাচ্যাংফা করাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া পুত্রের নাম চাচ্যাংফা রাখিলেন হিন্দুরা তাহাকে স্বর্গনারায়ণ কহেন।

ঐ বালক যুবা হইলে রাজা যুবরাজ করিলেন। যুবরাজ এক দিবস নির্জ্জন বন গমন করাতে ইন্দ্র সাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন যে তুমি আপন পিতৃ মরণের পাঁচদিনান্তে এই স্থানে আসিবা আমি রাজনীতির ধর্ম্মসকল কহিব। পরে লাক্লিকাউপ্লা অর্থাৎ ১০৫৬ শকে চেঙ্গতাম রাজার মরণান্তে যুবরাজ রাজা হইয়া ইন্দ্রাজ্ঞানু-

সারে একাকী বন প্রবেশ করিলেন। তৎকালে ইন্দ্র সাক্ষাৎ হইয়া লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম ও অন্য এক দেও অর্থাৎ দেবতা দিলেন। চঙ্গদেও চেঙ্গদেও ঐ দুই দেবের নাম আসুরিক মতে কহে। এতৎপ্রদেশীয় [৩৭] ম্লেচ্ছেরদের উপাস্য দেবতা ঐ দুই দেও। আরো ইন্দ্র ঐ দুই দেবের আসুরিক মতে পূজার বিধান দিয়া গোপণীয় রূপে রাখিবার আজ্ঞা করিয়া বড়নরার রাজা আইফা নামে আছে। সে আমার অংশ; অতএব তাহার নিকট লোক পাঠাইয়া চ্চাউলি পলিঙ্গ ও চ্চাউবুকচেঙ্গ এই দুই পণ্ডিতকে আনাইয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিবা। এমত আদেশ করিরা এক রত্নাঙ্গুরীয়ক দিলেন যে এই অঙ্গুরীয়ক আইফা রাজার নিকট প্রেরণ করিলে তোমার পরিচয় পাইবেক।

এইরূপ প্রাপ্তোপদেশ হইয়া স্বগৃহে আসিয়া আইফা রাজার নিকট পত্র প্রেরণ করাতে আইফা রাজা দুই পণ্ডিত সমেত নানা রাজযোগ্য বস্তু ঢুলিয়া মরিয়া অর্থাৎ ঢুলী ও কাসারী বড় ঢাক ও সোনোআলিহেঙ্গদাঙ্গ অর্থাৎ স্বর্ণমণ্ডিত অস্ত্রবিশেষ ও পানি নাগিনীরলঙ্গী লাচেম নামে ভল্লুক লাচাই ব্যাঘ্র লাঙ্গু সর্প [৩৮] লাচিত উদ্লাপেৎ মেকুরি বিড়াল লাউ বানর প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলেন। স্বর্গনারায়ণ ঐ দুই পণ্ডিত দ্বারা নীতি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া রাজ্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এবং ১০৭৮ শকে তিনি পরলোক গমন করিলেন তাঁহার রাজত্ব ২২ বৎসর।

খুন্লুঙ্গ ও খুন্লাই

ঐ স্বর্গনারায়ণ রাজার খুন্লুঙ্গ খুন্লাই নামক দুই পুত্রকে মুংরিংমুংরাং নামক পর্ব্বত হইতে সোপান দ্বারা অবরোহণ করাইয়া অমাত্যেরা অভিষেক করিলেক। ইহারদের জন্ম উপাখ্যান হরগৌরী সংবাদ মূল গ্রন্থানুসারে ও অন্য অন্য প্রামাণিক লোক ও প্রাচীন রাজ বিবরণ পুস্তক দ্বারা ঐক্য করিয়া লেখা গেল। কিন্তু আহোম জাতীয়েরা কহে যে ইন্দ্রের পুত্র স্বর্গনারায়ণ রাজা তাহার দুই পুত্র খুন্লুঙ্গ খুন্লাই নামক স্বর্ণসোপান দ্বারা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে

আসিয়াছেন, অতএব স্বর্গদেব। কিন্তু তাহার বিস্তার কথা আমি প্রতীতি না করিয়া লিখিলাম না। যেহেতুক শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাবতার তথাচ দশরথ রাজার ও বসুদেবের গৃহে পৃথিবী[৩৯]তেই জন্ম লেখে। সাধারণ অর্ব্বাচীন রাজার স্বর্গ হইতে যে পাঞ্চ ভৌতিক শরীর দ্বারা আগমন সে অত্যন্ত অবিশ্বসনীয়, একারণ লিখিলাম না। কিন্তু তাহারদের নিকট সহস্র সহস্র প্রমাণ দিলেও মানে না, একারণ একথার সূচনা ; না থাকিলে পুস্তক অশুদ্ধ বলিবেক ; এমতে সূচনা করিয়া রাখিলাম। যেহেতুক মূর্খস্য নাস্তৌষধং। পরন্তু বিজ্ঞ মহাশয়েরা ইহার তাৎপর্য্য বিবেচনা করিবেন। ঐ দুই ভ্রাতা মুংরিংমুংরাং পর্ব্বতে

খুন্লুং ও খুন্লাইর অমাত্যবর্গ

নগর করিয়া হোলঙ্গঘর অর্থাৎ প্রধান রাজগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকিলেন। তাঁহারদের প্রধান অমাত্যবর্গ। খুনতাই পুক্লেঙ্গ ১ খুন্লাইচ্চিঙ্গ পুক্লেঙ্গ খুন্লেতা ও পুক্লেঙ্গ ১ খুন্চেঙ্গ পুক্লেঙ্গ ১ খুন্চ্চিপচ্চি পুক্লেঙ্গ ১ খুন্ক্রুংচ্চাম্মক পুক্লেঙ্গ ১ খুনখ্রূ পফাচ্চাউ লাংডিন্ পুক্লেঙ্গ ১ খুন্কেওবং পুক্লেঙ্গ ১ খুলখেন পুক্লেঙ্গ ১ খুন্তেয়রচ্চাউক্রেবান্ পুক্লেঙ্গ এই নয় ঘর সমেত কতক দিন রাজত্ব করিয়া লাডই রাজ্যে গিয়া সেস্থান শূন্য দেখিয়া নগর করিলেন। [৪০]

সে স্থান শূন্য হওয়ার কারণ পুর্ব্বে ঐ দেশের রাজ খুন্কুম নামে ছিলেন। তন্মরণান্তে তৎপুত্র চ্চাইখাম ১ চ্চাড়ুচ্চামুন চন্দ ১ এই দুই জন রাজা হইয়া রাজ্য রক্ষণা সামর্থ্য প্রযুক্ত শ্রী লৌহিত্যনদের পারে পুংফাঙ্গপৌ নামক রাজার বানচ্চেউ রাজ্যে প্রবেশ করিয়া সংগ্রাম করিলেন। উভয়ের সংগ্রামে অনেক লোক হত হইল। শূন্য রাজ্যে তাহারদের এক ভৃত্য মেলডাম নামে রাজা হইয়া অন্যায় করাতে খুন্লুঙ্গ খুন-লাইকে রাজ্যস্থ লোকেরা রাজা মানিয়া লইলেক। ঐ স্থানে

খুন্লুং খুন্লাইর বিবাদ

কতিপয় দিবস বাস করণানন্তর দুই ভ্রাতার কলহ হইল। ইহারদের এক প্রথা আছে

যে রাজ্যাভিষেক কালে এক বটবৃক্ষ রোপণ করে তাহাকে আয়ুবষ্ট কহে। খুন্‌লুঙ্গ কহিলেন যে আমি মূলেতে স্বর্ণ রৌপ্য দুচরু অর্থাৎ দুই সরাব দান করিয়া শাখাতে কঙ্কণ পরিধান করাইয়াছি, অতএব আমিই প্রধান রাজা। খুনলাই কহিলেন যে আমি মূলে কঙ্কণ বদ্ধ করিয়াছি, একারণ আমারি [৪১] প্রাধান্যের সম্ভব। তাহাতে অমাত্যেরা কহিল যে মূলে কঙ্কণ পরিধান যিনি করাইয়াছেন, তিনিই মূল রাজা; অন্যজন ডালুয়া অর্থাৎ শাখাতুল্য। তৎশ্রবণে খুন্‌লুঙ্গ অপমানিত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিয়া লোকান্তরে গেলেন। লাডই দেশে খুন্‌লাই প্রধান রাজা হইলেন। কিন্তু আপন ভ্রাতার মরণ শ্রবণমাত্র তৎপুত্র চ্চাউডাউলুলুকে মুংরিমুংরাং দেশের রাজা করিলেন। সম্প্রতি খুন্‌লাইর বংশের বিবরণ লিখি।

খুন্‌লুং-খুন্‌লাইর বিচ্ছেদ

খুন্‌লুঙ্গের মৃত্যু

খুন্‌লাইর পুত্র চ্চাউতাউলুলুর মরণান্তে তাঁহার তিন পুত্র জ্যেষ্ঠ চ্চাউমুঙ্গাকুম্ মধ্যম চ্চাউখুন্‌বিঙ্গ কনিষ্ঠ খুন্‌লুচেউ এই তিনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ আপন পিতার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। কনিষ্ঠ পুংখাংপুংজা দেশে গেলেন। তথা হইতে তাখুনবারঝার পুংমাউ দেশ অতিক্রম করিয়া শ্রীলৌহিত্য পার হইয়া মান্তারা দেশ প্রাপ্ত হইয়া সে স্থানে বসতি করা মনোনিত না হওয়াতে, কিন্‌বেওন্ মাউলুঙ্গ [৪২] বড়নরা ছাড়িয়া তিলুঙ্গ দেশে গিয়া রাজা হইলেন।

খুন্‌লুঙ্গের পুত্র ত্রয়

পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মরণান্তে মধ্যম ভ্রাতা রাজা হইলেন। তন্মরণান্তে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র চাউখুনকুম রাজা হইয়া পুংখু পুংখুন এই দুই দেশ অধিকার করিলেন। এবং পুংমাউ দেশের রাজা তাউখুনের উপর আক্রমণ করাতে তিনি স্বদেশ সমর্পণ করিয়া পুংলুলুঙ্গ কাউকাঙ্গ দেশে গিয়া থাকিলেন। সে দেশও ক্রমে আক্রমণ করাতে ঐ রাজা মুংজাকালী দেশে গেলেন। ঐ সকল দেশ চ্চাউখুন্ রাজা পরিত্যাগ করাতে চ্চাউখুন্‌কুম

রাজা আপন পুত্র চ্চাউতাইলুঙ্গকে রাজা করিলেন। ঐ চ্চাউতাই-লুঙ্গের তিন পুত্র ও লাঙ্গমুংবুক্ খামচেম নামে কন্যা জন্মিল। পরে রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্র চ্চাউতাইলুঙ্গকে মুজিন দেশের রাজা করিলেন। মধ্যম লাঙ্গিপামিউপুঙ্গকে পুংমাউ দেশের ও কনিষ্ঠ লাচাঙ্গ কুচাঙ্গখাঙ্গকে মুংমিৎকুক ও কিডাব এই দুই দেশের রাজত্ব দিলেন। চ্চাউতাই পুং বৃদ্ধ রাজা সকলকে নীতি [৪৩] শিক্ষা করাইয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র লাঙ্গি পামিউপুঙ্গ অপুত্রক হইলেন। কেবল বুক্খামচেন নাম্নী এক কন্যা ছিল। ঐ কন্যা নরা রাজার পুত্রকে বিবাহ দিলেন। কিন্তু ঐ রাজার বড় কুঞ্জরি অর্থাৎ প্রধানা মহিষী চাউখেনপুঙ্গু বুড়া গোহাঞির কন্যা ছিলেন। তাঁহার নাম নাঙ্গলাপাম। তাঁহার গর্ভজাত পুত্র রাজা হইয়া উন্মত্ত হওয়াতে আত্ম গলদেশে ছুরিকা প্রদান করিয়া মরিলেন। তন্মরণান্তে সুখ্রানফা রাজা হইলেন। তাঁহাকে কিথেনমাউলুঙ্গও কহিত। খুন্লুঙ্গের বিবরণ সমাপণ করিয়া খুনল্লাই রাজার বিবরণ, যাঁহার সন্তানেরা আসাম দেশের রাজত্ব করিয়াছেন, তাহা লিখিব।

খুনল্লাই রাজার দুই পুত্র। তিনি বর্ত্তমান থাকিতেই জ্যেষ্ঠ পুত্র চ্চাউতাইফাকে বানচ্চেপ্ দেশের রাজা করিয়া লাক্লিখুংচিঙ্গ অর্থাৎ ১০৯৭ শকে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার রাজত্ব ১৬ বৎসর। [৪৪]

তন্মরণান্তে কনিষ্ঠ পুত্র চ্চাউতাইফা অমাত্যবর্গ কর্ত্তৃক পিতার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। লাক্লিরাইমিৎ অর্থাৎ ১১১৩ শকে তাঁহার নির্ব্বান হয়। তাঁহার রাজত্ব ১৬ বৎসর। তাহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ চ্চাউখুন্সৌ কনিষ্ঠ চ্চাউচ্চাঙ্গতাইফা। জ্যেষ্ঠ রাজা হইয়া কতিপয় দিবস ছিলেন, পরে কনিষ্ঠ বলিষ্ঠ হইয়া জ্যেষ্ঠকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন।

জ্যেষ্ঠ অপমানিত হইয়া খুন্লুঙ্গের পুত্র চ্চাউতাইলুর নিকটে গিয়া থাকিলেন। চ্চাউতাইফার মরণান্তে তৎপুত্র ফাংলংজুংকঙ্গ

রাজা হইলেন। তন্মরণান্তে তদ্দেশ ভিন্ন রাজকর্তৃক অধিকৃত হইল।

খুন্‌লাই রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র চাউতাইফা বান্‌চ্চের দেশের রাজা ছিলেন। তন্নিধনানন্তর তৎপুত্র লুকলিঙ্গতাউচেন্না রাজা হইলেন। তন্মরণান্তে তদ্দেশও অন্য রাজাধিকার হইল।

চ্চাউখুঙ্গো যিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃকর্তৃক সিংহা[৪৫]সনচ্যুত হইয়া খুন্‌লুঙ্গের পুত্র চ্চাউতাউলুলুর সঙ্গে ছিলেন, তিনি এক সময় তথা হইতেও মুংখ্রাং মুংজাং দেশে গিয়া নগর করিয়া অবস্থিতি করিয়া সে স্থান হইতে মুংখন্ দেশ ছাড়িয়া ও মুংমাউ দেশ প্রাপ্ত হইলেন। সে স্থানে খুন্‌লুং রাজবংশীয় পামিউপুঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আত্মীয়জ্ঞানে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ভগিনী লাঙ্গমুঙ্গবুক্‌খামচেন গাভরু অর্থাৎ যুবতীকে বিবাহ দিয়া খ্রানঙ্গজিন্ দেশের রাজত্ব দিলেন।

চুকাফার জন্ম

ঐ চ্চাউখুঙ্গো রাজা চ্চাউস্যাঙ্গিঙ্গো ও চ্চাউফ্রাকঙ্গ এই তিন নামে খ্যাত ছিলেন। ঐ রাজভগিনীর সহিত সম্ভোগ হওয়াতে তদগর্ভে লাক্লিখুংঙ্গি অর্থাৎ ১১১৭ শকে চ্চাউচুকাফা নামে রাজা জন্মিলেন। তিনি আসাম দেশে যে প্রকার আসিয়া রাজা হইলেন তাহা লিখি।

ঐ চুকাফাকে আনায়েকে পুথাবেকে বেথাকৈতুলিলে অর্থাৎ মাতামহী মাতামহ দুইজনে অতি মমত্ব পূর্ব্বক প্রতিপালন করিলেন। তিনি মাতা[৪৬]মহালয়ে ১৯ বৎসর ছিলেন। খ্রানঙ্গ-জিঙ্গ দেশের রাজা চ্চাউখুঙ্গো ২৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন। লাক্লিকাৎরাও অর্থাৎ ১১৬৭ শকে ঐ দেশে চুকাফা রাজা হইলেন। কতক-দিনের পর তিনি মাতামহালয়ে গিয়া ছিলেন। এক সময় কহিলেন যে এক স্থানে দুই রাজার থাকা অকর্ত্তব্য; এমত কহিয়া মাতামহ মাতামহীর অনুমতি লইয়া চুখ্রান্‌ফা নরা রাজার নিকট বিদায় লইয়া মুংখ্রাংমুংজাং

চুকাফার রাজত্ব আরম্ভ খ্রান্‌নিং দেশে

দেশে আইলেন। এবং মাতামহী সেই চানেকির আনসিল্ এডুখরি অর্থাৎ সেইরূপ অন্য শিলাখণ্ড রাখিয়া তাঁহারদের কুল-দেবতা চুঙ্গদেওকে গোপনীয়রূপে চুকাফার সঙ্গে দিলেন। ঐ চুখ্রানফা নরা রাজা চুকাফার সঙ্গে অনেক দ্রব্য দিয়া প্রতি বৎসর আমাকে কর দিয়া ভাটীরাজ্য ভোগ করিবা, এমত কহিয়া চারি দণ্ড পর্য্যন্ত স্বয়ং আণ্ড বাড়াইয়া রাখিয়া গেলেন। চুকাফা রাজা

চুকাফার সমতল-ভূমি যাত্রা

১১৬৮ শকে যাত্রা করিয়া আইলেন পথে অনেক লোক তাঁহার সহিত মিলিল এবং [৪৭] তাঁহার সঙ্গে বুড়াগোহাঞি কংচেংমুং বড়গোহাঞি ফুংচেংলুং এই দুই জন আসিয়াছিল পরে বনকং ১ চাকখুনলা ১ মুংখঃ ১ কাখ্রংমুং ১ মুংজিং ১ খুনতং ১ ইত্যাদি অনেক লোক আইল। অপর মাতামহী এজুরি কুকুরা অর্থাৎ একজোড়া কুক্কুট দিয়া ছিলেন ; তাহা ভক্ষণ করিলে পরাক্রান্ত হয় সে মতে তিনি তাহাও ভক্ষণ করিলেন।

চুখ্রান্ফা রাজা চুঙ্গদেও নিয়াছেন এমত জানিয়া ধাবমান হইয়া সাক্ষাৎ না পাইয়া ফিরিয়া গেলেন। ঐ স্থানকে অদ্যাপিও নরাওলটা কহে। চুকাফা রাজা পর্ব্বতীয় নরা প্রভৃতি দেশ হইতে উত্তরিয়া আসিতে প্রতি পথে আত্ম পক্ষীয় লোক স্থানে ২ নিয়োজন করত ১১৬৯ শকে নামদানি অর্থাৎ সমভূমিতে

চুকাফার সমতল-ভূমিতে রাজ্যবিস্তার

আইলেন। এবং ১১৮১ শকে মুঙ্গকুঙ্গদেশ জয় করিয়া ১১৮৪ শকে তিমাপ পর্য্যন্ত স্বাধীন করিলেন। ১১৮৭ শকে সলগুরি পর্য্যন্ত বশীভূত করিয়া ১১৯২ শকে হাবুং পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিলেন ১১৯৫ শকে ব্রহ্মপুত্র নদের দ্বারা ভাটী যাইয়া [৪৮] আসিয়া দিখৌ নদী উজাইয়া দিখৌর জল উত্তম জ্ঞান করিয়া চঙ্গতক নামক স্থানে বাস করিয়া মদগাহরি অর্থাৎ মত্তশূকর ক্রয়ছলে চর প্রেরণ করিয়া

চুকাফার সঙ্গে মরাণের মিত্রতা

বরাহি মরাণের সেনাপতি থামিথুমাকে ১১৯৭ শকে মন্ত্রণা দ্বারা বশ করিয়া তাহার চারি কন্যা

বিবাহ করিলেন। এবং আপনাকে ইন্দ্রসন্তান জানাইয়া অনেক জাঁক জোঁক দেখাইয়া সকলকে বশ করিলেন।

'অসম' নামের বিবরণ

এবং এমত কথিত হইল যে ইহার সমান কেহ নাই অর্থাৎ অসম অতএব এতদ্দেশ কে অসম কহে। কালক্রমে আসাম নামে খ্যাত হইয়াছে। ঐ চুকাফা রাজা মরাণের পরামর্শানুসারে ১২০৪ শকে লাকুরি পর্ব্বতে বাস করিয়া রহিলেন এবং চরাইদেও পর্ব্বতের দেও সকল আত্ম মহিমা প্রকাশ করাতে তথাতে প্রধান দেবপূজা কল্পনা করিলেন। তদবধি হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বন পর্য্যন্ত চরাইদেও তাহারদের মহাতীর্থস্থান ছিল। এবং এইক্ষণে আহোম জাতীয়ের অধিকমান্য, যেরূপ যবনেরা মক্কাকে মানে, তদ্রূপ আহোম জাতীয়েরা [৪৯] চরাইদেওকে মানে। ১২০৯ শকে তিনি স্বর্গারূঢ় হইলেন। তাঁহার রাজত্ব ৪২ বৎসর।

চুতোফার কচারি জয়

পরে তৎপুত্র চুতোফা রাজা হইয়া কচারি রাজা প্রভৃতিকে জয় করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ১২২১ শকে তিনি মৃত্যুবশগত হন। তাঁহার রাজত্ব ১২ বৎসর।

ছুবিন্ফা

পশ্চাৎ তদাত্মজ ছুবিনফা রাজা হইলেন। তিনি এক দিবস মৃগয়া করিতে গিয়া ব্যাঘ্র হইতে মহাভয় পাওয়াতে তাঁহার সাজি এক নগা লরা অর্থাৎ মিত্র একজন নগাজাতীয়ের বালক তাঁহাকে রক্ষা করিল। তদবধি ঐ নগালরা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইল। এক দিবস রাজা ভোজনান্তে মুখপ্রক্ষালন করিতে ছিলেন আইকুঞরিদেও অর্থাৎ রাজারাণী জল দিতেছিলেন তৎকালে রাণী নগা লরাতে আসক্তা হওয়াতে রাজহস্তে জল পড়িয়াছিল না। তাহাতে রাণী নগালরা সক্তা হইয়াছে, রাজা এমত জানিয়া ঐ রাণীকে [৫০] নগালরাকে দিলেন। কিন্তু রাণী গর্ভবতী ছিলেন। তদগর্ভাজাত যে বালক হইল তাহাকে বড়পাত্র গোহাঞি উপাধি দিয়া প্রধান

মন্ত্রী করিলেন। তদবধি বুড়া গোহাঞি ১ বড় গোহাঞি ২ বড় পাত্র গোহাঞি ৩ এই তিন জন প্রধান মন্ত্রী হইলেন। তন্মধ্যে বড়পাত্র গোহাঞি সর্ব্বাধিক। প্রায় রাজমর্য্যাদা তুল্য তাঁহার সম্ভ্রম হইল। পরে ঐ রাজা ১২৩২ শকে পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার রাজত্ব ১১ বৎসর। পরে তৎপুত্র চুকাংফা রাজা হইলেন। ১২৬৪ শকে তিনিও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজত্ব ৩৪ বৎসর।

বরপাত্র গোঁহাই

পশ্চাৎ তৎপুত্র চুখাম্ফা রাজা হইলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী তাখ্রিন্ বড় গোহাঞি তাচু লাইকোঞর পলাইয়া কমতেশ্বরের নিকট গিয়াছিল। তাঁহারদিগকে ধরিয়া আনিয়া বধিয়া ১২৯৬ শকে তিনিও যমালয়ে গমন করিলেন। তাঁহার রাজত্ব ৩০ বৎসর। [৫১]

১ম অরাজকতা

তন্মরণান্তে দেশ ৫ বৎসর অরাজক হইয়াছিল। পরে অমাত্যেরা তদ্বংশীয় একজনকে লাহন্জি গ্রাম হইতে আনিয়া, চম্পাগুরি নামে নগর করিয়া চুতাওফা আখ্যা দিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। তিনি রাজা হইয়া ছুটীয়া রাজাকে জয় করিলেন। তদ্বিবরণ পূর্ব্বে লিখিয়াছি। ১৩১৩ শকে তাঁহার নির্ব্বান হইল। তাহার রাজত্ব ১৩ বৎসর।

পরে তদ্ভ্রাতা চুখামথিফা রাজা হইলেন। তিনি অন্যায় ও অনীতি করাতে অমাত্যবর্গেরা ১৩২৪ শকে তাঁহাকে নষ্ট করিলেক। তাঁহার রাজত্ব ১১ বৎসর।

২য় অরাজকতা

চুডাংফা

নরারাজার সঙ্গে যুদ্ধ

তন্মরণান্তে ঐ দেশ ৯ বৎসর পর্য্যন্ত অরাজক হইয়াছিল। পরে তদ্বংশীয় চুডাঙ্গফাকে আনিয়া চরগুয়া স্থানে ১৩৩৩ শকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। ঐ চুড়াঙ্গফা রাজার তিন মন্ত্রী নরার রাজার নিকট গিয়া কহিলেক যে নামদানি রাজ্যে তোমার বংশ কেহ নাই।

নরারাজার পরাজয়

কমতেশ্বরের সহিত মিত্রতা

তৎশ্রবণে নরারাজ সৈন্য পাঠা[৫২]ইলেন; কিন্তু চুডাজফা রাজা তাহারদিগকে নিরাকরণ করিয়া জয়ী হইলেন। অপর তৎকালীন যবনেরা কমতেশ্বরের উপরে দৌরাত্ম্য করিবাতে কমতেশ্বর ঐ আসামের রাজার নিকট সহায়তা যাচ্ঞা করাতে রাজা মাউলুংলুংতাউচ্চাবিন নামক বড় গোহাঞিকে সসৈন্যে পাঠাইয়া তাঁহার সাহায্য করিলেন। বড় গোহাঞি যাবনিক সৈন্যকে নিরস্ত করিয়া করতোয়া নদী পর্য্যন্ত স্বাধীন করিলেন। এ নিমিত্ত কমতেশ্বর ভাজনী নাম্নী আত্ম দুহিতাকে আসাম রাজার সহিত ১৩৪০ শকে বিবাহ দিলেন এবং ১৩৪৬ শকে তিনি স্বর্গগত হইলেন। তাঁহার রাজত্ব ১৪ বৎসর।

চুজাংখাম্‌ফা

পরে তৎপুত্র চুজাঙখাম্ফা রাজা হইলেন। ১৩৫৭ শকে তিনি মৃত্যুপদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার রাজত্ব ১১ বৎসর।

চুফুক্‌ফা

পরে তদ্বংশীয় চুফুক্‌ফা রাজা হইলেন। ১৩৭২ শকে তাঁহার মরণ হইল। তাঁহার রাজত্ব ১৫ বৎসর।

চুনোনফা

[৫৩] তদনন্তর তদাত্মজ চুনেন্‌ফা সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া ১৪০৯ শকে স্বর্গগামী হন। তাঁহার রাজত্ব ৩৭ বৎসর।

চুহান্‌ফা

কচারিরাজার সঙ্গে যুদ্ধ

কচারির পরাজয়

তৎপরে তত্তনুজ চুহান্‌ফা রাজা হইলে তাঁহার অধিকারে কচারি রাজার সহিত ১৪১১ শকে যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে কচারি রাজা পরাভূত হইয়া লংজী নাম্নী কন্যা ও অন্য অন্য অনেক দ্রব্য দিয়াছিলেন। তাইওর্ব্বাল নামক এক ব্যক্তি আহোম জাতীয়কে ধান্য চুরি অপরাধ জন্য ৪ তঙ্কা দণ্ড করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত সে মিচাজ আঞোতা ঞেতে অর্থাৎ রাজার যে মঞ্চগৃহ

তাহা মেরামত কালে ঐ মঞ্চ নির্ম্মাণের বংশখণ্ড দ্বারা ১৪১৩ শকে খুঁচিয়া মারিলেক। তাঁহার রাজত্ব ৪ বৎসর।

চুপিম্‌ফা

চুহুম্ফা

ছুটিয়া ও কচারি জয়

বারভূঞার দেশ আয়ত্তীকরণ

অনন্তর চুপিম্‌ফা রাজা হইলেন তিনিও অন্যায় ও অনীতিকরণ নিমিত্ত পাত্রমন্ত্রী সকলে ১৪১৭ শকে তাঁহাকে সংহারমুদ্রা দেখাইয়া বকতা নামেক গ্রাম হইতে তদ্ভ্রাতাকে আনিয়া রাজ্যাভিষেক করিয়া চুহুম্ফা নামে [৫৪]প্রখ্যাত করিলেন। তিনি পর্ব্বতীয় ঐ নগরে ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪২৪ শকে দিহিঙ্গ নামক স্থানে রাজধানী করিলেন এবং তিনি মহাবলিষ্ঠ হইয়া ছুটীয়া ও কচারি সমুদায়কে জয় করিয়া রটাটামনি পর্য্যন্ত সীমা করিয়া ১৪৫০ শকে তাবৎ বশীভূত করিলেন। অপর উত্তর কোলের বারভূঁয়া সকলকেও বধিয়া তদ্দেশ আয়ত্ত করিলেন। ১৪৫২ শকে কচারি রাজার সহিত ঘোরতর সমর করিয়া ডারছেঙ্গফা নামক কচারি রাজাকে বধ করিলেন। ১৪৫৩ শকাবধি ১৪৫৫ শক পর্য্যন্ত তিন বৎসর তুর্ব্বকের সহিত সংগ্রাম করিয়া শেষে কনচেঙ্গ বড় পাত্রদ্বারা সন্ধি করণছলে বধ করিলেন এবং তাঁহার পুত্রদ্বারা করতোয়া পর্য্যন্ত জয় করিলেন। ঐ সকল যুদ্ধতে ক'একজন দিব্যাঙ্গনা পাওয়াতে তন্নিমিত্তে পিতা পুত্রে কলহ হওয়াতে ১৪৬০ শকে আপন পিতাকে লেহেতিয়া নামক একজন আহোমদ্বারা যষ্টি প্রহারে বধ [৫৫] করিয়া পুত্র রাজা হইলেন। পিতার রাজত্ব ৪৪ বৎসর।

কচারিরাজার সঙ্গে যুদ্ধ; রাজার মৃত্যু

তুর্ব্বকের সঙ্গে যুদ্ধ —করতোয়া পর্য্যন্ত সীমা

চুক্লন্‌ফা 'গড়গাঁও' নগর স্থাপন

পুত্র চুক্লন্‌ফা রাজা হইয়া গড়গ্রাম নামক স্থানে নগর করিলেন। সে নগর আসামের মধ্যে প্রধান স্থান। আর অদ্য ঐ নগরও

প্রাকার অরণ্যস্থলী হইয়াছে। ১৪৭৩ শকে যমালয়ে তাঁহার গমন হইল। তাঁহার রাজত্ব ১৩ বৎসর।

চুখ্ৰুফাং

তদনন্তর তৎসুত চুখ্ৰুংফা রাজা হইলেন। তিনি অতি বলবান হইয়া সংগ্রাম দ্বারা অনেককে বস করিলেন; কিন্তু ১৪৮৪ শকে নরনারায়ণ রাজার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া চরাইখোরোঙ্গ নামক পর্ব্বতে পলায়ন করিয়া রহিলেন। শুক্লধ্বজ মেচাঘার নামক স্থানে ছিলেন। পরে রাজা চুখ্ৰুংফা স্ববিক্রমদ্বারা সকলকে নিরাকরণ করিয়া তাবৎ আয়ত্ত করিলেন।

কোচরাজা নরনারায়ণর সঙ্গে যুদ্ধ—পরাজয়

পুনরায় জয়—রাজ্যপ্রাপ্তি

এবং ১৪৯৮ শকে নগা রাজা ২৬ জনকে বধিয়া লোণপোঙ্গ অর্থাৎ লবণের আকর প্রাপ্ত হইয়া এই নিয়ম করিলেন যে রাত্রে আসামীয় লোকেও দিবসে নগা লোকে [৫৫] লবণ জন্মাইবেক। ১৫২৪ শকে তিনি মৃত্যু পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজত্ব ৫৩ বৎসর।

চুচেংফা—মঙ্গলদৈর সঙ্গে—বিবাহ

পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চুচেংফা রাজা হইলেন। তিনি বিক্রান্ত হইয়া ১৫৩৪ শকে রঘুদেব রাজার কন্যা মঙ্গলদৈ নাম্নীকে বিবাহ করেন। আরো তিনি রাজ্যশাসনের অনেক সুরীতি করিয়া বড় পাত্রের বংশ কাজলিতে বুঢ়াগোহাঞির বংশ জাগিতে, এই দুইজন গোহাঞি নিয়োজন করেন। যে ডিমরুয়ার রাজার বৃত্তান্ত পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে ঐ ডিমরুয়ার মঙ্গলা রাজা ১৫৩৮ শকে শরণাগত হন। তদবধি সে রাজা স্বাধীন হইলেন। ১৫৩৮ শকে পরীক্ষিত নারায়ণ রাজাকে আওরঙ্গজেব বাদশাহের লোকে ধৃত করিয়া লওয়াতে ভ্রাতা বলিনারায়ণ প্রভৃতি শরণাপন্ন হওয়াতে ঐ বলিনারায়ণকে ধর্ম্মনারায়ণ নাম

ডিমরুয়া রাজার দ্বারা প্রভুত্ব স্বীকার

দিয়া দরঙ্গ দেশের রাজত্ব দিলেন। তদবধি ঐ রাজা আমাদের করতলীভূত হইয়াছে। এবং তদ্ভ্রাতা গজনারায়ণকে দেশ বেলতলার রাজত্ব দেন। অদ্য [৫৬] পর্য্যন্ত আসামের মধ্যে দরঙ্গ, বেলতলা, ডিমরুয়া, এই তিন জন রাজা প্রধানের মধ্যে গণিত আছে।

নবাবী সেনার সঙ্গে যুদ্ধ

১৫৩৯ শকে নবাবী সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলেন। ১৫৪৪ শকে গড়গ্রাম নগর পরিপাটীরূপে নির্ম্মাণ করিলেন; এবং কাঁড়ি পানির হাজার সয়ক রাজখোয়া ফুকন বড়ুয়া প্রভৃতি পৃথক ২ নিবন্ধ করিলেন। তাহার বিশেষ রাজ্য শাসন প্রস্তাবে লিখিব।

গজপতি হইবার চেষ্টা বিফল

১৫৪৭ শকে গজপুর নামে এক নগর করিয়া অনেক মত্ত হস্তী সংগ্রহ করিলেন এবং আপনাকে গজপতি নামে খ্যাত হওয়ার বাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে সহস্র হস্তী সম্পূর্ণ করণাসমর্থ হইয়া ক্ষান্ত হইলেন।

যবন সেনার সঙ্গে যুদ্ধ

১৫৫৮ শকে যবনদিগকে নিরাকরণ করিয়া পাণ্ডুনাথ ও সরাই প্রভৃতি স্থান আয়ত্ত করিলেন। পুনর্ব্বার ১৫৫৯ শকে পরাভূত হইয়া কলিয়াবর পর্য্যন্ত গেলেন। ১৫৬০ শকে পুনর্ব্বার ঐ সকল স্থান স্বাধীন করিয়া গুয়া[৫৭]হাটীর রাজ্য শাসন প্রভৃতি নিবন্ধ করিলেন। ১৫৬৩ শকে লোকান্তর গমন করিলেন। তাঁহার রাজত্ব ৩৯ বৎসর।

ছুরুম্ফা অত্যাচারী রাজা সিংহাসন-চ্যুত

পশ্চাৎ তৎপুত্র ছুরুম্ফা রাজা হইলেন। তিনি ১৫৬৬ শকে আপন পুত্রের মৃত্যু হইলে রাণীর কুমন্ত্রণানুসারে সকল ডাঙ্গরিয়া অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত লোকের এক ২ জীবিত বালককে তাহার সহিত কবরে দেবার উদ্যত হইলেন। তাহাতে তাঁহাকে সকলেই সিংহাসন-চ্যুত করিয়া তদ্ভ্রাতা ছুছিংফাকে সিংহাসনে স্থাপন করিল। তাঁহার রাজত্ব ৩ বৎসর।

চুছিংফা সিংহাসন চ্যুত

ঐ চুছিংফা রাজার কনিষ্ঠ পুত্র কুকুরে খোয়াগোহাঞি অনেক লোকের উপর দৌরাত্ম্য করাতে তাঁহাকেও সিংহাসন-চ্যুত করিয়া তাঁহার অন্য পুত্রকে ১৫৭০ শকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল। তাঁহার রাজত্ব ৪ বৎসর। তিনি রাজা হইয়া কুরুয়া বহিয়া মিশ্র বাপুকে লইয়া হিন্দুধর্ম্মাবলম্বন করিলেন। এবং হিন্দু শাস্ত্রানুসারে জয়ধ্বজ সিংহ নামে [৫৮] খ্যাত হইলেন। তদবধি ইন্দ্র বংশীয়েরদের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বন হইল। অপর ঐ মিশ্র বাপুকে আউনিহাটিয়া গোসাঞি নামে খ্যাত করিয়া অনেক বৃত্তি দিলেন। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত তিনি সর্ব-প্রধান হইয়াছেন। আরো যদুবরণ খাওন্দ নামক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়া বেহার হইতে বনমালী গোসাঞিকে আনাইয়া দক্ষিণপাটিয়া গোসাঞি নামে খ্যাত করিলেন। ইহার বিশেষ বিবরণ ঈশ্বরারাধনা বিষয়ে লিখিব।

জয়ধ্বজ সিংহ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বন

চারি সত্র স্থাপন

মুসলমানের আক্রমণ

১৫৮৩ শকে মজুমখাঁ নবাব আসাম দেশ এক বৎসর অধিকার করিয়াছিলেন; পুনর্ব্বার তাঁহাকে নিরাকরণ করিয়া স্বাধীন করিলেন। ১৫৮৫ শকে তিনি মৃত্যু প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজত্ব ১৫ বৎসর।

চক্রধ্বজ সিংহ লাচিতফুকন

পরে তাঁহার পিতৃব্যাত্মজ রাজা হইয়া ১৫৮৬ শকে অভিষেকানন্তর চক্রধ্বজ সিংহ নামে খ্যাত হইলেন। তিনি লাচিৎ বড়ফুকন দ্বারা গুয়াহাটীর গড় ও প্রাকার প্রস্তুত করাইলেন। এবং ১৫৯২ শকে পীড়িত হইয়া আপন মৃত্যু শঙ্কা করিয়া [৫৯] ভ্রাতাকে আনাইয়া নীতি উপদেশ করিয়া রাজ্যাভিষেক করনানন্তর বনমালী গোসাঞিকে আনয়ন পূর্ব্বক হরিনাম স্মরণ করত হরিদাসত্ব লব্ধ হইলেন। তদবধি ঐ গোসাঞি রাজগুরু মধ্যে গণিত হইলেন। ঐ রাজার রাজত্ব ৭ বৎসর।

উদয়াদিত্য সিংহ

তাঁহার ভ্রাতা রাজা হইয়া উদয়াদিত্য সিংহ নামে খ্যাত হইলেন তিনি সামান্য এক বৈরাগির শিষ্য, হইয়া অন্য সকলকে তাহার শিষ্য করাইতে উদ্যত হওয়াতে সকলে বিরক্ত হইয়া ধৃত করিয়া বিসর্জ্জন করিলেক। ঐ বৈরাগিকেও কৃষ্ণার্পণ করিলেক। তাহার রাজত্ব ৪॥০ বৎসর।

রামধ্বজ সিংহ

১৫৯৫ শকে সরুজনা গোহাঞি রাজা হইয়া রামধ্বজ সিংহ নামে খ্যাত হইলেন এবং তিনি লৌহিত্যের নিকট অনেক যজ্ঞ করাইলেন। পরে ডেবেরা বড় বড়ুয়া নামক কুমন্ত্রী একজন গরল প্রদান করিয়া তাঁহাকে যম সদন প্রেরণ করিলেন। তাঁহার রাজত্ব ১॥০ বৎসর। ১৫৯৬ শকে চামগুড়িয়া গোহাঞিকে রাজা নাম দিয়া ঐ ডেবেরা স্বয়ং রাজত্ব করিতে লাগিল। তাহাতে [৬০] তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত রাজাও অসহিষ্ণু হইয়া তাহাকে নষ্ট করার উদ্যোগী হইলেন। ডেবেরা তৎশ্রবণ মাত্র পূর্ব্বে নাশিত রাজার সঙ্গি করিলেক। ১৫৯৭ শকে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার রাজত্ব ১ বৎসর। পরে তুমখুমিয়াকে রাজা করিলেক গুয়াহাটীস্থ ফুকন বড়ুয়া এ সকল অত্যাচার শুনিয়া সকলে একত্র হইয়া উজাইয়া গিয়া ঐ রাজা ও বড় বড়ুয়া দুইজনকেই পূর্ব্ব দুই রাজার সঙ্গি করিলেক। তাঁহার রাজাসনে স্থিতি ত্রিপক্ষমাত্র।

পরে ১৫৯৭ শকেতেই দিহিঙ্গিয়া কোঞরকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। তিনিও আপন মন্ত্রী বুড়া গোহাঞির স্বাতন্ত্র্য দেখিয়া বধোদ্যত হইলেন ; তৎ প্রযুক্ত ১৫৯৮ শকে ঐ গোহাঞি গুয়াহাটী আসিয়া সৈন্যসমেত গিয়া রাজাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া চক্ষু রূপাটন করিলেক। তাঁহার রাজত্ব ১।৩ এক বৎসর তিন মাস।

পরে পর্ব্বতীয় কোঞরকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। তাঁহার ও ৪॥০ বৎসব রাজত্ব করণানন্তর মন্ত্রী সকলে কলহ করিয়া ১৬০১ শকে তাঁহাকে নষ্ট করিল। [৬১]

পরে চামগুরিয়া লরাগোহাঞিকে রাজা করিল। তিনি সকলের উপর দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহাকে টঙ্গালিচেপি অর্থাৎ পট্টরজ্জু দ্বারা গলদেশ বন্ধ করিয়া নিঃশেষ করণানন্তর তুঙ্গ খুজিয়া বুঢ়া রাজাকে রাজা করিলেক। ১৬০৩ শকে ঐ রাজা সিঙ্গরিঘর পাটঘর উঠিয়া অর্থাৎ তাঁহারদের স্বমতানুসারে আসুরিক অভিষিক্ত হইয়া গদাধর সিংহ নামে খ্যাত হইলেন। লরা রাজার রাজত্ব ২ বৎসর।

ঐ গদাধর সিংহ অতি প্রধান রাজা হইলেন। তাহার অধিকারাবধি স্থিররাজত্ব হইল। এবং সৌমার ও কামপীঠ অকণ্টক করিয়া উপভোগ করিতে লাগিলেন। ১৬০৪ শকে কামরূপ স্বচ্ছন্দে স্বাধীন করিয়া স্ব স্ব প্রাধান্য নিবৃত্তি করিয়া কামরূপাধিকারিত্ব বড় ফুকনের প্রতি অর্পণ করিলেন। তদবধি আসামের দুই বিচারস্থান গুয়াহাটী ও গড়গ্রাম সৌমারেশ্বরের স্বাধীন হইল এইক্ষণ [৬২] গড়গ্রামের পরিবর্ত্তে রঙ্গপুর জোড়হাট প্রভৃতি হইয়াছে। ঐ রাজা নির্ব্বিঘ্নে প্রজাপালন করণানন্তর ১৬১৭ শকের ফাল্‌গুনের ১৩ তারিখে স্বর্গগামী হন। তাঁহার রাজত্ব ১৪ বৎসর ৬ মাস।

রুদ্রসিংহ

পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রসিংহ রাজা হইলেন। কনিষ্ঠ পুত্রের বৃত্তান্ত পরে লিখিব। ঐ রাজা সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া প্রজা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এবং জয়ন্তীপুর গড়গ্রামাধিপতির চিরকালীন সৌহার্দ্দ ইত্যাদি রূপ পত্র জয়ন্তীপুরের রাজা লেখাতে ও অন্য ২ স্থান হইতে ও আপন নগরকে গড়গ্রাম অর্থাৎ গ্রামোপাধি দেওয়াতে সে নগর পরিত্যাগ করিয়া রঙ্গপুর নামে উত্তম নগর করিয়া সে স্থান রাজধানী করিলেন। এবং জয়সাগর নামক বৃহৎ সরোবর ১৬২০ শকে খুদিলেন। ১৬২৯ শকে কচারির রাজার সাহায্য কারণ জয়ন্তীপুরের রাজার সহিত যুদ্ধ

'রঙ্গপুর' নগর স্থাপন

জয়সাগর

করিলেন তাহার বৃত্তান্তকচারির রাজার প্রস্তাবে লিখিয়াছি। ঐ রঙ্গপুর নগর তদবধি [৬৩] ১৭০৯ শক পর্য্যন্ত আসামের মধ্যে অতি প্রধান ও মনোরম স্থান ছিল। ইংলণ্ডীয়েরা ব্রহ্মদেশীয়ের দিগকে ঐ দুর্গ হইতে নিরাকরণ করিয়া আয়ত্ত করিয়াছে এবং ইংলণ্ডীয়ের দিগেরও ১৭৫০ শক পর্য্যন্ত ঐ স্থান রাজধানী ছিল; কিন্তু তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অরণ্যের বহুল্য প্রযুক্ত ইংলণ্ডীয়েরা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া জোড়হাট রাজধানী করিয়াছেন।

জয়ন্তীয়া রাজার সঙ্গে যুদ্ধ

রুদ্রসিংহ রাজা অবধি ইন্দ্রবংশীয়ের দিগের পর্ব্বতীয় স্বভাব দূর হইয়া নাগরিক স্বভাব হইল ঐ রাজা আপন সভার অতি পরিপাটী করিলেন। এবং বঙ্গদেশও হিন্দুস্থান প্রভৃতি নানাদেশে লোক প্রেরণ করিয়া নৃত্যগীত বাদ্য ও অন্য ২ তত্তদ্দেশীয় উৎকৃষ্ট দ্রব্য আনাইলেন। তদবধি আসামে নৃত্যগীতের প্রচার হইল এবং সৌমার ও কামপীঠস্থিত দেবালয়ে তত্তৎ কল্পোক্ত পূজার পরিপাটী হইল। ঐ রাজা মহাপ্রতাপী হইয়া আরো অনেক ২ প্রধান কর্ম্ম [৬৪] করিয়াছিলেন সে সকল লেখা বাহুল্য।

আহোম রাজার মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন

তিনি এইরূপে সৌমার ও কামপীঠ নিষ্কণ্টকে ভোগ করিয়া ১৬৩৬ শকের ১৩ ভাদ্র গুয়াহাটী নগরে লোকান্তর গমন করিলেন। তাঁহার মরণের স্থানে অদ্যাপিও রুদ্রেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। তম্মরণানন্তর তাঁহার ৪ চারি পুত্র ক্রমে রাজা হন। তাহার বিবরণ লিখি।

শিবসিংহ গৌরীসাগর

রুদ্রসিংহ রাজার মরণানন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবসিংহ রাজা হইলেন তিনি নামডাঙ্গ নামক স্থানে গৌরী সাগরাখ্য বৃহৎ সরোবর খনন করিলেন তৎকালীন প্রাগ্‌জ্যোতিঃপুরের প্রধান কার্য্যকারক দুবরাবংশোদ্ভব বুঢ়া বড় ফুকন্ ও তদাত্মজ বহিখোয়া তরুণ দুবরা বৃহৎ ফুকন্। ইহারা দুই পিতা পুত্রে ঐ শিবসিংহ

প্রাগজ্যোতিষ-পুরের দেব-মন্দিরের উন্নতি

নৃপাজ্ঞানুসারে কামাখ্যা অশ্বক্রান্ত উমানন্দ প্রভৃতি দেবালয়ের পরিপাটী রূপে মণ্ডপাদি রচনা করিয়া দেন। প্রাগজ্যোতিঃপুরাধিপতির দিগের মধ্যে এই দুই জন হইতে [৬৫] প্রধান কর্ম্মী আর কেহ হইতে পারেন নাই। অদ্যাপিও তাঁহারদিগের ঐ সকল কীর্ত্তি মূর্ত্তিমতী আছে। অপর ঐ শিবসিংহ রাজা দেশান্তর হইতে অনেক ২ উৎকৃষ্ট দ্রব্য আনয়ন করেন।

শক্তি-মন্ত্র গ্রহণ দীক্ষা

আর জেলা নবদ্বীপান্তর্গত শিমলা গ্রাম হইতে কৃষ্ণরাম ন্যায়-বাগীশকে আনিয়া শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করেন। তদবধি রাজগৃহে দুর্গোৎসব ও চণ্ডী পাঠ ও বলিদানাদির প্রচার হইল! ঐ কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ মহাপণ্ডিত ছিলেন; তিনি সমুদায় দেবালয়ের পূজার নিরূপণ করেন অর্থাৎ যোগিনী তন্ত্র ও কালিকা পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে পূজা ও ধ্যান ও স্তবকবচাদি উদ্ধার করিয়া প্রত্যেক দেবতার এক এক পদ্ধতি করিয়া দেন এবং পক্ষে ২ অর্থাৎ সৌর গাণপত্য শৈব শাক্ত বৈষ্ণব দেবালয়ে ২ তত্তৎ পক্ষোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার বিধান প্রস্তুত করিয়া প্রচার করেন এবং ঐ সকল দেবালয়ের ব্রাহ্মণের দিগকে তত্তৎ পক্ষীয় দেবতার মন্ত্র গ্রহণের রীতি প্রবর্ত্তণে। বাস্তবিক তদবধি [৬৬] তন্ত্র-শাস্ত্রানুসারে পূজা ও রাঘুনন্দিনীর স্মৃতির ব্যবহার প্রচলিত হয়। আর তিনি কামাখ্যা দেবালয়ে দুর্গার্চমণিমঞ্জরী নামে দুর্গোৎসবের এক বিধি সংগ্রহ করিয়া দেন। এরূপ বিধি আর অন্য স্থানে দৃষ্ট হয় নাই যেহেতুক তাহাতে দাক্ষিণাত্য নিবন্ধানুসারে লৌহাভিসারে রেবন্ত প্রভৃতি অনেক বিশেষ বিধান আছে।

অপর অনেক ভদ্রলোক তাঁহার নিকট তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। অদ্যাপিও আসাম দেশীয় অনেক ভদ্রলোক তদ্বংশীয়ের শিষ্য। ঐ রাজা তাঁহাকে অনেক ব্রহ্মত্র বৃত্তি

মৃত্তিকা ও মনুষ্য দিয়াছেন। সে সকল অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। আর ঐ ভট্টাচার্য্য প্রথমতঃ আসিয়া নীলাচল পর্ব্বতে বাস করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও সেই স্থানেই তাঁহারদের বাসা আছে। এনিমিত্ত তাঁহারা পর্ব্বতীয় গোসাঞি নামে খ্যাত। অপর ঐ রাজা কামরূপের দেবালয় সকলেতে দেবত্র মৃত্তিকা মনুষ্য ভোগ পূজা সকলের নিবন্ধ করণ পূর্ব্বক তৎ[৬৭] প্রমাণ সূচক তাম্র পত্র করিয়া দেন। অদ্যাপি ঐ সকল সুন্দররূপে দৃঢ় আছে।

আসামে তন্ত্র-মন্ত্রের প্রচার আরম্ভ

আর ফুলেশ্বরী নাম্নী একজন সাধারণ লোকের কন্যা ভুবন-মোহিনী সুন্দরী রাজগৃহের দাসী ছিল দৈবাৎ তাহার রূপলাবণ্যের দ্বারা রাজা বশীভূত হইয়া প্রধানা মহিষী করিলেন। ক্রমে ঐ ফুলেশ্বরী সুচতুরত্ব প্রযুক্ত সমুদায়কে আজ্ঞাধীন করিয়া মহিষী নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বড়রাজা নামে খ্যাতা হইলেন। তাঁহার সহিত রাজার আত্যন্তিক প্রীতি জন্মিল। আর ঐ মহিষীর মুদ্রার এমনি গুণ যে রাজা স্বর্ণরূপ্য মুদ্রাতেও তাঁহার নাম সংযুক্ত করিয়া প্রচলিত করাইলেন তাহার পাঠ শ্রীশ্রীস্বর্গদেব শিবসিংহ নৃপতদ্বল্লভ শ্রীশ্রীফুলেশ্বরী দেবীনাং এবং তাঁহার স্বীয় নামেতেও পৃথক মুদ্রা নির্ম্মাণ করাইলেন তাহার পাঠ শ্রীশ্রীশিবসিংহ নৃপমহিষী শ্রীশ্রীফুলেশ্বরী দেব্যাঃ। তাঁহার নাম প্রমথেশ্বরী ও ছিল। ঐ মহিষী নিঃসন্তানা ছিলেন কিন্তু শেষে মৃত পুত্র একটি প্রসব করিয়া মৃতা হইলেন। পরে[৬৮] রাজা তাঁহার ভগিনীকে মহিষী করিয়া সর্ব্বেশ্বরী নামে খ্যাতা করিলেন। তন্মরণান্তে সলাল বড় গোহাঞির দুহিতৃ কালু-গঞা বড় পাত্রের ঘৈনিয়েক্ অর্থাৎ স্ত্রীকে আনিয়া রাণী করিয়া শ্রীমদম্বিকা নামে খ্যাতা করিলেন। ঐ দুই নামেতেও পূর্ব্বোক্ত রূপে মুদ্রা চলিত আছে;

ফুলেশ্বরী বা প্রমথেশ্বরী

সর্ব্বেশ্বরী

শ্রীমদম্বিকা

যথা শ্রীশ্রীস্বর্গদেব শিবসিংহ নৃপমহিষী শ্রীমদম্বিকাদেব্যাঃ। শ্রীশ্রীসর্ব্বেশ্বরীদেব্যাঃ ১৬৬৬ শকে ৮ আগ্রহায়ণে ঐ রাজা মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহরার রাজত্ব ৩০ বৎসর ২৮ দিন।

প্রমত্তসিংহ

তদনন্তর তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা প্রমত্ত সিংহ সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। রাজা প্রমত্তসিংহ অভিষিক্ত হইয়া প্রমত্ত সিংহের ন্যায় প্রতাপান্বিত হইয়া সম্যক্ রূপে প্রজা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এবং ঐ রাজা কামরূপ পিয়াল অর্থাৎ জরিব করিলেন; কিন্তু রাজস্বের নির্দ্ধারিত করিতে পারিলেন না।

কামরূপ-জরিপ ও রাজস্ব নির্দ্ধারণ

পরে ১৬৭৮ শকে কামরূপ ২৬ পরগণা পৃথক ২ দাখিল খারিজ করিয়া রাজস্বের স্থৈর্য্য করা গেল। ঐ স[৬৯]কল কাগজকে পেড়া কাকত কহে। অদ্যাপি ঐ পেড়া কাকতে লোকের যে পর্য্যন্ত প্রত্যয় হয় এমত কোন সাক্ষী দ্বারা কিম্বা নির্ণয় পত্র দ্বারা গ্রাহ্য হয় না। পেড়া কাকত কহিলে বেদবাণীর ন্যায় মান্য করে। এইক্ষণ ইংলণ্ডীয়াধীন হওয়াতেও ঐ কাগজ অধিক উপকারক হইয়াছে। জমা জমী রাজস্ব বিষয় ঐ কাগজ দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে। ইংলণ্ডীয়েরাও ঐ কাগজকে প্রামাণ্য রূপে গ্রাহ্য করেন। বরং আদালতের তাবৎ মোকদ্দমা প্রায় তদ্দ্বারাই শেষ হইতেছে। উভয় বিবাদী পেড়া কাকতের লিখিত কথার অন্যথা করিতে পারে না। ঐ প্রমত্তসিংহ রাজা বৃদ্ধ ছিলেন; অতএব ১৬৭৩ শকের ৩ আশ্বিনে লোকান্তরে গমন করিলেন। তাঁহার রাজত্ব ৮ বৎসর।

রাজেশ্বর সিংহ

পরে তৎকনিষ্ঠ রাজা রাজেশ্বর সিংহ সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। তিনি যুবা মহারসিক ও বিচক্ষণ ছিলেন। দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র ও পৌত্র প্রভৃতি বান্ধবগণ বেষ্টিত হইয়া পরম সুখে রাজ্য[৭০] ভোগ করিতে লাগিলেন।

রঙ্গপুর নগরের সমৃদ্ধি

তৎকালে রঙ্গপুর নগর ধনধান্য রাজলক্ষ্মীতে পরিপূর্ণ হইল। সতত রাগরঙ্গ নৃত্য গীত

মৃগয়া করিয়া অকুতোভয় হইয়া কালযাপন করিলেন। আরো তিনি পারসী ও নাগরী বাঙ্গলা আহোম এই কএক প্রকার অক্ষরে মুদ্রা নির্ম্মিত করিয়া প্রচলিত করাইলেন এবং ঘোরঘটা পূর্ব্বক মণিপুরের রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি আসাম রাজার সহিত মণিপুরের রাজার আত্যন্তিক সৌহার্দ্দ্য হইল।

মণিপুর রাজার সঙ্গে মিত্রতা

ঐ রাজা পর্ব্বতীয় গোসাঞিের শিষ্য হইয়া তন্ত্রানুসারে পূজক হইলেন এবং কুমারী ভোজনাদি শাক্তের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেন। অপর তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিঃপুরে প্রবেশ করণানন্তর ৺কামাখ্যাদেবীকে দর্শন করিয়া অনেক ২ স্বর্ণ-রজত পাত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বকতিয়াল বড়বড়ুয়া ছিলেন; কিন্তু এমত কথিত আছে যে ঐ মন্ত্রী গোপনীয় রূপে ঔষধের সঙ্গে বিষ প্রদান করিয়া রাজাকে লোকান্তরে বিদায় করেন। এইরূপে [৭১] ১৬৯১ শকে তিনি পরলোক গামী হইলেন। তাঁহার রাজত্ব ১৮ বৎসর।

শোচনীয় মৃত্যু

তন্নিধনান্তে রাজত্বের কারণ কিঞ্চিৎ বিরোধ হইয়াছিল। তাহার স্থূল এই যে ঐ রাজেশ্বর সিংহের প্রধান কুমার বড়জনা গোহাঞি দেও ছিলেন। তন্মরণান্তে তিনি রাজা হইবেন এমত শঙ্কা করিয়া বকতিয়াল বড়বড়ুয়া ফক্কিকা দিয়া শয়ন করিতে পাঠাইলেন। রাজার পঞ্চত্বানন্তর ঐ শবকে বস্ত্রাবৃত করিয়া প্রকাশ করিল যে, স্বর্গদেব শয়ন করিয়াছেন। তৎকালে হঠাৎ রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মী সিংহকে আনিয়া সিংহাসনে স্থাপন করিলেক। পরে রাজপুত্র ভগ্ননিদ্রা হইয়া অনেক যত্ন করিলেন কিন্তু তাঁহার সে সকল উদ্যোগ নিদ্রার সঙ্গেই মহানিদ্রাপ্রাপ্ত হইল। লক্ষ্মীসিংহ রাজা হইয়া রাজ্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার

লক্ষ্মীসিংহ

অধিকারে অনেক উপপ্লব ও রাজবিগ্রহ জন্মিল। তাহার কারণ এই যে ঐ বকতিয়াল বড়বড়ুয়ার মন্ত্রণাক্রমে [৭২] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আত্মজ সকলকে নাসিকা ও কর্ণ ছেদন ও চক্ষুরুৎপাটন করিয়া নগর বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহারাই স্থানে ২ গিয়া বিপক্ষ পক্ষপাতী হইয়া উপদ্রব করিতে লাগিলেন। তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। পূর্ব্বে ছুকাফা রাজা আশ্রমে আসিয়া থামিথুমামন্থ্যাণের কন্যা বিবাহ করিয়া বশীভূত করিয়াছিলেন, এমত লিখিয়াছি। ঐ মরাণ লোককে পরে দেশ নির্ব্বন্ধ করাকালে বুঢ়া রাজার অধিকারে হাতি ছুঙ্গী কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন অর্থাৎ হস্তীর ঘাস ছেদন নিমিত্ত নিয়োজন করিলেন। তদবধি তাহারা বিমনা ছিল; পরে লক্ষ্মী সিংহ রাজার মন্ত্রী ঐ বকতিয়াল বড়বড়ুয়া খোরামরাণ নামক এক ব্যক্তিকে নিরর্থক দণ্ড করাতে সে গিয়া আরিমত্ত রাজার গড়েতে প্রাপ্ত এক পুস্তকানুসারে আসুরিক পূজা করিয়া তাহার স্ত্রী রাধার দেওজকাই অর্থাৎ দেবতা আবির্ভাব করিয়া ঐ স্ত্রীকে [৭৩] রাধারুক্মিণী নামে প্রসিদ্ধা করিয়া সকল মরাণ জাতীয় একত্র হইয়া রাজা রুদ্র সিংহের এক পুত্র বড়গোহাঞি দেও নামে, যিনি ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে সম্মুখে করিয়া রাজত্ব দিব এমত আশ্বাস দিয়া সকল স্বাধীন করণানন্তর রাজা লক্ষ্মী সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ঐ খোরার পুত্র রমাকান্ত নামককে রাজাসনে উপবিষ্ট করাইলেক। কিছুকাল পরে দেশস্থ লোক মিলিত হইয়া তাহারদিগকে নিরাকরণ করিয়া ১৬৯২ শকে পুনর্ব্বার লক্ষ্মী-সিংহকে সিংহাসনোপবিষ্ট করাইয়া সেবা করিলেক। তিনি রাজত্ব করিয়া ১৭০২ শকের ৩০ পৌষে মৃত্যু প্রাপ্ত হন; তাঁহার রাজত্ব ১১ বৎসর। ৭ মাস ২০ দিন। ঐ লক্ষ্মী সিংহ রাজা পর্ব্বতীয় গোসাঞির শিষ্য ছিলেন না, কিন্তু রমানন্দাচার্য্য নামক এক আসামদেশীয় পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। তিনি রাজা হইবাতে

রাজ বিগ্রহ

মরাণ বিদ্রোহ

পর্ব্বতীয় গোসাঞিঁর সম্ভ্রমের ন্যূনতা হইয়া ঐ আচার্য্য রাজ-গুরুস্বরূপে প্রসিদ্ধ [৭৪] হইয়া বুর্দ্ধিফু হইলেন। তদবধি তদ্বংশীয়েরা রাজগুরুস্বরূপে খ্যাত হইলেন। লক্ষ্মী সিংহ রাজা বর্ত্তমান থাকিতে স্বপুত্র গৌরীনাথ সিংহকে শাস্ত্রানুসারে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যুবরাজ নামে খ্যাত করিলেন। পিতার মরণান্তে ঐ যুবরাজ রাজা হইলেন।

গৌরীনাথ সিংহ

ঐ গৌরীনাথ সিংহ রাজা আপন পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হিন্দুশাস্ত্রানুসারে অতিশয় ঘটা-পূর্ব্বক করিলেন। তিনি অত্যুগ্র স্বভাব ও দানশীল ছিলেন। এবং তাঁহার অধিকারে অধিক উপদ্রব ঘটিল। ১৭০৯ শকের

মরাণ বিদ্রোহ

মাঘ মাসে পূর্ব্বোক্ত মরাণ লোক পুনর্ব্বার সংগ্রাম করিয়া রঙ্গপুর নগর আক্রমণ করিয়া রঙ্গপুরে ভরথিমরাণ নামক ব্যক্তিকে রাজাসনে নিবিষ্ট করাইলেক এবং বেঙ্গমারা নামক স্থানে তাহারদেরি এক জন সর্ব্বানন্দ নামে রাজা হইলেন। এবং কৃষ্ণপাদপরায়ণ ভগদত্ত কুলোদ্ভব ভরত সিংহ নৃপস্য সর্ব্বানন্দ সিংহ নৃপস্য এই[৭৫]রূপ নামে মুদ্রা প্রচলিত করিলেন। এইক্ষণও ঐ মরাণের গোষ্ঠী দিবরু নদী অবধি মরাণের হাবি নামে খ্যাত স্থান আছে। কিন্তু তাহারা ইংলণ্ডীয়েরদের অধীনতা সুন্দরমতে স্বীকার করিয়াছে। ঐ

কেপ্‌টেইন ওয়া-লিসের সহায়তায় বিদ্রোহ দমন

রাজা গৌরীনাথ সিংহ পলায়ণ পরায়ণ হইয়া নগাঞ গুয়াহাটী পর্য্যন্ত আইলেন এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সহায়তা যাচঞা করাতে কাপ্তান ওয়ালিস সাহেবকে সসৈন্যে প্রেরণ করিয়া বিপক্ষ বিদলন পূর্ব্বক রাজধানীতে স্থাপন করিলেন। ঐ উপদ্রবে এতদ্দেশীয় অসংখ্য লোক নষ্ট হইল। তদবধি আসাম রাজ্য জনশূন্য অরণ্য-প্রায় হইয়াছে। এবং রাজাও দুর্ব্বল নির্ধন হইলেন। গৌরীনাথ সিংহ রাজা রঙ্গপুরে গিয়া তথাকার প্রাকার বৃহৎ কিন্তু সৈন্যের ন্যূনতাপ্রযুক্ত বাস করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার প্রধান মন্ত্রী

জোরহাট নগর স্থাপন

পূর্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঞিঞর মন্ত্রণা ক্রমে পিচৈ নদীর তীরে জোতহাট নামক স্থানে বাস করিলেন। সে স্থানে কতিপয় বৎসর[৭৬] বাস করিয়া ১৭১৭ শকে শ্রাবণ মাসে রক্তপিত্ত রোগগ্রস্ত হইয়া শমন ভবন গমন করেন। তাঁহার রাজত্ব ১৫ বৎসর। ঐ রাজা অপুত্রক ছিলেন একারণ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বুঢ়াগোহাঞি কমলেশ্বর সিংহকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। এই ক্ষণে ঐ কমলেশ্বর সিংহের বিবরণ স্থূল রূপে লিখিব।

রাজা গদাধর সিংহের দুই পুত্র ছিলেন জ্যেষ্ঠ রুদ্রসিংহ রাজা হইলেন, এমত পূর্ব্বে লিখিয়াছি ঐ রাজার যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন তাঁহার সঙ্গে পরস্পর আত্যন্তিকীপ্রীতি ছিল, তাহাতে অমাত্যেরা সতত সতর্ক থাকিত। অতএব উভয়ের বিদ্বেষ জন্মানের নিমিত্তে চেষ্টিত হইয়া দমনক করটক কর্ত্তৃক যেরূপ সিংহ বৃষভের সুহৃদ্ভেদ হইয়াছিল, তদ্রূপ খলবৃত্তি আরম্ভ করিয়া উভয়ের বিদ্বেষ জন্মাইল অর্থাৎ রাজাকে কহিল যে ভ্রাতা সিংহাসনাক্রমণে উদ্যোগী হইয়াছেন। ভ্রাতাকে কহিল যে রাজা তোমাকে নষ্ট করিবেন। [৭৭] অগত্যা পিশুন জন দুর্ব্বাক্য দহন দ্বারা হৃদি সম্পাদিত প্রীতিবল্লী দগ্ধা হইল।

কমলেশ্বর সিংহ

তৎপ্রযুক্ত ভ্রাতাকে নগর হইতে দূর করিয়া নামরূপ নামক স্থানে বিদায় দিলেন। কতিদিনান্তে রাজার অজ্ঞাত রূপেই তাঁহার চক্ষুরুৎপাটন করিলেক। তাহার পৌত্র দিঘলা গোহাঞি নামক একজন মোয়ামরিয়ার যুদ্ধ কালে পূর্ব্বোক্ত প্রধান মন্ত্রীর সহিত ছিলেন, তৎ প্রযুক্ত ঐ দিঘলা গোহাঞির পুত্র কমলেশ্বর সিংহকে আনিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন; কিন্তু সর্ব্ব প্রাধান্য ঐ মন্ত্রীরই হইল। এবং ঐ বুঢ়াগোহাঞি অতি বিচক্ষণ নীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ভগ্নদেশে অতি যত্ন পূর্ব্বক পুনর্ব্বসিত করার নিমিত্ত চেষ্টিত হইলেন, তৎকালে প্রজাগণের অতিসুখ হইল। তিনি ইংলণ্ডীয় পরিচ্ছদ পরি-

ধান করাইয়া কতক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং পাশ্চাত্য সেপাহীও বেতনদ্বারা অনেক রাখিলেন। অপর ঐ মন্ত্রী যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত পত্র দিয়াছেন অথবা [৭৮] কোন বিষয় যে কোন নিদর্শন পত্র দিয়াছেন তাহা ইংলণ্ডীয়েরা উচ্ছেদ করেন নাই বরং অধিক রূপে মান্য করেন। ঐ রাজা কমলেশ্বর সিংহ ১৭৩২ শকের মাঘ মাসে মৃত্যু প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজত্ব ১৫ বৎসর।

চন্দ্রকান্ত সিংহ

কমলেশ্বর সিংহের মরণান্তে তদ্ভ্রাতা শ্রীযুত রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ ঐ মন্ত্রী কর্ত্তৃক রাজাসনে স্থাপিত হইলেন। এই পর্য্যন্ত ইন্দ্রবংশীয়ের রাজত্ব সমাপন হইল। বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধিঃ অতএব যেরূপ বিপরীত বুদ্ধি হইয়া নষ্ট হইলেন তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি।

ঐ রাজা শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত সিংহ মুষলাগ্রীয় বুদ্ধিবশিষ্ট ও নীচনিরত ও অল্প বয়স্কতা প্রযুক্ত কতকগুলি সামান্য লোকের সহিত সতত আলাপ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্ত যে যাহা কহে তাহাই ভদ্রাভদ্র বিবেচনা না করিয়া গ্রহণ করেন। অতএব নীচ লোকেরা এইমত প্রবৃত্তি [৭৯] লওয়াইতে লাগিল যে স্বতন্ত্র না হইলে কিরূপ রাজ শব্দ বাচ্য হইতে পারে? অতএব ঐ বুঢ়াগোহাঞিকে বধ না করিলে স্বাতন্ত্র্য হয় না। এ মত স্থির করিয়া ১৭৩৬ শকে ভূতরপুতেক্ প্রভৃতি কতক লোক সমেত ঐ মন্ত্রীর বধোদ্যোগ করিলেন। কিন্তু বুঢ়াগোহাঞি তৎশ্রবনে ক্রুদ্ধ হইয়া কুমন্ত্রণাকারিদিগের শ্রবণ ও নয়ন উৎপাটন করিয়া প্রাণান্ত দণ্ড করিয়া যথাযোগ্য শাস্তি দিলেন। তদবধি রাজার ও মন্ত্রীর আন্তরিক প্রধান বিরোধ উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ ঐ রাজার ভগিনীকে মন্ত্রীর পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিল। তাহাতে উভয়েই কুকর্ম্মে নিরত হওয়াতে পরস্পর কলহ হইল। তাহাতে মন্ত্রীপুত্র রাজভগিনীকে তাড়না করিয়া পিতামাতার নাম উল্লেখ করিয়া জঘন্য

গালি প্রদান করাতে তিনি ক্রুদ্ধা হইয়া রাজ গৃহে থাকিলেন। রাজা জননী ও ভগিনীর কথাক্রমে প্রায় কর্ম্ম করেন সুতরাং "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী" হইল। বিশেষতঃ [৮০] ঐ রাগজন্য জননী ভগিনী দুই জনেই সতত বিবাদ বৃদ্ধির চেষ্টিতা হইল অতএব একর্ম বিরোধের অতিশয় পুষ্টিকারক হইল। তদবধি মধ্যে ২ ক্ষুদ্র বিরোধ উপস্থিত হইতে লাগিল, সে সকল লিখনানাবশ্যকতা। কিন্তু ঐ সকল, ক্ষুদ্র বিরোধেই মহানর্থের হেতু হইল। যেহেতু—

স্বল্পানামপিজন্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তেহপি হি দন্তিনঃ॥

ফলিতার্থ, রাজপক্ষপাতি লোককে মন্ত্রী নষ্ট করেন, তৎ পক্ষপাতিকে রাজা নষ্ট করেন।

পরে দ্বারাম্বয়োদধিরজনীকর সেনাপতি বড়ফুকনাত্মজ বদনচন্দ্র বড় ফুক্কন, যিনি প্রাগ্‌জ্যোতিঃপুরাধিপত্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি রাজপক্ষপাতি লোক, এমত শঙ্কিতচিত্ত হইয়া তদ্ধরণার্থে পর্ব্বতীয় ফুক্কন নামক একজন বুঢ়া গোহাঞি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইল। কিন্তু ফুক্কন ঐ সমাচার পূর্ব্বেই শ্রুতমাত্র ১৭৩৭ শকে পলায়ন-পরায়ণ হইয়া প্রাণ বাঁচাইয়া তৎপ্রত্যুপকার দানে চেষ্টিত [৮১] হইলেন। বুঢ়াগোহাঞি পুনশ্চ তদ্ধরণার্থে অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু সে সকল বিফল হইল।

বদনচন্দ্র বড়-ফুকন

ঐ ফুকন প্রথম মুরশিদাবাদে গিয়া জগৎ শেঠের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতা গেলেন। সেস্থানে আত্মকর্ম্ম সিদ্ধির কোন লক্ষণ না দেখিয়া শ্রীহট্টের পথে ব্রহ্মদেশে গিয়া রাজার পক্ষ হইতে মন্ত্রীকে নষ্ট করার কারণ আবার রাজার নিকট সহায়তা যাচ্ঞা করিলেন। ব্রহ্মরাজা তাহা স্বীকৃত হইয়া কতক সৈন্যসমেত ফুকনকে আসামে প্রেরণ করিলেন। তিনি ব্রহ্মরাজ দত্ত সৈন্যসমভি-

ব্যাহারে আসামে পহুঁছিয়া জয়পুর প্রভৃতি স্থান আক্রমণ করিলেন। তৎকালীন বুঢ়াগোহাঞি পীড়িত ছিলেন। তৎপ্রযুক্ত যুদ্ধে স্বয়ং গমনাসমর্থ হইয়া অন্য সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। দৈবের লিখিত কখন খণ্ডন হয় না অর্থাৎ ১৭৩৮ শকে তিনি মৃত্যুপ্রাপ্ত হন। তাহাতেই সকল উদ্যোগ বিফল হইল। রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ সকল লোকের [৮২] অনুরোধ রক্ষার্থে তৎপদে তৎপুত্র রুচিনাথকে নিযুক্ত করিয়া মৌখিকী প্রীতি প্রকাশ করিলেন।

ব্রহ্মদেশীয়ের সঙ্গে যুদ্ধ

ব্রহ্মদেশীয়ের সহিত কএকবার যুদ্ধ হইল। ঐ ফুকন অগ্রসর হইয়া কহিলেন যে তোমরা যে রাজার আজ্ঞাতে আসিয়াছ, আমিও তদাজ্ঞানুসারে আসিয়াছি। এমত শুনিয়া সৈন্যেরা যুদ্ধ ত্যাগ করাতে তিনি অপ্রয়াসে জোড়হাট নামক স্থান আক্রমণ করিলেন। বুঢ়াগোহাঞি পলাইয়া গুয়াহাটী আইলেন। ঐ ফুকন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাতে রাজা তাঁহাকে মন্ত্রী বড়ফুকন নামে খ্যাত করিলেন। এবং তদ্বংশীয় এক কন্যাকে ব্রহ্মরাজার নিমিত্তে প্রদান করিয়া অনেক ২ ধনাদিদ্বারা ব্রহ্মদেশীয়েরদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। ঐ মন্ত্রী বড়ফুকন গুয়াহাটী আক্রমণ নিমিত্ত উদ্যোগ হইলেন।

ঐ গুয়াহাটী স্থানে বুঢ়াগোহাঞির পুত্রেরা আসিয়া রাজা রাজেশ্বর সিংহের পুত্র বড়মুরাগোহাঞি তৎপুত্র ব্রজনাথ কুমারকে জেলা রঙ্গ[৮৩]পুরের অন্তঃপাতি চিলমারি হইতে নেওয়াইয়া যুদ্ধোদ্যোগী হইল। তৎশ্রবণে রাজার জননী এই পরামর্শ করিলেন যে বুঢ়াগোহাঞির পুত্রের বৈরী বড়ফুকন; তাহাকে নষ্ট করিলে বিবাদ ভঞ্জন হইবে। এমত কুমন্ত্রণা করিয়া ঐ ফুকনকে ছল করিয়া নষ্ট করাইলেন। কিন্তু সে সকল কেবল আত্মনাশের বীজমাত্র হইল। যেহেতুক, ভগ্নাস্বেহেশ্চয়ামৈত্রী নসা কল্যাণদায়িকা, শেষ তাহাই হইল।

বুঢ়াগোহাঞির পুত্রেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া জোড়হাট আক্রমণ

করিবাতে রাজা সে স্থান হইতে রঙ্গপুর নগর আশ্রয় করিয়া থাকিলেন। তৎকালে ঐ গোহাঞির চতুর্থ পুত্র ঢেকিয়াল ফুকন রঙ্গপুরে রাজ নিকটে গিয়া সন্ধি করণ চ্ছলে জোড়হাটে আসিয়া কতক দিবস থাকিয়া ১৭৩৯ শকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া কর্ণ ছেদন করিলেন। এবং ঐ ব্রজনাথ কুমারের পুত্র ,শ্রীযুত পুরন্দর সিংহকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। কর্ণচ্ছেদন করার [৮৪] আবশ্যকতা এই যে অঙ্গহীন ব্যক্তি রাজ যোগ্য হয় না।

ঢেকিয়াল ফুক্কন

পরে ব্রহ্মরাজা তৎ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সৈন্য প্রেরণ করিয়া ১৭৪০ শকে রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহকে রাজাসনে স্থাপিত করিলেন। পুরন্দরাদি কলিকাতা গিয়া শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের স্থানে সহায়তা যাচ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাহা বিফল হওয়াতে তদ্রূপ স্থকিত থাকিলেন।

রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রহ্ম রাজার নিকট যে কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন তিনি ব্রহ্মরাজ-বল্লভা হইয়া আপন ভ্রাতার রাজত্বের প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে তিনি সম্মত হইয়া মিঙ্গী মাহপাণ্ডুলা মিঙ্গী মাহাতেলিয়া প্রভৃতি সেনাপতি প্রেরণ করিয়া ১৭৪৩ শকে চন্দ্রকান্ত সিংহকেও নিরাকরণ করিয়া ঐ কন্যার ভ্রাতা যোগেশ্বর সিংহকে রাজা করিয়া ব্রহ্মদেশীয়েরা রাজ্য শাসন করিতে লাগিল। পরে মণিপুর, হেড়ম্ব রাঙ্গুন অঞ্চলে ইংলণ্ডীয়েরদের সহিত ব্রহ্ম দেশীয়ের বিরোধ হওয়াতে ইংলণ্ডী[৮৫]য়েরা ১৭৪৬ শকে আসাম দেশ হইতে ব্রহ্মদেশীয়ের-দিগকে দূর করিয়া স্বাধীন করিলেন। তাহার বিশেষ বিবরণ কলিকাতার সমাচার পত্রে সুন্দর রূপে বিবৃত আছে। একারণ লেখা নিষ্প্রোয়োজনক। রঙ্গপুরের দুর্গ ইংলণ্ডীয়েরা আয়ত্ত করিয়া যোগেশ্বর সিংহকে জেলা রঙ্গপুরের পূর্ব্ব উত্তর অঞ্চলের যোগীঘোপা স্থানে রাখিলেন। তিনি ১৭৪৭ শকের

যোগেশ্বর সিংহ

কার্ত্তিক মাসে ওলাউটা রোগগ্রস্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ সরকার হইতে প্রতি মাসে প্রাপ্ত ৩০০ শত তঙ্কা দ্বারা জীবনোপায় কল্পনা করিয়া কলিয়াবর নামক স্থানে আছেন রাজা পুরন্দর সিংহের হস্তে পূর্ব্বীয় রাজার সঞ্চিত ধন অনেক আছে এমত সুন্দর ব্যক্ত হওয়াতে তাঁহাকে সরকার হইতে কিছু দেওয়া যায় নাহি। তিনি সঞ্চিত ধন ভক্ষণ করত গুয়াহাটী আছেন। এই পর্য্যন্ত রাজ বিবরণ সমাপন করিলাম। এইক্ষণে রাজশাসন ও অন্য ২ বিবরণ ক্রমে লিখিব। ইতি

প্রথম খণ্ডং সমাপ্তং। [৮৬]

শ্রীশ্রীকামাখ্যা।

আসাম বুরঞ্জি।

দ্বিতীয় খণ্ড।

রাজ্যশাসন বিষয়ক।

আসাম দেশের রাজ্যশাসনের রীতি অন্য ২ দেশের রীতি হইতে বিভিন্না এইক্ষণ যদ্যপিও এইদেশ ইংলণ্ডীয়াধীন হইয়াছে তথাপি পূর্ব্বের রীতি অনেক চলিতা আছে কেবল লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড যে ছিল অর্থাৎ নাসিকা ও কর্ণ ছেদন ও চক্ষুরুৎপাটন এ সকল রহিত হইয়াছে এবং মালগুজারির তহশীল ও আদালত বিষয়ে পূর্ব্বের যে নিবন্ধ ছিল ইংলণ্ডীয়েরা প্রায় তাহাই স্বীকার করিয়াছেন অতএব তাহার স্থূল তাৎপর্য্য লিখা আবশ্যক যেহেতুক যে কোন ব্যক্তি এদেশে কর্ম্ম করণেচ্ছুক হইবেন তিনি তদ্বিশেষ [১ক] জ্ঞাত না হইতে পারিলে তৎকর্ম্মে নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারিবেন না, অপর ইংলণ্ডীয়েরা পূর্ব্বরীতি অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করেন না অতএব যে সকল রীতি লিখিলে এইক্ষণে লোক কর্ম্মোপযুক্ত হইতে পারে তাহা এবং সকল লোকের যাহা জ্ঞাত হওয়া অত্যাবশ্যক তাহাও লিখিব। এবং ইংলণ্ডীয়েরা যে ২ রীতি পরিবর্ত্ত করিয়া নূতন রীতি স্থাপনা করিয়াছেন তাহারও তাৎপর্য্য লিখিব।

রাজস্ব বিষয়ক।

প্রথমতঃ রাজস্ব গ্রহণের রীতির অনেক বৈপরীত্য হইয়াছে অর্থাৎ মৃত্তিকার উপর প্রায় রাজস্ব ছিল না কেবল মাসুলের উপর অনেক টাকা তহশীল হইত সে সকল মাসুল গ্রহণের অনেক প্রকার রীতি ছিল সে সকল লেখা অনাবশ্যক ফলতঃ সে সকল নিরর্থক লোক কষ্টদায়কত্বপ্রযুক্ত ইংলণ্ডীয়েরা প্রায় রহিত

করিয়াছেন কেবল হাদিরাচৌকীতে কতক জিনিসের উপর মাসুল রাখিয়াছেন [২] অনুমান হয় মহাজনেরা গবরণমেণ্টে বিচারার্থী হইলে তাহাও রহিত হইবে।

আসামে মনুষ্যের উপর রাজস্ব পূর্ব্বে লাগিত স্থানবিশেষে তিনজন স্থান বিশেষে চারিজন মনুষ্য এক গোটপাইক নামে গণিত হইত। আসাম রাজার বেতনগ্রাহী ভৃত্য ছিল না কেবল ঐ সকল পাইক লোক খাটিত তাহারদের খতিয়া অর্থাৎ গএর-হাজীর হইলে রাজা প্রতিগোট ৩ টাকা করিয়া বার্ষিক ধন গ্রহণ করিতেন কাটখতিয়া অর্থাৎ এতাবতা লোক না খাটাইয়া কেবল ধন লওয়া যাইবেক এমতপ্রকার রাখিয়া ধন লইতেন ফলতঃ যত মনুষ্যের আবশ্যক হইত ততই খাটাইতেন অবশিষ্ট লোকের স্থানে ধন লইতেন ইহার অনেক প্রকরণ আছে সে সকল লেখা গ্রন্থবাহুল্যজনক। আসামেতে যে লোকের শারীরিক রাজস্ব নাই তাহাকে চমুয়া কহে অর্থাৎ স্বতন্ত্র। তাহা হইলেই ভদ্র-লোকের শ্রেণিতে গণিত হয় ঐ পাইক লোক উর্ব্বরা মৃত্তিকা ৩ পুরা ও ২ পুরা করিয়া [৩] প্রত্যেক মনুষ্যে পায় তাহারি পরিবর্ত্তে শারীরিক রাজস্ব দেয় ঐ রাজস্বকে গাধন কহে এইক্ষণ ইংলণ্ডীয়েরা তদ্রূপ গাধন দ্বিগুণ করিয়া তহশীল করিতেছেন এবং সরকারের কর্ম্মের নিমিত্তে যত লোকের আবশ্যকতা হয় খাজানাতে মুজুরা দিয়া ততলোক খাটান যায়। মৃত্তিকার এই নিয়ম পাইক লোকের প্রাপ্তব্যা যে মৃত্তিকা তাহা দিয়া যে ভুমি উদ্বৃত্তা হয় তাহাকে উবারমাটি কহে কেবল তাহারি পৃথক্ রাজস্ব গ্রহণ করা যায় কামরূপে পাইক লোকের গামাটী অর্থাৎ শারীরিক রাজস্ব দানের নিমিত্তে যে মৃত্তিকা তৎব্যতিরেক তৎ-সংখ্যক স্থানে ২ সার্দ্ধভাগ জমা মাটি পায় অর্থাৎ পৃথক্ জমা গ্রহণ করিয়া মৃত্তিকা দেওয়া যায় তদ্বহির্ভূত যে মৃত্তিকা তাহা উবার রূপে গণিত হয় তাহার রাজস্বের নিয়মের ইতর বিশেষ আছে।

অপর বামুন ভালমানুহিয়া জমা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকেরা রাজ নিকট হইতে কতক ২ জমা [৪] মাটিপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার বিশেষ এই যে উবার মাটির রাজস্বের যে নিরিখ তাহা হইতে ন্যূন নিরিখ লওয়া যায় তদ্ব্যতিরেকে দেবত্র, ব্রহ্মত্র, নানকার, অর্থাৎ শূদ্রোদ্দেশ্যক দান, ধর্ম্মত্র অর্থাৎ ধর্ম্মোদ্দেশ্যক দান ধর্ম্মত্র ব্রহ্মত্রের বিশেষ এই যে ব্রহ্মত্র কেবল ব্রাহ্মণেতেই বর্ত্তে ধর্ম্মত্রেতে শূদ্রও আছে। এই সকল পৃথক আছে। পূর্ব্বে এই সকলের রাজস্ব ছিল না কিন্তু ব্রহ্মদেশীয়েরা যুদ্ধের ব্যয়ের কারণ কিছু ২ লইয়াছিল তন্নিমিত্ত ইংলণ্ডীয়েরাও কিছু ২ লইতেছেন।

ভূমির প্রমাণ সপ্তহস্ত এক বিতস্তি চতুরঙ্গুলি পরিমিত যে একটার অর্থাৎ নল তাহার ২০ নল দীর্ঘ ২০ নল প্রস্থ হইলে এক পুরা কহে।

মৃত্তিকার উপর রাজস্বের নিয়ম কামরূপে স্থানে ২ প্রত্যেক পুরা জমামাটি /১৫ /৫ /১৬ পূর্ব্বে ছিল এইক্ষণে ৶ ।/০ ।০ ॥০ । উবার মাটি ১ টাকা দক্ষিণ কূলে ১ টাকা উজান আসামে ১ টাকা দরঙ্গে ১।০ টাকা নিষ্কর মৃত্তিকাতে ।/০ আনা কর লওয়া [৫] যায় কেবল হৈমন্তিক ধান্য যে মৃত্তিকায় জন্মে তাহার উপরও নিরিখ তৎপর বাও ধান্যের মৃত্তিকাতে তদর্দ্ধ। ফরিঙ্গতি অর্থাৎ আউস ধান্যে শালির তৃতীয়াংশ লওয়া যায় তদ্ব্যতিরেক ইক্ষু প্রভৃতি কোন প্রকার মৃত্তিকার রাজস্ব নাই।

নিষ্কর পাইক অর্থাৎ দেবতা ব্রাহ্মণোদ্দেশ্যে নিযুক্ত পাইক লোকের রাজস্ব। দেবত্রের প্রত্যেক পাইক ২ টাকা ব্রহ্মত্রের প্রত্যেকে ৫ টাকা লওয়া যায় কেবল ধর্ম্মত্রের পাইকের মৃত্তিকা নাই এ প্রযুক্ত ১৮০০ পাইকের রাজস্ব সদরের চিটী অনুসারে পরিত্যাগ করা গিয়াছে।

কামরূপে খরিকাটানা অর্থাৎ পাকস্থানের রাজস্ব একটা লওয়া যাইতেছে ফলতঃ রাজস্ব নহে তাহাও ব্রহ্মদেশীয়েরা যুদ্ধ-

ব্যয়ার্থে লইয়াছিল তদুপলক্ষ্যে এইক্ষণও লওয়া যাইতেছে বাস্তবিক অন্য ২ স্থান হইতে মৃত্তিকার ন্যূন নিরিখ এ কারণ তাহা রহিত করা যায় নাই যদ্যপি অন্য ২ স্থানের মত ১ টাকা করিয়া ভূমির কর [৬] লওয়া যায় তবে নিশ্চয় তাহা রহিত হইবেক ও খরিকাটানার চারিপ্রকার নিরিখ যে তিন হল অথবা ততোধিক হলবাহন করে তাহার ৩ টাকা দুই হল ২ টাকা এক হল ১ টাকা তন্ন্যূন ।।০ টাকা এইরূপ লওয়া যায়। পতি-পুত্ররহিতা বিধবার এককালে পরিত্যাগ করা গিয়াছে।

কামরূপে মৌজাওয়ারি রাজস্বের নিরূপণ আছে উজান আসামে কেবল খেলে অর্থাৎ একদল লোক একটা সংজ্ঞাতে গণিত হইত অধোলিখিত যে সকল খেল ইহারা রাজসভাস্থ একারণ ইহারদের শারীরিক রাজস্ব নাই কাঁড়িপাইক সংজ্ঞাতে যে সকল খ্যাত তাহারদের জনাজাত রাজস্ব লওয়া যায় অর্থাৎ জন্মিবামাত্র রাজস্ব লাগে তাহার নিয়ম ১৫ বৎসর অবধি ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত লওয়া যায় আর অধোলিখিত চামুয়া যে সকল খেল লিখা গেল ইহারাও রাজসভাতে থাকে কিন্তু প্রত্যেক ২ থাকিতে হয় না কার্য্যের [৭] নির্ব্বাহ হয় এমত হইলে অন্য সকলে আপন ২ ইচ্ছামত থাকিতে পারে। অপর বিচার কালে ঐ সকল সভ্যসমেত বিচার হইত এইক্ষণ ইংলণ্ডীয়েরা তদনুরূপে ঐ সকল খেলোদ্ভূত লোক সকলকে আদালতের ও অন্য ২ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন।

চমুয়া খেলের নাম।

কটকি।	—	—	১
কাকতি।	—	—	১
বরাগি।	—	—	১
দলৈগণক।	—	—	১
জোতিষিয়া।	—	—	১
চাঙ্গখাটনিয়ার।	—	—	১

সভাপণ্ডিত।	—	—	১
বেজ্ঞ।	—	—	১
শ্রুতিপড়া।	—	—	১
ফারচিপড়া গরিয়া।		—	১,[৮]

এই সকল লোক ভিন্ন অন্য লোকের রাজসভাতে আসিবার আজ্ঞা ছিল না। অপর আসামেতে কাহারো জমীদারির স্থৈর্য্য নাই প্রজার ইচ্ছানুসারে এক জন মনোনীত করা যায় পূর্ব্বে বৎসরের মধ্যে ভাঙ্গাপাতা অর্থাৎ পদচ্যুতি ও পদপ্রাপ্তি হইত এইক্ষণে ইংলণ্ডীয়াধিকারে কেবল বৎসরান্তে মনোনীত করা যায় কোন পরগণা কিম্বা কোন খেলো বিভাগ হইতে পারে না আর ঐ সকল জমীদারের বাকীর জন্যে মহল বিক্রয় হইতে পারে না কেবল ওয়াশীলাৎ করিয়া যদ্যপি প্রজার নিকট হইতে করগ্রহণ করিয়া অপহরণ করা সপ্রমাণ হয় তবে তাহার স্থাবর ও নিষ্কর যে ভূমি থাকে এবং অস্থাবর যে দ্রব্য তাহা নীলামে বিক্রয় করা যায় এই রীতি ইংলণ্ডীয়েরা স্থাপনা করিয়াছেন পূর্ব্বে তোত্র অর্থাৎ চাবুকাঘাত দ্বারা যদ্যপি আদায় হয় বিলক্ষণ নতুবা তোত্র প্রহার মাত্র সার হয়। অপর তহ [৯খ] শীল বিষয় অবান্তর কথা অনেক আছে সে সকল লিখিলে বহু বাহুল্য হইবেক এতাবৎ জ্ঞাত হইলেও এতদ্দেশের কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন ইতি।

আদালত বিষয়ক।

আদালতের বিষয়ে প্রায় লেখাপড়া ছিল না একটা উৎপন্ন ভগন অর্থাৎ আয় ব্যয় স্মারক কাগজ থাকিত এবং নিষ্কর ভূমি মনুষ্য যাহা দান করিত তাহার নিদর্শনপত্র দিত তাহা প্রায় তাম্রপত্রিকাতে লিখিত হইত। ভূমির মোকদ্দমা ও অন্য ২ ভারি মোকদ্দমা অর্থাৎ যে সকল চিরকালের নিমিত্তে আদালতের আজ্ঞা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক হইত তাহাতে সিদ্ধান্তপত্র অর্থাৎ ফয়সলা এক ২ খান দেওয়া যাইত তাহাতে

মোকদ্দমার চুম্বক লিখিয়া সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত যাহা হইত তাহাই লেখা যাইত এইক্ষণ ইংলণ্ডীয়াধিকার হওয়াতে রীত্যনুসারে লেখাপড়া হইয়াছে কিন্তু অতিশয় চুম্বকে· করা যায় এবং ফয়-[১০] সলা না দিয়া মোকদ্দমার চুম্বক লিখিয়া সিদ্ধান্ত-পত্র দেওয়া যায় রুবকারিতে তাবৎ কৈফিয়ৎ লেখা যায় এইক্ষণও আদালতে ষ্টাম্প কাগজ ও উকীল নিরূপণ করা যায় নাই এবং বাঙ্গলার আদালত হইতে অনেক ২ কথার ইতর বিশেষ আছে সে সকল লেখা বহু বাহুল্যের কর্ম্ম।

কোন বিষয়কর্ম্মে কাহাকেও নিযুক্ত করিলে অন্য ২ দেশে যে প্রকার আজ্ঞাপত্র দেওয়া যায় এতদ্দেশে তাহা কিছুই নাই কেবল স্বর্গদেবের মৌখিক আজ্ঞাদ্বারাতেই তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত কিন্তু সে আজ্ঞা শ্রবণের এক রীতি ছিল রাজাজ্ঞা কোন ব্যক্তি কাছারিতে অথবা কর্ম্মস্থানে গিয়া অবধানপূর্ব্বক শুনাইয়া দেয় কিন্তু আজ্ঞা এমনি প্রচণ্ডা ছিল যে অন্য ২ দেশের আজ্ঞা-পত্র হইতে অধিক গুরুতর স্বর্গদেওর আজ্ঞা ইহার অধিক মান্য পদার্থ আসামে ছিল না, এই ক্ষণও আজ্ঞা সেইরূপ শুনান যায় কিন্তু তাহার সহকারে দস্তুরমত আজ্ঞাপত্রও দেওয়া যায়। [১১] যে কোন আদালতের মোকদ্দমাতে পূর্ব্বীয় কোন সিদ্ধান্ত-পত্র কিম্বা কোন নিদর্শনপত্র পেষ করে তাহার অন্যথা সিদ্ধান্ত ইংলণ্ডীয়েরা করেন না পূর্ব্বের সিদ্ধান্তানুসারেই ফয়সলা করা যায় পূর্ব্বীয় রাজার সেই পত্র অত্যন্ত অযথার্থ কখন ২ জানা যায় তথাচ তাহার অন্যথা করা যায় না। অন্য ২ দেশে যে কোন বিষয় কর্ম্মের উপাধি একজনে পাইলেই পুত্র পরম্পরা-ক্রমে সেই উপাধিদ্বারা খ্যাত হয় এ দেশে তাহা নাই যিনি যে উপাধি প্রাপ্ত হন সেই উপাধি কেবল তাঁহারি হইবেক তৎপুত্রাদির তাহা হয় না।

আসামের রাজা স্বর্গদেব যাঁহার প্রসঙ্গ প্রথম ভাগে লেখা গিয়াছে তাঁহার বিষয়েও এই নিয়ম ছিল যে রাজপুত্রেরই

তদাধিপত্য প্রাপ্তব্য এমত নহে রাজমরণান্তে পশ্চাৎ লিখিত তিনজন ডাঙ্গরিয়া অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রিরা তাঁহার পুত্র অথবা ভ্রাতা কিম্বা তদ্বংশীয় অন্য কোন ব্যক্তি যাহাকে মনোনীত করিয়া হেঙ্গলাঙ্গ অর্থাৎ বংশনির্ম্মিত [১২] আসনে উপবেশন করাইয়া সেবা করিতেন তিনি স্বর্গদেব নামে খ্যাত হইতেন পরন্তু তৎকালেই তাঁহার এমত কর্তৃত্ব হইত যে ঐ ডাঙ্গরিয়ারদিগকে তিনি প্রাণদণ্ড করিতে পারিতেন।

ফৌজদারী বিষয়ক।

আসামেতে ফৌজদারী আদালত পৃথক্ ছিল না দেওয়ানি ও ফৌজদারির একত্র বিচার হইত কিন্তু ফৌজদারী বিষয়ে অত্যন্ত নির্দ্দয় শাসন ছিল অর্থাৎ হঠাৎ অল্পদোষে গুরুদণ্ড করিত কারাগারে বদ্ধ হওনের নিয়ম ছিল না ইচ্ছানুসারে মেয়াদ দিতেন এইক্ষণ ইংলণ্ডীয়াধিকার হওয়াতে রীত্যনুসারে ফৌজদারী আদালত জারি করা গিয়াছে ফৌজদারি বিষয়ে পূর্ব্বের রীতি এককালে বিপরীতা করা গিয়াছে একারণ পূর্ব্বীয় নির্দ্দয় শাসনের বিশেষ লেখা অনাবশ্যক বরং তাহার আলাপ করাও অনুচিত যেহেতুক, কথাপি খলু পাপানামলম শ্রেয়সে যতঃ।

অন্য ২ দেশে সভ্য হওনের যে রীতি ও [১৩] কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অর্থাৎ রাজাজ্ঞানুসারে চলন অথবা অন্যথাকরণ যে রীতি আছে আসামেতে তাহার অনেক বিপরীত যদ্যপি এইক্ষণ সকল প্রকাশ নাই তথাচ যে কর্ম্ম করিলে দণ্ডনীয় হয় তাহা কালানুসারে স্থূল বিবরণ আবশ্যক মতে লিখিতেছি যেহেতুক এতদ্দেশেতে কর্ম্ম-করণেচ্ছুক ব্যক্তির ও এতদ্দেশীয় লোকের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

বিধিনিষেধ।

রাজসভাতে পশ্চাৎ লিখিত তিনজন ব্যতিরেক কেহ আসনে উপবিষ্ট হইতে পারিত না অন্য ২ সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট তাহা

হইতে নীচ লোক আসনে বসিত না তাহারদের নিমিত্তে মৃদাসনেই আসন এইক্ষণও এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্তের মধ্যে ঐ রীতি সুন্দর সুস্পষ্ট আছে অন্য দেশে মান্য ব্যক্তির আগমন হইলে অভ্যুত্থান করে এতদ্দেশেতে জানুপাত করিয়া নতবদন হইয়া উপবিষ্ট হইলেই সম্মান সূচনা হয়। রাজা দেবালয় [১৪] ও গুর্ব্বালয় বিনা অন্য কাহারও গৃহে যাইতেন না রাজগুরু লোক রাজ সন্নিধানে আসনোপবিষ্ট হইতেন।

তুর্গোৎসব পূজা ও বলিদান রাজগুরু অথবা প্রাপ্তাজ্ঞ ব্যতিরেক কাহার করার সাধ্য ছিল না এইক্ষণ তাহা রহিত হইয়াছে কেবল মহিষ ঘাতন করিলে অনেক মহিষ নষ্ট হইবেক তদ্দ্বারা সরকারী কর্ম্মের ক্ষতি ও দেশেতে কৃষি কর্ম্মের হানি হইবেক একারণ আজ্ঞা ব্যতিরেক মহিষ বলিদান নিষেধ আছে যেহেতুক মহিষ দ্বারা হল প্রবাহ প্রভৃতি নির্ব্বাহ হয়।

হস্ত্যশ্বরথ যানারোহণ ও স্বর্ণকঙ্কণ ধারণ রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যতীত নিষেধ ছিল এইক্ষণ প্রায় সে সকল রীতি স্থাপিতা আছে অন্যথা করিলে দণ্ডণীয় হয় কিন্তু হস্ত্যশ্বারোহণ কেবল নগর মধ্যে নিষেধ করা গিয়াছে।

আত্মনঃশুচিরেতানি ইত্যাদি বচনানুসারে সকলি স্বস্বাসনে উপবিষ্ট হয় কোন লোকে কাহারও [১৫] আসনে উপবেশন করা রীতি নাই আসাম দেশের লোকের সম্পত্তি কেবল রাজার অধীন থাকিত যৎকিঞ্চিৎ রাজদ্রোহ করিলে রাজা সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া লইতেন সর্ব্বস্ব লুঠনের বিষম শাসন ছিল গৃহে যাহা পাইত তাহা লইয়া দৈহিক শাস্তি করিয়া অন্যত্র লুকায়িত ধনকেও আনিত এ কারণ ধনবান লোকেও আপনাকে সর্ব্বদা নির্ধনির ন্যায় প্রকট করিত অনেক ২ বস্ত্রালঙ্কার সত্বেও কুপটাবৃত থাকিত এবঞ্চ ধনাঢ্যের শতমুদ্রা দরিদ্রের বিংশতি মুদ্রার অধিক হইলে এবঞ্চ তৈজসপত্র প্রভৃতি মৃত্তিকাতে পুঁতিয়া রাখিত কিন্তু রাজারো এমনি নীতি ছিল যে গেহস্থিত দ্রব্য লুঠনানন্তর পুরুষ-প্রমাণ

বেদিকা খনন করিতেন এ কারণ লোকে চত্বরে ও বাটীকাতে বাগীচাতে ধন পুঁতিয়া রাখিত।

কিন্তু কৃপনস্য ধনং যাতি বহ্নিতস্কর রাজতঃ কিঞ্চ। চত্বারো ধনদায়াদাধর্ম্ম রাজাগ্নি তস্করাঃ। [১৬]

জ্যেষ্ঠৈস্তৈবাপমানেন ত্রয়ঃ ক্ষ্যপ্যান্তি ভ্রাতরঃ। অন্যচ্চ। অর্থস্য গতিরেকৈব দানমন্যাবিপত্তয়ঃ। এই সকল বচনের অতিক্রমণ করিয়া যাঁহারা ধনসঞ্চয় করিতেন তাঁহারদের ততোঽধিক বিপত্তিও ঘটিত অর্থাৎ ভূতাধিষ্ঠান হইয়া ধনাধিপতিকে ধন উঠাইতে দিত না পরে তদ্ধনবিষয়ক আরো আশ্চর্য্য ব্যাপার এইরূপ হয় যে পূর্ব্বোক্ত ভূতাধিষ্ঠিত ধনের উত্থাপননিমিত্তে অনেকেই মান্ত্রিকী ক্রিয়া করিয়া ভ্রমণ করে তাহাতে কেহবা ধন প্রাপ্ত হয় কেহ বা ভূতের হাতে প্রাণ হারায় যেহেতুক শাস্ত্রে লেখে যে।

অর্থপ্রাণবিনাশসংশয়করীং প্রাপ্যাপদং দুস্তরাং প্রত্যাসন্নভয়োন বেত্তি বিভবং স্বং জীবনং কাঙ্ক্ষতি। উত্তীর্ণস্তু ততো ধনার্থমপরাং ভূয়োবিংশত্যাপদং প্রাণানাঞ্চ ধনস্য চাধমধিয়ামন্যোন্য হেতুঃ পণঃ।

ইহার তাৎপর্য্য অধমবুদ্ধিরা কোন সময় [১৭] ধনার্থে প্রাণত্যাগ করে কোনে সময় প্রাণার্থে ধন ত্যাগ করে অতএব ধন ও প্রাণের পরস্পর সমান মূল্য। এই কথা বিস্তারিত লেখার অভিপ্রায় এই যে ইহার দ্বারা দেশের শোভার অধিক ন্যূনতা ছিল এইক্ষণে ইংলণ্ডীয়াধিকার হওয়াতে সে সকল দৌরাত্ম্যের উপশম হইয়াছে লোকেরা স্ব স্ব বিত্তানুসারে বসন ভূষণ পরিধান করত সুখে কালযাপন করিতেছে অতএব এ রাজার শাসন সর্ব্বথা প্রশংসনীয় বটে।

আসামে বেতন দ্বারা ভৃত্য রাখা প্রায় ব্যবহার ছিল না তাহার আভাস রাজস্ব বিষয়ে লিখিয়াছি অন্য ২ কার্য্যকারক লোককে লিক্চৌ অর্থাৎ রাজস্বগ্রাহি মনুষ্য

হইতে প্রত্যেক শতে ৫।১০ জন এইরূপ নিবন্ধানুসারে রাজা দিতেন।

ফুকন ও ডাঙ্গরিয়ার নাম।

এই ক্ষণ ডাঙ্গরিয়া ফুকন বড়ুয়া প্রভৃতি রাজার সভাসদ ও কার্য্যকারক যাঁহারা প্রধান ও মান্য তাহাদের নাম অনুক্রমে লিখিতেছি। [১৮]

বুঢ়া গোহাঞি— — ১
বড় গোহাঞি— — ১
বড়পাত্র গোহাঞি— — ১

এই তিন বংশীয় প্রধান লোক এবং এই কর্ম্ম তত্তৎবংশীয় ব্যতিরেক অন্যের হইতে পারে না ইঁহারা রাজতুল্যপ্রায় ইঁহাদের কর্তৃত্ব পূর্ব্বে লিখিয়াছি এই তিন জন প্রধান মন্ত্রী রাজা ইঁহাদের বাক্য কদাচ উল্লঙ্ঘন করিতে পারিতেন না বরং এই তিন জন একবাক্য হইলে রাজাকে সিংহাসন চ্যুত করিতে পারেন অনৈক্য হইলে পারেন না।

পরন্তু এই কথার নিমিত্তে ১৭৪৭ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীযুত স্কাট সাহেব এক সভা করিয়াছিলেন তাহাতে এ বিষয়ে অনেক তর্কানুতর্ক হইয়াছিল কেহ কহিলেন যে ইহা অশুদ্ধ পশ্চাৎ তাহার এই চূড়ান্ত বিচার হইল যে পূর্ব্বীয় ইতিহাসে অনেক স্থানে রাজাকে যে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছেন এমত পাওয়া গিয়াছে অতএব তিন জন একবাক্য হইলেই রাজাকে পদচ্যুত করিতে পারেন [১৯] এবং ঐ তিন জনের মধ্যে কেহ দূষ্য হইলে অপর দুইজনের পরামর্শ ঐক্য করিয়া রাজা তাঁহার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত করিতে পারেন।

সদীয়া খোয়া গোহাঞি — ১
মরঙ্গী খোয়া গোহাঞি — ১
সলাল বড় গোহাঞি — ১

এই তিন জন পূর্ব্বোক্ত তিন জন ডাঙ্গরিয়ার বংশীয় ব্যতিরেক

অন্য কেহ হইতে পারেন না পরন্তু তাদৃশ মর্য্যাদা এই তিন জনের নহে অধোলিখিত ফুকনেরদের ন্যায় মর্য্যাদা কিছু ইতর বিশেষ আছে।

কাজলিমুখীয়া গোহাঞি	—	১
জাগিয়াল গোহাঞি	—	১

এই দুই জন যেরূপ স্থাপিত হইয়াছে তাহা রাজবিবরণে লিখিয়াছি ইহারদের নামমাত্র গোহাঞি মর্য্যাদা অধিক ন্যূন।

চরার ছয়জন ফুকন বড়ুয়া।

বড় বড়ুয়া	—	১
নাও বৈচা ফুকন	—	১ [২০]
ন ফুকন	—	১
ডেকা ফুকন	—	১
ভিতরূআল ফুকন	—	১
দিহিঙ্গীয়া ফুকন	—	১
নেওগ ফুকন		১

এই সকল ফুকন লোকের যাহার যে মর্য্যাদা তাহা পরে লিখিব। কিন্তু এই চরার ফুকন চমুয়ার ফুকন মেল্‌ডগীয়া ফুকন এই কএক প্রকার ফুকন তাহার পৃথক ২ মর্য্যাদা লেখা যাইবেক অতএব এই স্থানে চরার ফুকন প্রভৃতি যে ২ পঙ্‌ক্তিতে যত নাম লেখা যাইবেক তত্তৎ স্থানে সেই ২ নাম গণিত হইবেক।

ন্যায়শোধা ফুকন	—	১
চাঙ্গরুঙ্গ ফুকন	—	১
		২

চরার রাজখওয়া।

বচারাজ খওয়া	—	১
নিবুকিয়াল রাজখওয়া	—	১
		২ [২১]

চমুয়া ফুকন।			
ঢেকিয়াল ফুকন	—	১	
চোলাধরা ফুকন	—	১	
খারঘরিয়া ফুকন	—	১	
নাওসলিয়া ফুকন	—	১	৫
		৪	
রাজা ভাগর ফুকন বড়ুয়া।			
মজুন্দার বড়ুয়া	—	১	
তাম্বুলি ফুকন	—	১	
গন্ধিয়া বড়ুয়া	—	১	১০
জালভারি ফুকন	—	১	
কাঠকটিয়া বড়ুয়া	—	১	
ঘিউ বড়ুয়া	—	১	
		৬	
তিনজন বড়ভণ্ডারর বড়ুয়া।			১৫
কাখভণ্ডারর বড়ুয়া	—	১	
শূলপানি ভণ্ডারি বড়ুয়া	—	১	
চিরিঙ্গ ফুক্কন	—	১	
		৩ [২২]	
হাতি বড়ুয়া	—	১	২০
ঘোরা বড়ুয়া	—	১	
জরাধরা বড়ুয়া	—	১	
জোতকিয়া বড়ুয়া	—	১	
সেনচোয়া বড়ুয়া	—	১	
খনিকর বড়ুয়া	—	১	২৫
বেজ বড়ুয়া	—	১	
পাখিমরিয়া বড়ুয়া	—	১	
চরাইমরিয়া বড়ুয়া	—	১	
		৯	

ছুলিয়া বড়ুয়া।

ঠকরিয়াল	—	১
নামনিয়াল	—	১
উজনিয়াল	—	১
		৩

দোলাকা খরিয়া বড়ুয়া	—	২
চাউডাঙ্গ বড়ুয়া	—	২
কুকুরা চোয়া বড়ুয়া	—	২ [২৩]
চাঙ্গমাই বড়ুয়া	—	১
চাঙ্গমাই ফুকন	—	১
বাইলোঙ্গ বড়ুয়া	—	১
চেটীয়াপাত্র বড়ুয়া	—	১
খেনুচঁচা বড়ুয়া	—	১
তুঅরি বড়ুয়া	—	১
দরব্ধরা বড়ুয়া	—	১
এনাইঘরিয়া বড়ুয়া	—	১
নামরূপীয়া বড়ুয়া	—	১
		৯

বরবরুয়া।

সাগর	—	১
লিকচন	—	১
		২

পাঁচখন মেলর ফুকন বড়ুয়া।

পর্ব্বতীয় ফুকন	—	১
পর্ব্বতীয় বড়ুয়া	—	১
রাইডঙ্গীয়া ফুকন	—	১ [২৪]
রাইডঙ্গীয়া বড়ুয়া	—	১
খঙ্গীয়া ফুকন	—	১

খঙ্গীয়া বড়ুয়া	—	১
চারিঙ্গীয়া ফুক্‌কন	—	১
চারিঙ্গীয়া বড়ুয়া	—	১
তিপনিয়া ফুক্‌কন	—	১
তিপনিয়া বড়ুয়া	—	১
		১০

বাজে মেলডগীয়া।

নমেলিয়া বড়ুয়া	—	১
পুরনিমেলিয়া বড়ুয়া	—	১
গাভরুমেলিয়া বড়ুয়া	—	১
সরুমেলিয়া বড়ুয়া	—	১
কলিচঙ্গমেলিয়া বড়ুয়া	—	১
মাহিমেলিয়া বড়ুয়া	—	১
মাজিউমেলিয়া বড়ুয়া	—	১
		৭·[২৫ ঘ]

গুয়াহাটীর ফুক্‌কন বড়ুয়া রাজখোয়া
চরার ফুক্‌কন।

বড় ফুক্‌কন	—	১
পানি ফুক্‌কন	—	১
ডেকা ফুক্‌কন	—	১
দিহিঙ্গীয়া ফুক্‌কন	—	১
লাহন ফুক্‌কন	—	১
		৫

গুয়াহাটীর চরার রাজখোয়া।

এপর দরঙ্গীয়া রাজখোয়া	—	১
নামদরঙ্গীয়া রাজখোয়া	—	১
মাজুদরঙ্গীয়া রাজখোয়া	—	১
ঘিলাধরিয়া রাজখোয়া	—	১

বড় অভয়পুরিয়া রাজখোয়া	—	১
সরু অভয়পুরিয়া রাজখোয়া	—	১
পানি অভয়পুরিয়া রাজখোয়া	—	১
পানিসলগুরিয়া রাজখোয়া	—	১
তরমলগুরিয়া রাজখোয়া	—	১ [২৬]
পানিদিহিঙ্গীয়া রাজখোয়া	—	১
তরুয়াদিহিঙ্গীয়া রাজখোয়া	—	১
নামডঙ্গীয়া রাজখোয়া	—	১
দিখৌমুখিয়া রাজখোয়া	—	১
গজপুরিয়া রাজখোয়া	—	১
		১৪
মজুন্দার	—	১
নগঞাবড়া	—	১
খরঙ্গীবড়া	—	১
আটগঞাবড়া	—	১
		৩

এই সকলের কর্ম্মবিশেষ লেখা অতি বাহুল্য ফলতঃ এই সকল লোকের কাহারো ২ তহশীল সম্পর্কীয় কাহারো ২ বা আদালত সম্পর্কীয় কর্ম্ম জিম্মা থাকিত কেহ ২ রাজসেবাতে নিযুক্ত থাকিত কিন্তু মনুষ্যের রাজস্ব লওয়া যায় এমত পূর্ব্বে লিখিয়াছি এই সকল লোকের মধ্যেও রাজস্ব লওন যোগ্য মনুষ্য আছে এইক্ষণ ইংলণ্ডীয়াধীন হওয়াতে রাজসেবা [২৭] রহিত হওয়াতে তাবতেরি তহশীলের কর্ম্ম হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে প্রধান ২ ফুকনেরদের এলাকাতে অধিক তহশীল হইয়াছে ইহার মধ্যে চরার কএকজন ফুকন ও চমুয়ার চারি জন ফুকন অধিক সম্ভ্রান্ত চরার ফুকন সকল আহোম জাতীয় ব্যতিরেক অন্য কেহ হইতে পারে না চমুয়া ঢেকিয়াল চোলাধরা খারঘরিয়া এই কএক ফুকন প্রায় আহোম জাতীয়েরাই হইয়া

থাকে। এইক্ষণ ঐ সকল ফুকুকন ডাঙ্গরিয়ার সম্ভ্রমসূচক যে সকল ছন্দা তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি।

পূর্ব্বোক্ত তিনজন ডাঙ্গরিয়ার সম্ভ্রম সূচক বিশেষ চিহ্ন।

কেপকরাতলচা	—	১
লঠাআরোয়ান	—	১
কেকোরাদোলা	—	১
খাঙ্গেসৈতে টুপিজাপি	—	১
সোণার চুলারে পানিজাপি	—	১
হাসটী	—	১ [২৮]
পাখিবিচনি	—	১
হেঙ্গ দাঙ্গ	—	১
সোনর বাখরপতাখারুটুপী	—	২

পূর্ব্বোক্ত চরার ফুকুকনেরদিগের সম্ভ্রমের চিহ্ন।

পঢ়িদোলা	—	১
রুপর চুলারে পানিজাপী	—	১
টুপী জাপী	—	১
খের	—	১
চাল কঠ	—	১
মচুলা	—	১
সোনর খারু	—	১
টেমি	—	১
পাখি বিচনি	—	১
চাউরক	—	১
চাবুকধরা	—	১

ঢেকিয়াল ফুকন চোলাধরা ফুকুকন কএকজন চমুয়া ফুকুকনের এইরূপ সম্ভ্রমসূচক চিহ্ন থাকে বড় ভণ্ডারর বড়ুয়া কএকজনেরা এইরূপ চিহ্নে থাকে কেবল [২৯] টুপী জোপী ১ চাল কঠ ১ খের ১ মচুলা ১ চাওরক ১ চাবুক ধরা ১ এই কএক

পদার্থবিহীন। তদ্ব্যতিরেকমেল্‌ডগীয়া ফুক্‌কন বড়ুয়ার

কাঠর দোলা — ১

কঠ — ১

এই সকলের প্রত্যেক দ্রব্যের ব্যুৎপত্তি লেখা বহু বাহুল্য এবঞ্চ কার্য্য কর্ম্মের তাদৃশ উপযোগি নহে একারণ স্থূল সংজ্ঞা মাত্র লিখিয়া রাখিলাম।

এই আসাম দেশে আহোম জাতীয় সর্ব্বপ্রধান ও মান্য এইক্ষণ যদ্যপিও দুর্ব্বল হইয়াছে তথাচ ইংলণ্ডীয়েরা মান্য করেন একারণ তাঁহারদের রীতির যে ভেদ তাহার মধ্যে আবশ্যক মতে লিখিতেছি।

আহোম জাতীয়ের রীতি।

আহোম জাতীয়েরা পূর্ব্বে পর্ব্বতীয় ব্যবহারে চলিত পরে যে অবধি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন তাহা রাজবিবরণে লিখিয়াছি কিন্তু পূর্ব্ব ধর্ম্মতে এই ক্ষণও অনেক লোক আছে [৩০] এইক্ষণ যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারদের শবদাহ করে কিন্তু চরাইদেও পর্ব্বতে পূর্ব্বে রাজারদের কবর দিতেন এইক্ষণ তৎপরিবর্ত্তে পূর্ব্বীয় রাজার শ্রেণীতে গণিত হওয়ার নিমিত্তে ও স্বকীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন কারণ অস্থি লইয়া মৈদাম অর্থাৎ কবর দেন অপর ব্রাহ্মণ দ্বারা হিন্দুর দেবতা পূজা করান দেও-ধাই বাইদ্দোলাঙ্গ দ্বারা পূর্ব্ববৎ চুঙ্গদেওর পূজা করান কোনো শুভ কর্ম্মেতে ঠেঙ্গচোয়াই অর্থাৎ কুক্কুটের পাদদ্বয় জ্বালাইয়া একটা শুভাশুভ বিচার করেন।

রাজা এইবা মাত্র রাজশ্রেণীতে গণিত হন না সিঙ্গরিঘর পাটঘর উঠা একটা আসুরিক মতে অভিষেক ক্রিয়া আছে তাহা সম্পন্ন হইলে তবে রাজরূপে প্রসিদ্ধ হন আর রাজারদের পাঙ্গপাতা অর্থাৎ কোনো ক্রিয়া বিশেষে পূর্ব্বীয় রাজারদের এক ২ এহুঙ্গলাঙ্গ অর্থাৎ আসন স্থাপন পরিবেষণ করা যায় তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অভিষেক না হইলে অভিষিক্ত রাজার শ্রেণীতে

আসন বিন্যাস [৩১] হইতে পারে না গৌরীনাথ সিংহ রাজার পরাবধি কেহ অভিষিক্ত হন নাই।

ঐ রাজ গোষ্ঠীর বিবাহ হিন্দুমতে হয় না চক্লং নামে বিবাহের সংজ্ঞা বিশেষ আছে তাহার তাৎপর্য্য প্রৌঢ়া কন্যাকে পতি মনোনীত করিলে মধ্যাহ্ন কালে মহোৎসব পূর্ব্বক কন্যালয়ে একত্র হইলে উভয় পক্ষীয় লোক কর্ত্তৃক উভয় পক্ষীয় পূর্ব্ব পুরুষের গুণ প্রখ্যাপনান্তে বাচনিকরূপে কন্যা সমর্পণ করা যায়।

অপর যে ২ রীতি হিন্দুরদের সহিত ঐক্য হইয়াছে তাহা রীতি ব্যবহার প্রস্তাবে স্পষ্ট হইবেক ইতি।

দ্বিতীয় ভাগঃ

সমাপ্তঃ। [৩২]

শ্রীশ্রীকামাখ্যা।

আসাম বুরঞ্জি।

তৃতীয় খণ্ড।

নদী নদ পর্ব্বত জ্ঞান থাকিলে এতদ্দেশে অনায়াসে ভ্রমণ করিতে পারিবেন এবং যে দেশের বিবরণ লেখা গেল সে দেশের নদী নদ পর্ব্বত লোকসংখ্যা রাজস্ব ও সীমা ইহা লেখা অত্যাবশ্যক অতএব এই সকল বিবরণ এই ভাগেতে লিখিব।

নদনদী বিষয়ক।

আসাম দেশে প্রধান নদ ব্রহ্মপুত্র তদ্দ্বারা এই দেশ উত্তরকূল ও দক্ষিণ-কূল দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে অতএব যে নদী সকল ঐ নদেতে মিলিতা হইয়াছে তাহা লিখ। [১ ক]

দক্ষিণ পাবে মিলিতা নদী।

নদিহিঙ্গ।	—	১
দিহিঙ্গ।	—	১
দিবরু।	—	১
দিচাং।	—	১
লেচাং।	—	১
দিলিহ।	—	১
জাঁজি।	—	১
তিয়ক্।	—	১
দিচৈ।	—	১
দিহা।	—	১
ধনসিরি।	—	১
মহুরা।	—	১
দিফলু।	—	১

কলঙ্গ।	—	১
কপিলী।	—	১
শোণাই।	—	১
ভরলি অর্থাৎ বাশিষ্টী গঙ্গা।	—	১ [২]
কলহী।	—	১
সিঙ্গরা।	—	১

উত্তর পারে মিলিতা নদী

দিবাং।	—	১
দিহাং।	—	১
দিপাং।	—	১
দিক্রুং।	—	১
সোবন সিরি।	—	১
গাং বিহালি।	—	১
দিক্‌করাই।	—	১
ভৈরবী।	—	১
মেলসিরিয়া।	—	১
রটা।	—	১
পাচনইয়া।	—	১
মঙ্গলদৈ।	—	১
ননৈ।	—	১
বড় নদী।	—	১ [৩]
পুষ্পভদ্রা।	—	১
বেড়া।	—	১
বরলিয়া।	—	১
ঘর্ঘরা।	—	১
পুণা।	—	১
চাউল খোয়া।	—	১
দিনমিহিয়া।	—	১

চেঙ্গনৈ।	—	১
পাবনৈ।	—	১
বুরাদিয়া।	—	১
কানদী।	—	১
কান্মুড়ি।	—	১
টঙ্গী।	—	১
পোমারা।	—	১
মানাহ।	—	১

এই সকল নদী ব্যতিরেকে আরো অনেক ক্ষুদ্র নদী আছে কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিতা হয় নাই একারণ লিখা গেল না। [৪]

পর্ব্বত বিষয়ক।

আসাম দেশ প্রায় পর্ব্বতাকীর্ণ বিশেষতঃ লৌহিত্যের উত্তর-পারে যে পর্ব্বতশ্রেণী তদ্দ্বারা চীন ও ভোট প্রভৃতি দেশ হইতে পৃথক্ করিয়াছে দক্ষিণ পারের শ্রেণী দ্বারা গারো খাসিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে পৃথক্ করিয়াছে বস্তুতস্তু লৌহিত্যের দুই পারে যে বৃহৎ পর্ব্বত শ্রেণী তাহার মধ্যে যে সমভূমি সেই মাত্র আসাম।

ঐ শ্রেণীবদ্ধ পর্ব্বত ব্যতিরেক আসামের মধ্যেও অনেক ২ ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে এবং প্রায় দেবালয় সকল পর্ব্বতের উপর সে সকলের নাম লেখা অনাবশ্যক কেননা বিষয় কর্ম্মের নৈপুণ্য প্রকাশার্থে তাদৃক অপেক্ষা করে না তবে পারমার্থিক বিষয়ে যিনি ঐ সকল পর্ব্বতের বিশেষ জানিতে ইচ্ছুক হন তিনি যোগিনীতন্ত্র কিম্বা কালিকাপুরাণ দৃষ্টি করিলে জানিতে পারিবেন কিন্তু অত্যুচ্চ ও অতি খ্যাত্যাপন্ন যে কএক পর্ব্বত তাহা লিখিতেছি। [৫]

চরাইদেও পর্ব্বত।	—	১
নেঘেরি পর্ব্বত।	—	১
গরুড়াচল।	—	১

নীলাচলের ব্রহ্মশৃঙ্গ।	—	১
নাটকাচল।	—	১
বিশ্বনাথ।	—	১
ভস্মাচল।	—	১
মন্দরশৈল।	—	১
মণিকূট।	—	১
মদনাচল।	—	১
চ্ছত্রাকার।	—	১
চিত্রাচল।	—	১
গন্ধমাদন।	—	১
অশ্বকূট।	—	১
ইন্দ্রাচল।	—	১
প্রসিদ্ধ অড় পর্ব্বত।	—	১
উর্ব্বশী।	—	১
কলি পর্ব্বত।	—	১ [৬]
কর্ম্মনাশা।	—	১
হাতিমুরা।	—	১
বাঘবর।	—	১
নগরবেড়া।	—	১

অপর অনেক ২ ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে তাহার বিশেষ নাম জানা অনাবশ্যক একারণ প্রসিদ্ধ মাত্র লেখা গেল ইতি।

সীমা।

লৌহিত্যের দক্ষিণ পারে পশ্চিমে নগরবেড়া পর্ব্বতের পশ্চিম কামারপোতা মৌজা।

পরগণে হাবড়া ঘাট বিজনির।

জমীদারের পূর্ব্বসীমা পূর্ব্বে তেজিনামরূপ দক্ষিণে শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত উত্তরে লৌহিত্য নদ ইতি।

লৌহিত্যের উত্তরপারে পশ্চিমে মানাহ নদী পূর্ব্বে সদিয়াচুন-

পোরা। উত্তরে গোহাঞি কমলার আলি অর্থাৎ রাজমার্গ যদ্দারা ভোটান্ত প্রভৃতি হইতে পৃথক্ হইয়াছে দক্ষিণে লৌহিত্য। (৭) ইহার মধ্যে দীর্ঘে দক্ষিণকূল অনুমান ২৫০ ক্রোশ উত্তরকূল ৩০০ ক্রোশ হইবেক কিন্তু আরণ্যিক পথপ্রযুক্ত পথের সুন্দর জ্ঞান হয় না ইতি।

কমিসনরির এলাকা।

আসাম দেশ ইংলণ্ডীয়াধিকার হওয়াতে সৌমার কামপীঠেতে পূর্ব্ব রীত্যনুসারে দুই জন কমিসনর সাহেব নিয়োজিত হইয়া দুই অধিকারে বিভক্ত হইয়াছে তাহার মধ্য সীমা লৌহিত্যের দক্ষিণে ধনসিরি নদী উত্তরে ভৈরবী নদী এই দুই নদীদ্বারা দুই কমিসনরির মহকমার এলাকা পৃথক্ করা গিয়াছে।

সীমান্তাবস্থিত দেশের নাম।

লৌহিত্যের দক্ষিণপারে জেলা রঙ্গপুরের পূর্ব্ব উত্তর মোকাম গোয়ালপাড়া পূর্ব্বাবধি ইংলণ্ডীয়াধীন স্থান এবং সীমা।

গারো।	—	১
জয়ন্তী।	—	১
কচারি।	—	১ [৮]
নগা।	—	১
চিঙ্গফৌ।	—	১
খামতি।	—	১
মিচিমী।	—	১

উত্তর পারে মানাহ নদীর পশ্চিমে যোগিঘোপা পরগণে খুটাঘাট

পরে ভোটান্ত	—	১
ডফলা	—	১
আঁকা	—	১
আবর,	—	১

এই সকল পর্ব্বতীয় জাতির প্রধান রাজা প্রায় কেহ নাই

ইহারা নানা মণ্ডলে বিভক্ত অত্যসভ্য হিংস্রক আরো ইহারদের অবান্তর অনেক ২ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয়েরা আছে তাহ লিখনানাবশ্যক।

লোকসংখ্যা ও ভূমিসংখ্যা।

উজান কমিসনরিতে ১৭৪৮ শকে যে আদম সুমারী করা গিয়াছিল তদ্দৃষ্টে জানা গেল যে ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণকূলে পশ্চিমে ধনসিরি নদী [৯খ] পূর্ব্বে জয়পুর। উত্তরকূল পশ্চিম ভৈরবী নদী। পূর্ব্বে সোবণসিরী নদী ইহার মধ্যে পুরুষ আবালবৃদ্ধ এক লক্ষ স্ত্রীলোক সকল গণনা হয় নাই কিন্তু অনুমান কিছু অধিক এক লক্ষ হইবেক। ইহার পূর্ব্ব সদীয়া ও মরান হাবি অঞ্চলের লোক গণনা করা হয় নাই অনুমান সকল সুদ্ধা এক লক্ষ হইবেক।

কিন্তু যে লোকসংখ্যা লেখা গেল ইহাতে সন্দেহ থাকিল কারণ প্রথমতঃ আসামে শারীরিক রাজস্ব যে লাগে তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি তন্নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিয়াও ন্যূন সংখ্যায় লেখায় অতএব যে গণনা করা গিয়াছে ইহাতে কোনোমতে দৃঢ় প্রত্যয় হয় না প্রায় মৃত্তিকা সংখ্যা করিতেই অনেকে ন্যূন করায় মনুষ্য ন্যূন করা আশ্চর্য্য নহে গণনাকালীন স্থানান্তরে থাকিলেই হয়।

দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মদেশীয়ের অধিকার কালে অনেক লোক পলায়ন করিয়া দেশান্তরে গমন করিয়াছিল এবং চিঙ্গফৌও নাগা জাতীয়েরা বলাৎ (১০) কারে ধরিয়া নিয়া মুনকুম্ প্রভৃতি দেশে বিক্রয় করিয়াছিল। এইক্ষণ ইংলণ্ডীয়াধিকার হওয়াতে ঐ অপহৃত মনুষ্য অনেক আনান গিয়াছে এবং তাহারা স্বয়ং ও অনেক আসিতেছে যে সকল লোক দেশান্তর হইতে আইসে তাহাদিগের ৩ বৎসর পর্য্যন্ত শারীরিক রাজস্ব লওয়া যায় না একারণ অনেক লোক আসিতেছে পরন্ত যে সকল পূর্ব্বেরস্থিত লোক তাহারদের মধ্যে অনেক ২ মনুষ্য রাজস্ব দানাসমর্থ হইয়া

চিঙ্গকৌ বিচাগাম প্রভৃতি দেশেতে যাইতেছে কারণ যে সে সকল স্থানেতে রাজস্ব নাই অতএব যে সংখ্যা লিখিলাম পত্রানুসারে এই সংখ্যা বটে কিন্তু সন্দেহ দূর হইল না।

নীচের কমিসনরিতে সকল স্থানের মনুষ্য গণনা হইয়া জুমুলা হয় নাই কারণ কামরূপে যে সকল মহলে মনুষ্যের শারীরিক রাজস্ব নাই অনুমান ৪ চারি লক্ষ লোক হইবেক সর্ব্বসুদ্ধা পূর্ব্বোক্ত চতুঃ সীমাবদ্ধ আসাম দেশেতে সাত আট [১১] লক্ষ লোকের অধিক হইবেক না উজান কমিসনরির এলাকাতে আহোম, বরাহি, ছুটীয়া, ডোম, এই সকল জাতীয় অধিক নীচের কমিসনরির দ্বার হায়তে গারো ভোট জাতীয় অধিক কামরূপ পরগণাহায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি জাতির প্রাগলভ্য তাহার বিবরণ জাতিবিভাগ বিষয়ে লিখিব।

মৃত্তিকা।

উজান কমিসনরিতে মৃত্তিকার পর রাজস্ব নাই তাহার বৃত্তান্ত রাজস্ব গ্রহণ প্রস্তাবে লিখিয়াছি একারণ সকল মৃত্তিকা জরীব হইয়া জুমুলা হয় নাই নীচের কমিসনরিতে ১৭৪৭।১৭৪৮ শকেতে যে সরকারের পক্ষ হইতে জরীব করা গিয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা গেল যে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পারে পশ্চিমে নগড়বেড়া। পূর্ব্বে ধনসিরী। উত্তর পারে পশ্চিমে মানাহ নদী। পূর্ব্বে ভৈরবী ইহার মধ্যে মৃত্তিকা অরণ্যস্থলী সমেত পূর্ব্বোক্ত সাত হাত এক বিতস্তি চতুরঙ্গুলি পরিমিত ২০ নল দীর্ঘ ২০ নল প্রস্তাত্মক যে পুরা তাহাই ১৮৬০০০০ আটার [১২] লক্ষ ষষ্টি হাজার পুরা পরন্তু ইহার মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরপারে পশ্চিমে রটা নদী পূর্ব্বে ভৈরবী নদী এই যে স্থান ইহাকে চারি দ্বার কহে এইস্থানে ভোট আঁকা ডফলা আসাম এই চারি জনের অধিকার এ বিষয়ের কারণ ১৭৪৭ শকের চৈত্র মাসে শ্রীশ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনেরেল বাহাদুরের এজেন্ট শ্রীযুত ডেবিট স্কাট সাহেব ঐ সরজমীন সমস্থানে গিয়া ঐ ভোট আঁকা ডফলা

আসাম চারি পক্ষের লোককে একত্র করিয়া বিচার করিয়াছিলেন। তাহাতে এই সপ্রমাণ হইল যে মৃত্তিকা আসামের বটে ভোট প্রভৃতিকেও রাজা কিছু ২ কর নেওয়ার আজ্ঞা দিয়াছেন সে মতে এইক্ষণ ইংলণ্ডীয়েরাও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন কিন্তঃ নিবন্ধাতিরিক্ত হইলে তাহারদিগকে দণ্ড করা যায় এই সকল গতিকে ঐ স্থানে কেবল পূর্ব্বের রাজস্বের দ্বিগুণ মাত্র লওয়া গিয়াছে মনুষ্য ও মৃত্তিকার সংখ্যা করা যায় নাই এই নিমিত্তে ঐ স্থানের মৃত্তিকার সংখ্যা লিখিতে পারিলাম [১৩] না অনুমান চল্লিশ হাজার পুরা হইবেক। পূর্ব্বোক্ত সমেত নীচের কমিসনরিতে উনিশ লক্ষ পুরা মৃত্তিকা হইবেক ইহার মধ্যে হাসীলরোপিত ও বাওতলী ফরিঙ্গতি অর্থাৎ যে কএক প্রকার মৃত্তিকাতে রাজস্ব লওয়া যায় ঐ রকম মৃত্তিকা চারিদ্বার মরঙ্গী ব্যতিরেক ৫৩৯৬৬৬ পুরা, মরঙ্গীতে ১০০০, চারিদ্বারে অনুমান ১০০০০, সর্ব্বসুদ্ধা সাড়ে পাঁচ লক্ষ পুরা হইবেক ইতি।

রাজস্বের নিয়ম।

উজান কমিসনরিতে রাজস্বের প্রায় বন্দোবস্ত হয় নাই কিন্তু ১৭৪৮ শকের জরীবসুরত যে রাজস্ব স্থির করা গিয়াছিল তাহাতে প্রাপ্তব্য রাজা মুহরি ১২০০০০ লেখা যায় পরন্তু প্রতি বৎসর বাইট সত্তরি হাজার টাকার অধিক কোনো বৎসর তহশীল হয় না।

নীচের কমিসনরিতে রাজস্ব।

১৭৪৭ শকে নারানি ২৪৭৬৮৩ ।/১০॥

১৭৪৮ শকে ২৯০৪৫৭ ॥৶১ [১৪]

১৭৪৯ শকে ২৯০০০০

১৭৫০।১৭৫১ শকে প্রায় তদ্রূপ।

কিন্তু দুই লক্ষ সওয়া দুই লক্ষ টাকার অধিক কোনো বৎসর তহশীল হয় না বরঞ্চ ইংলণ্ডীয়াধিকার অবধি অর্থাৎ ১৭৪৬ শকাবধি ১৭৫০ শকের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত একটা জুমুলা করিয়া

দেখা গিয়াছিল তাহাতে সাড়ে আট লক্ষ টাকার অধিক তহশীল হয় নাই প্রত্যেক বৎসরের তৌজিতে দেড় লক্ষ পওনে দুইলক্ষ টাকা বেলন্স অর্থাৎ বাকি থাকে।

মাস্থলেতে আসামের অধিকারে অধিক টাকা তহশীল হইত তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি কিন্তু এইক্ষণ তাহা প্রায় রহিত হওয়াতে এবং বিলাতি দ্রব্যের ও লবণের হাসীল উথাপিত হওয়াতে কমিসনবাদ প্রত্যেক বৎসর শিক্কা আটার হাজার টাকার অধিক তহশীল হয় না ইতি।

মুদ্রা বিষয়ক।

যে সকল টাকার তহশীলের বেওরা লিখা [১৫] গেল ইহার ভেদজ্ঞান হওয়ার নিমিত্তে এবং ব্যবহারের নিমিত্তে চলিত মুদ্রার বিশেষ জানা আবশ্যক অতএব তাহা লিখিতেছি।

নীচের কমিসনরিতে লৌহিত্যের উত্তর পারে চারি দ্বারের সীমা রটা নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ পারে মায়ঙ্গ নামক স্থান পর্য্যন্ত নারাণি টাকা চলিত হয় ঐ টাকা পূর্ব্বে বেহারেতে ও দরঙ্গেতে জরীব হইত এইক্ষণ প্রায় রহিত হইয়াছে ঐ নারাণি টাকাতে ও শিক্কাতে বাট্টা সরকারের দস্তুর মত প্রত্যেক শত ৩৭ টাকা বাদ দেওয়া যায় বাজারে প্রত্যেক শত কখনো ২৫ টাকার উর্দ্ধ হয় না ঐ নারাণি টাকার বাট্টার এক সময় এক দর থাকে না এতদ্দেশোদ্ভব বস্তুর যখন দেশান্তরে মূল্যের বৃদ্ধি হয় তৎকালে বরং এমন হয় যে উল্‌টা বাট্টা দিয়া নারাণি টাকা ক্রয় করিতে হয় এইক্ষণ কামরূপ পরগণা হায়এব্বারহায়েতে সরকারের যে রাজস্ব লওয়া যায় তাহারদিগের সহিত নারাণি টাকার বন্দোবস্ত করা গিয়াছে ঐ নারানি [১৬] টাকা দুই প্রকার বাজার চলন ও ঝাড়চলন ঐ দুই প্রকার টাকার মধ্যেও কখন ২ ৬।০ ছয় টাকা চারি আনা পর্য্যন্ত শতকরা বাট্টার ফের পড়িয়া যায় একারণ অর্দ্ধেক বাজার চলন ও অর্দ্ধেক ঝাড়চলন লওয়া যায় জমীদারান লোক যদ্যপি নারাণি টাকার স্থানে শিক্কা টাকা

দেয় তবে বাজার চলনের মধ্যে ৶১০ ও ঝাড় চলনের মধ্যে ৶ আনা বাট্টা দিয়া ওয়াশীল দেওয়া যায়।

এই গুয়াহাটীর এলাকাতে শিক্কা ও নারাণি ও আড়কাট ও রাজামুহরি ও ফরাসী এই সকল প্রকার মুদ্রাই চলে তাহার বাট্টার ইতর বিশেষ লিখিতেছি আড়কাট ও রাজামুহরি এই দুই প্রকার টাকা ভরি ওজনের পর নারাণির তুল্য হইয়া চলে কখন ২ এতদ্দেশীয় দ্রব্যের মূল্য দেশান্তরে ন্যূন হইলে আড়কাট টাকার বাট্টার বৃদ্ধি হয় যেহেতুক নারাণি টাকা জেলা রঙ্গপুরও বেহার ভিন্ন অন্য দেশে গ্রাহ্য হয় না একারণ আড়কাট টাকা বাণিজ্য ব্যবসায়িরা গ্রহণ করে। [১৭ গ]

শিক্কা টাকার বন্দোবস্ত রাজস্বে নাই রাজামুহরি টাকা শিক্কা টাকাতে বাট্টা শতকরা ১৫॥৶ আনার উর্দ্ধ কখন হয় না বরং সৌমার দেশোদ্ভব বস্তুর মূল্য দেশান্তরে বৃদ্ধি হইলে উল্‌টা বাট্টা দিয়া রাজা মুহরি ক্রয় করার আবশ্যক হয়। রাজা মুহরিতে নারাণিতে শতকরা ৬।০ বাট্টা বরং আবশ্যক মতে ততোধিক বাট্টা পাওয়া যায় অর্থাৎ ১০৬।০ টাকা নারাণি দিলে ১০০ রাজা মুহরি পাওয়া যায় বস্তুতস্তু রাজামুহরি টাকার চান্দী উত্তম কিন্তু ওজন পুরা নহে শিক্কার পর ফি ২॥০ টাকা ন্যূন হয় অতএব যে সকল লোকের সহিত রাজামুহরি টাকার বন্দোবস্ত তাহারা যদ্যপি শিক্কা টাকা দেয় তবে কেবল শতকরা ৬।০ বাট্টা ধরিয়া ওয়াশীল দেওয়া যায়।

লৌহিত্যের উত্তর পারে রটানদী অবধি দক্ষিণ পারে মায়ঙ্গা অবধি রাজামুহরি টাকা চলিত হয় সে সকল স্থানে নারাণি টাকা চলিত হয় না দোকানদার লোকে অর্দ্ধেক মূল্যেতে লইয়া[১৮]ভাটী গুয়াহাটী অঞ্চলে চালান করে ঐ অবধি উজান আসামে রাজামুহরি টাকার সমুদায় চলন শিক্কা রাজামুহরিতে বাট্টা কিছু নাই উজান কমিসনরিতে দুই সমান মূল্যে চলে। সরকারী রাজস্ব যে সকল লোকের সহিত রাজামুহরিতে বন্দোবস্ত ঐ সকল লোকে যদ্যপি শিক্কা টাকা দেয় তবে কেবল সমান ওয়াশীল দেওয়া যায়

কোনো বাট্টা দেওয়া যায় না কেবল আড়কাট টাকাতে রাজামুহরি ওজনের পর যে কম ওজন তাহাই ধরিয়া লওয়া যায়।

সরকারী রাজস্বের বন্দোবস্তের মুদ্রা পূর্ব্বোক্ত সীমা অর্থাৎ যে সীমার মধ্যে নারাণি টাকা চলে ঐ স্থানের তাবৎ মহালদারের সঙ্গে নারাণি টাকার বন্দোবস্ত কেবল দেশ ডিমরুয়ার রাজার সহিত ৪৫০০ টাকা শিক্কার বন্দোবস্ত করা গিয়াছে উত্তরে রটানদীর পূর্ব্ব পারে দক্ষিণে মায়ঙ্গের পূর্ব্ব অবধি সীমার মধ্যে যত মহাল অর্থাৎ উত্তরে চারিদ্বার প্রভৃতি দক্ষিণে রহানগাঁও প্রভৃ [১৯]তি তাবৎ মহলের বন্দোবস্ত রাজামুহরি উজাল কমিসনরিতে তাবৎ রাজা মুহুরিটাকার বন্দোবস্ত করা গিয়াছে। হাদিরা চৌকির যে মাসুল তাহা পূর্ব্বাবধি শিক্কা লওয়া যাইত এইক্ষণও শিক্কা টাকা লওয়া যায় ইতি।

শ্রীশ্রীঈশ্বরী কামাখ্যাবিষয়ক।

এই পুস্তকের প্রথমেতেই লেখা গিয়াছে যে
নরকস্য পুরং রম্যং তব পীঠমনুত্তমং।

অর্থাৎ নরক রাজার নগর তোমার অনুত্তম পীঠ এইরূপ ভগবতার প্রতি মহাদেবের উক্তি আছে অতএব যিনি পীঠাধিষ্ঠাত্রী তাঁহার বর্ণন করা অত্যাবশ্যক দ্বিতীয়তঃ কামরূপের কামাখ্যা সর্বদেশে প্রসিদ্ধা কিন্তু তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত প্রায় কেহ জ্ঞাত নহেন কেবল গাছ চালায় ও পুরুষকে ভেড়া করে যাদু করে ইত্যাদি অনেক ২ গল্প সর্ব্বত্র হইয়া থাকে তন্নিমিত্তে তদ্দর্শনে গমনেচ্ছুক ব্যক্তি কুণ্ঠিত হইয়া বিমুখ হন তৃতীয়তঃ শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সৌর গাণপত সকলেরি মন্ত্রসিদ্ধির [২০] স্থান অধিকন্তু শাক্তেরদের কামাখ্যা হইতে প্রসিদ্ধ কোনো পীঠস্থান নাই যেহেতুক অন্য ২ পীঠেতে এক ২ মহাবিদ্যার পীঠ থাকে কামরূপেতে দশমহাবিদ্যার পীঠ আছে এবঞ্চশাস্ত্রেতে শাক্তেরদের প্রতি শিবের উক্তি আছে তথাচ নিবন্ধে—

অথ বক্ষ্যে ফলাধিক্যং পূজায়া যত্র জায়তে।
বারাণস্যাং মহাপূজা সম্পূর্ণফলদায়িনী॥
ততস্তদ্বিগুণা প্রোক্তা পুরুষোত্তমসন্নিধৌ।
ততোপি দ্বিগুণা প্রোক্তা দ্বারবত্যাং বিশেষতঃ॥
সর্ব্বক্ষেত্রেষু তীর্থেষু পূজা দ্বারবতীসমা।
বিন্ধ্যে শতগুণা প্রোক্তা গঙ্গায়ামপিতৎসমা॥
আর্য্যাবর্ত্তে মধ্যদেশে ব্রহ্মাবর্ত্তে তথৈবচ।
বিন্ধ্যবৎ ফলদা প্রোক্তা প্রয়াগে পুষ্করে তথা॥
ততশ্চতুর্গুণা প্রোক্তা করতোয়া নদীজলে।
তস্মাচ্চতুর্গুণফলা নন্দীকুণ্ডে বিনিশ্চিতা॥
ততশ্চতুর্গুণা প্রোক্তা জল্পীশস্য চ সন্নিধৌ॥
ততঃ সিদ্ধেশ্বরীযোনৌ ততোপি দ্বিগুণাস্মৃতা।
ততশ্চতুর্গুণা প্রোক্তা লৌহিত্যনদপাথসি। [২১]
তৎসমা কামরূপে চ সর্ব্বত্রৈব জলে স্থলে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠো যথা বিষ্ণুর্লক্ষ্মীঃ সর্ব্বোত্তমা যথা॥
দেবীপূজা তথা শস্তা কামরূপে সুরালয়ে॥

কুলার্ণবে।

কামরূপঞ্চ দ্বিবিধং ব্যক্তং গুপ্তং তথৈবচ।
করতোয়া নদী পূর্ব্বে যাবদ্দিক্করবাসিনীং॥
ত্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তং।
ত্রিকোণং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ কামরূপমুদাহৃতং॥
ব্যক্তং তত্রৈব বিজ্ঞেয়ং গুপ্তঞ্চৈব গৃহে গৃহে।
দেবীক্ষেত্রং কামরূপং বিদ্যাদন্যত্র তৎসমং॥
অন্যত্র বিরলা দেবী কামরূপে গৃহে গৃহে।
ততঃ শতগুণা প্রোক্তা নীলকূটস্য মস্তকে।
ততোপি দ্বিগুণা প্রোক্তা সুমেরৌ শিবলিঙ্গকে॥
ততোপি দ্বিগুণা প্রোক্তা শৈলপুত্র্যাঃ স্বযোনিষু।
ততঃ শতগুণা প্রোক্তা কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে॥

যত্র কোটী গুণৈঃ সার্দ্ধংমায়া মহিষমর্দ্দিনী।
কামাখ্যায়াং মহাযোনৌ কৃতবান্ যৎ সকৃৎজপং।
সচেহ লভতে কামান্ পরত্র শিবতাং ব্রজেৎ। [২২]
অত্র যৎ ক্রিয়তে পূজা সকৃদ্বা সাধকেন চ।
বিহায় সর্ব্বপীঠানি তস্য দেহে বসেৎ শিবা॥

এইরূপ যে কামাখ্যা দেবী তাঁহার বৃত্তান্ত লিখিতেছি বেদাগম পুরাণেতে সতীর অঙ্গপাতজনিত এক পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মক এক পঞ্চাশৎ মহাপীঠ তাহার মধ্যে পীঠচতুষ্টয় প্রধান। উক্তঞ্চ।

পীঠানামুত্তমং পীঠং দেবীপীঠচতুষ্টয়ং।
কামরূপ ১ উড্‌ডীজান ১ জালন্ধর ১ পূর্ণগিরি ১

তন্মধ্যে কামরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট যেহেতুক এই স্থানে যোনি মণ্ডল আছে স্ত্রীলোকের সর্ব্বাঙ্গাপেক্ষা যোনি স্পৃহনীয়া বটে এই মহাপীঠের অবান্তর পীঠের বৃত্তান্ত ও যন্ত্রালয়ে পূজা প্রভৃতি যোগিনীতন্ত্র কালিকাপুরাণাদিতে বিস্তারিত লিখিত আছে তাহার তাৎপর্য্য পূর্ব্বোক্ত কামপীঠেতে প্রাগজ্যোতিঃপুরে অর্থাৎ গুয়াহাটিতে নীল শৈলমস্তকে কামাখ্যা আছেন সে পর্ব্বতের ব্রহ্মবিষ্ণু শিবাত্মক তিন শৃঙ্গ ব্রহ্মশৃঙ্গাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মোপাসিতা ভুবনেশ্বরী বিষ্ণা। বিষ্ণুশৃঙ্গাধিষ্ঠাত্রী বনবা [২৩] সিনী দুর্গা। শিবশৃঙ্গাধিষ্ঠাত্রী ত্রিপুরা কামাখ্যা। তথাচ।

যত্রাস্তে নীলশৈলেহরিহরবিধিভির্দ্ধার্যমাণা সুরেশৈঃ কামাখ্যা যত্র সাক্ষান্মণিগিরি শিখরে মাধবোবাজিবক্ত্রঃ। কেদারো যত্র লিঙ্গং মদনগিরিবরে নিত্যদা বর্দ্ধমানোলৌহিত্যঃ পুণ্যেতোয়োবহতি বিধিসুতোদর্পটেনাম্বুজেন।

এই প্রাগ্‌জ্যোতিঃপুর দেবীর কাশী তুল্য তাহা এইরূপে চতুঃ সীমাবদ্ধ।

আমণিমণিপর্য্যন্তমাচিত্রাৎ গন্ধমাদনং।
দেবামরণমিচ্ছন্তি কিং পুনর্ম্মানবাঃ শিব।

নীলশৈল মস্তকে যে কামাখ্যা তিনি নবধাবিভক্তা যথা।

এৈকেব পরমাযোনির্নবধাতু বিভজ্যতে।

এবঞ্চ।

যোনিপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা।
যত্রাস্তে ত্রিগুণাতীতা রক্তপাষাণরূপিনী॥
যত্রাস্তে মাধবঃ সাক্ষান্মদনানন্দ ভৈরবঃ। [২৪]

গৌরীশিখরমারুহ্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে। ভস্মাচলোভ বেদ্যত্র তত্র মুক্তির্ন সংশয়ঃ। যত্র শ্রীভৈরবী দেবী যত্র নক্ষত্র দেবতা। প্রচণ্ড চণ্ডিকা যত্র মাতঙ্গী ত্রিপুরাত্মিকা। বগলা কমলা যত্র যত্র দেবী স্বধূমিনী। এতাসাং বরপীঠানি শংসন্তি বর ভৈরবাঃ। অতএব নীলাচল মস্তকে একযোনি নবধা হইয়াছে যথা। কামাখ্যা। ১। লক্ষ্মী। ২। সরস্বতী। ৩। ছিন্নমস্তা।৪। কালিকা। ৫। বগলা মুখী। ৬। ধূমাবতী। ৭। বনবাসিনী। ৮। বিন্ধ্যবাসিনী। ৯। অতঃপর ভুবনেশ্বরী কপালপীঠ। ত্রিপুরাভৈরবী জিহ্বাপীঠ। উগ্রতারা নাভিরূপা। সর্ব্বাপেক্ষা কামাখ্যাই প্রধানা।

উক্তঞ্চ মধ্যেচ কুব্জিকাদেবী প্রান্তে প্রান্তেচভৈরবী। একস্যা-দর্শনাদেব কোটিজন্মাঘনাশনং। এই কামাখ্যা পঞ্চমূর্ত্ত্যাত্মিকা কামাখ্যা। ১। কামদা। ২। কামেশ্বরী। ৩। সারদা। ৪। ত্রিপুরা। ৫। এই কামরূপ ক্ষেত্রের অন্তর্গৃহ লেখে। সিদ্ধেশ্বরং কোটিলিঙ্গং [২৫ঘ] হেরুকং মুক্তিমণ্ডপং। জ্ঞেয়ং বারাণসীক্ষেত্রং দেব্যা অন্তর্গৃহং স্মৃতং। অন্তর্গৃহে মৃতায়ে চ যান্তি ব্রহ্ম সনাতনং। এবঞ্চ। মহাশ্মশানে নীলাদ্রৌ যস্ত প্রাণান্ পরিত্যজেৎ একেন জন্মনা মুক্তি রন্যত্র সপ্তজন্মসু। অন্যচ্চ। মনোভবগুহামধ্যে রক্তপাষাণ রূপিণী। যোগিণী তন্ত্রে চ। অর্দ্ধহস্তং সপুলকং লিঙ্গ লক্ষার্দ্ধ সংযুতং। চতুর্হস্তমিতং ক্ষেত্রং পশ্চিমে যোনিমণ্ডলং। বাহুমাত্রমিতঞ্চৈব প্রস্তারে দ্বাদশাঙ্গুলং। আপাতালজলং তত্র লিঙ্গ লক্ষার্দ্ধসংযুতং। অলং বহুনা।

এইরূপ কামরূপ মহাপীঠে কামাখ্যার পূজাদির সর্ব্বদা প্রচার

ছিল। বিশেষতঃ আসাম স্বর্গদেবের অধিকার হওয়া অবধি অতি পরিপাটী হইয়াছে তাহার বিশেষ রাজবিবরণে লিখিয়াছি। এই সকল শাস্ত্রানুসারে সৌমারেশ্বর রাজা ত্রিদেবতাত্মক তিন প্রধান দেবালয় করিয়াছেন। বিষ্ণু বিষয়ক হয়গ্রীব মাধব মণিকূট মস্তকে তদ্বিষয় লেখে। অপুনর্ভবজলে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা গোকর্ণ [২৬] যোগিনৌ। কেদার কমলৌ দৃষ্ট্বা মুক্তির্মাধব দর্শনে। হয়গ্রীব পটলোক্ত পূজা হয়গ্রীবের। কেদারের শিবপটলোক্ত পূজা নিরূপণ করা গিয়াছে। ভস্মাচল মস্তকে উমানন্দ শিবলিঙ্গ গবাক্ষ তন্ত্রোক্ত ধ্যান প্রাসাদ মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার পূজা করা যায় শক্তি বিষয়ে কামখ্যা কামবীজের দ্বারা তাঁহার পূজা ধ্যান যোগিনী তন্ত্রোক্ত করা যায় তদ্বিষয়ে লেখে। উর্ব্বশ্যাং বিধিবৎ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা পাণ্ডুশিলাং ততঃ। গৌরীশিখরমারুহ্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। এই তিন দেবালয় প্রধান তৎপর লৌহিত্যের উত্তর পাড়ে অশ্বক্রান্ত তীর্থ। নাগলোকমতিক্রম্য অশ্বরূপী জনার্দ্দনঃ। তদ্বিষয়ে লেখে।

তদ্দর্শনেন হি বিরাজতি রাজসূয়ঃ। স্নানং জলে দশগুণং তব বাজপেয়াৎ। গণ্ডূষমাত্রমপিচাহ্তি চাশ্বমেধং সর্ব্বক্রেতোরধিকমপ্যধিকং তবাম্ভঃ। অশ্বক্রান্তসমং তীর্থং নাস্তি ব্রহ্মাণ্ডগোচরে। ঐ কুণ্ডের তীরে জনার্দ্দন দেব থাকেন। যথা জনার্দ্দনঞ্চ দেবঞ্চ কলৌবুদ্ধস্বরূপিনং। তংদৃষ্ট্বা [২৭] মুচ্যতে পাপাৎ জন্মকোটি শতোদ্ভবাৎ। অপর রত্ন পীঠেতে বিশ্বনাথ মহালিঙ্গ তাহার চুম্বক রাজবিবরণে লেখা গিয়াছে ঐ স্থান বাণকাশী তদ্বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয় সংহিতাতে লেখে। বৃদ্ধ গঙ্গাতটস্যান্তে তীরে ব্রহ্মসুতস্য চ। বিশ্বনাথস্তত্র দেবঃ সর্ব্বদেব সমন্বিতঃ। সে স্থান কুমুদ কৌস্তভ মুনি কর্তৃক শাপগ্রস্ত হওয়াতে সম্যক্ কাশীর ফল কলির পঞ্চ সহস্র বৎসরের পরে হইবেক অপর এতদঙ্গীভূত অনেক দেবালয় আছে সকল লেখা গ্রন্থবাহুল্য ইহার বিশেষ যোগিনী তন্ত্রে লিখিত আছে অতএব এই স্থানের মাহাত্ম্য সংক্ষেপে লিখিলাম। এতদ্বিষয়ে সর্ব্বত্র ব্যক্ত আছে যে কামরূপে অনেক

যাদুটোনা আছে সে সকল কিম্বদন্তিমাত্র কিন্তু পূর্ব্বে এই কামাখ্যাতে সৌমারেশ্বর রাজা বলি প্রদান প্রভৃতি করিতে দিতেন না এইক্ষণ ইংলণ্ডীয়েরদের অধীন হওয়াতে সে সকল দৌরাত্ম্য উপশান্ত হইয়াছে কামাখ্যার পর্ব্বতের নিকটেই গুয়া-হাটী এই [২৮] স্থানে পূর্ব্বরীত্যনুসারে ইংলণ্ডীয়েরা রাজধানী করিয়াছেন এইখানে এইক্ষণ কোনো সন্দেহ নাই অতএব যাত্রিকেরা অনায়াসে গমনাগমন করিতেছেন অতএব যিনি আগমনেচ্ছুক হইবেন তিনি স্বচ্ছন্দে আসিতে পারিবেন ইতি।

তৃতীয় ভাগঃ

সমাপ্তঃ। [২৯]

শ্রীশ্রীকামাখ্যা।

আসাম বুরঞ্জি।

চতুর্থ খণ্ড।

এই পুস্তকে যে লোক সংখ্যা লেখা গিয়াছে তাহারদের জাতিবিভাগ ও রীতি ব্যবহার ও ঈশ্বরারাধনা লেখা এবং তৎপরে এতদ্দেশোদ্ভব বস্তুর বিবরণ লেখা আবশ্যক যেহেতুক তদ্দ্বারা বাণিজ্য বিষয়ে অধিক উপকার হইবেক। এবং এতদ্দেশে আগমনোদ্যোগি ব্যক্তিরা এতদ্দেশে অনুৎপন্ন দ্রব্য আবশ্যক মতে আপন সমভিব্যাহারে আনিতে পারিবেন অতএব এই ভাগে জাতি বিভাগ ও ঈশ্বরারাধনা রীতি ব্যবহার ও উৎপন্ন দ্রব্যের বিবরণ লিখিব ইতি। [১ক]

জাতিবিভাগ।

হিন্দুরদের জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ দেশভেদে তাহার নানা ভেদ আছে বঙ্গদেশে যে সকল রাঢ়ীয় বারেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেণি তাহার নাম ও আসামে নাই আপন ২ ক্রিয়ার দ্বারা শ্রেষ্ঠতা রূপে গণিত হন পূর্ব্বে যাঁহারা ক্রিয়াবান ছিলেন তাঁহার দিগকে রাজা পুরস্কার করিয়া স্বর্ণযজ্ঞোপবীত ও ব্রহ্মত্রবৃত্তিকাদি দানপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠতারূপে গণনা করিয়াছিলেন তাঁহারদের সন্তানপরম্পরা অদ্য পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠতারূপে গণিত হইতেছেন কিন্তু সদ্ব্রাহ্মণের সন্তানেরাও যদ্যপি অগম্যাগমন অপেয়পানাদি গর্হিত কর্ম্ম করেন তবে তৎক্ষণাৎ বহিষ্কৃত হন এবং তৎসংসগিরদিগকে শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করান যায় শূদ্রাগমনাদি ক্ষুদ্রপাতক করিলে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তাহাকেও গ্রহণ করা যায় আসামেতে এই অতি সুধারা ছিল অন্য ২ দেশে ইহার অধিক ইতর বিশেষ আছে। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে কুলীনেরা কুলরক্ষার্থে

যে পর্য্যন্ত আত্ম [২] দুহিতাকে রজোবিশিষ্টা হওয়াতেও বিবাহ না দিয়া অনিষ্টসাধন করেন তাহা সকলি জ্ঞাত আছেন।

আসামেতে ব্রাহ্মণ কন্যা ১০।১২ বৎসর বয়স্কা হইলে উপযুক্ত পাত্রেতে প্রতিপত্তি করে অপর পরদার গমনাদি অপবাদ শ্রুত-মাত্র সে ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা যায় সে বিচার দ্বারা নির্দোষী হইলে গ্রাহ্য হয়। এইক্ষণ ইংলণ্ডীয়াধীন হইয়া এতদ্বিষয়ে রাজশাসনের ন্যূনতা হওয়াতে ক্রমে বিপর্য্যয় হইতেছে এবং ক্রমে অধিক বৃদ্ধি হইবেক।

ব্রাহ্মণের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি সম্বন্ধ সৌমারীয়েরদের সহিত কামরূপীয়েরদের হয় না দৈবাৎ হইলে উভয়েই হাস্যাস্পদ হয় বরং স্থানবিশেষে অব্যবহার্য্যও করা যায়। কামরূপেতে লৌহিত্যের দক্ষিণ পার নিবাসী ব্রাহ্মণেরদের সহিত উত্তর পার-নিবাসিরা সম্বন্ধ করেন না এতদ্বিষয়ে যোগিনীতন্ত্রে লেখেন।

লৌহিত্য স্যোত্তরং যাবৎ প্রাচ্যাং বিশ্বেশ্বরাবধি। [৩]
দেশোঽসৌ পুণ্যশীলানাং গুণৈঃ সর্ব্বৈরলংকৃতঃ।
তত্র দেশে প্রসূতা যে ব্রাহ্মণাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
তপঃ স্বাধ্যায়নিরতাবন্দ্যাঃ পূজ্যাশ্চতে প্রিয়ে।
শ্রাদ্ধকালে বিবাহেচ যজ্ঞে চৈবোৎ সবেষুচ।
প্রশস্তাঃ সর্ব্বকার্য্যেষু তত্র দেশোদ্ভবাদ্বিজাঃ।
ষট্কর্ম্মনিরতাস্তত্র ব্রাহ্মণাবেদপারগাঃ।
ইতিহাসবিদস্তে চ পুরাণার্থবিদঃ প্রিয়ে।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থ কুশলাযজ্ঞানোবীতমৎ সরাঃ।
পুত্রদার ধনৈর্যুক্তা দাতারঃ সত্যবাদিনঃ।
আগস্তিঃ শৌনকশ্চৈব ভারদ্বাজশ্চ কাপিলঃ।
আত্রেয়শ্চৈব বাৎস্যশ্চ সাবর্নির্ঘৃতকৌশিকঃ।
জামদগ্ন্যোবশিষ্ঠশ্চ আত্রেয়শ্চ পরাশরঃ।
কমণ্ডলুশ্চ গর্গশ্চ শৌনকঃ কৌশিকস্তথা।
পরাশরশ্চ শাণ্ডিল্য শ্চ্যবনোঽঙ্গিরসস্তথা।

কৃষ্ণাত্রেয়শ্চ ঋষয় এতে বৈশিষ্টকামতাঃ।
এতে গোত্রাঃ কামরূপে ব্রহ্মণাস্থাপিতাঃ পুরা।
তস্মাৎ পূজ্যাশ্চ বন্দ্যাশ্চ ত্যাজ্যা যে শৃণু সুন্দরি। [৪]
লৌহিত্যাপ্লুতদেশে চ দক্ষিণে যে স্থিতাঃ প্রিয়ে।
তে বর্জ্যাঃ পীঠপূর্ব্বস্থাঃ সৌবচ্ছল বিলাবধি।

অপর সৌমারের মধ্যে কাঁড়িব্রাহ্মণ একপ্রকার আছে অর্থাৎ শারীরিক রাজস্বদাতা ব্রাহ্মণ তদ্বৃত্তান্ত রাজ্যশাসন প্রস্তাবে লিখিয়াছি ঐ ব্রাহ্মণেরদের সহিত বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ কেহ সম্বন্ধ করেন না। তাহারা পরস্পর সম্বন্ধ করিয়া থাকে পূর্ব্বে রাজাধিকারে হজুরের কর্ম্ম করিত এবং রাজপথ প্রভৃতিও প্রস্তুত করিত এইক্ষণ ইংলণ্ডীয়াধীন হওয়াতে তাহারদিগকে টেকেলা অর্থাৎ প্যাদাগিরী ও বরকন্দাজী কর্ম্মে নিযুক্ত করা গিয়াছে পরে ঐ সকলের ব্রাহ্মণ সংজ্ঞামাত্র তাহারা প্রায় ক্রিয়া বর্জ্জিত তদ্ব্যতিরেকে কতক ব্রাহ্মণ শূদ্রসেবক আছে তাহারা জন্মাবধি কদাচিৎ ২।১ বার গায়ত্রী জপ করিতে পারে বিশেষঃ ঈশ্বরারাধনা বিষয়ে লিখিব। অপর হাবুঙ্গীয়া ব্রাহ্মণ একদল পৃথক্ আছে তাহারা পূর্ব্বে হস্তির ঘাস কর্ত্তন করিত [৫] তাহারাও বিশিষ্টের ত্যাজ্য পূর্ব্বোক্তরূপে ক্রিয়া বিহীন।

গণক জাতি সূর্য্যবিপ্র তাহারা জ্যোতির্গণনা করে সকল জাতীয়েরা তদ্দ্বারা গ্রহযজ্ঞমাত্র করেন বৈশ্যজাতি আসামে অত্যল্প ২০।২৫ ঘরের অধিক হইবেক না।

কায়স্থ সৌমারে অত্যল্প কামরূপে ৩।৪ শত ঘর হইবেক কিন্তু সৌমারীয় ও কামরূপীয় কায়স্থ জাতির পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ হইতে তাহারা অনেক ক্রিয়াহীন অপর বঙ্গদেশে জাত্যনুসারে এক ২ উপাধি আছে এদেশে তাহা কিছু নাই কেবল বিষয়ের উপাধি তদ্বিহীন ব্যক্তি কেবল ব্রাহ্মণ শূদ্র ইত্যাদিরূপে গণিত হয়।

বড়কলিতা নামে এক জাতি শূদ্রের মধ্যে উত্তম তাহারদের

জল আচরণীয় আসামে প্রায় এই জাতির দ্বারা ভৃত্যকর্ম্ম নিষ্পন্ন করা যায় এবং উত্তম শূদ্র এই জাতিকেই বলা যায় সন্নকলিতা এক জাতি [৬] আছে তাহা হইতে ন্যূন কিন্তু জলাচরণ করা যায় তাহারদের মধ্যে কেহ ২ কুম্ভকারের বৃত্তি করে তাহারদিগকে কুমার কলিতা কহে মালাকারের বৃত্তি করিলে মালিকলিতা কহে তাহারাও ব্যবহার্য্য। হালুআইকেওট ও পটোয়া এইদুই জাতি পূর্ব্বোক্ত জাতি হইতে ন্যূন জলাচরণীয়। কোচ একজাতি আসামে যে আছে তাহারা ব্যবহার্য্য যেহেতুক তাহারা মদিরাপান শুকর পালন করে না। কোচাল দেশাবস্থিতেরা তাহা করে এপ্রযুক্ত বঙ্গদেশেতে অব্যবহার্য্য। মালৈ একজাতি তাহারদিগের জল অনাচরণীয়। হিন্দু ছুটিয়া ও বড়িয়া এই দুই জাতি অন্ত্যজ প্রায়। জুগি এক জতি পাটপলু পোষণ করিয়া পট্টসূত্র জন্মায়। হিরা ও চণ্ডাল ও টোকর এই তিনজাতি মৎস্য বিক্রয় করে এবং মৃৎপাত্রাদি নির্ম্মাণ করে কিন্তু কুলালের ন্যায় চক্র নাই একারণ তাহারদের নির্ম্মিত পাত্রে দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে ব্যবহার করা যায় না [৭] মুখি অর্থাৎ চুনাড়ি তাহারা চুনা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে শুড়ি এক জাতি আছে তাহারা মদিরা জন্মায়না তথাপি অব্যবহার্য্য জালুই-কেওট ও ডোম এই দুই জাতি মৎস্য ব্যবসায় করে এবং জালই-কেওটে তৈলও জন্মায় ইহা ব্যতিরেক পৃথক তেলি নাহি। ডোম জাতি সৌমার পীঠেতে ও প্রাগজ্যোতিঃপুরে অধিক তাহারদের মধ্যে অধিক লোক ধনাঢ্য ও আছে বাণিজ্য ব্যবসায় অনেকেই করে সুতরাং লেখাপড়াও জানে। অপর তাহারা এক ২ জন এমত বেশভূষান্বিত হইয়া ভ্রমণ করে যে কেহ ডোমজ্ঞান করিতে পারেনা শ্রীমদ্ভাগবত ও ভারত ও রামায়ণ এই সকলের ভাষা পুস্তকাধ্যয়ন করে নাটকানুসারে নাট্যযাত্রা করে তাহারদের যাজক ব্রাহ্মণ পৃথক আছে আরো তাহারদের ভক্তি ব্রাহ্মণাদি জাতি হইতে অধিক বলিতে হইবেক যেহেতুক শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে স্পষ্ট লিখিত আছে। [৮]

বিপ্রালোভভয় গ্রস্তা বেদবিক্রয় জীবিনঃ।
ধনার্জনার্থমভ্যস্ত বিদ্যামদবিমোহিতাঃ॥
ক্ষত্রিয়াশ্চ তথা বৈশ্যাঃ স্বধর্ম্মত্যাগশীলিনঃ
ততঃ:শূদ্রাশ্চ যে কেচিৎ ব্রাহ্মণাচারতৎপরাঃ॥
শূদ্রইত্যুপাদানাৎ তদাদয়োজাতয়ঃ।।

অপর তাহারদিগের যে ব্রাহ্মণ তাহারা ডোমের অদৃষ্ট রজস্কা কন্যা বিবাহ করে কিন্তু বিবাহানন্তর পুনর্ব্বার ডোমের গৃহে ভোজন করে না। এই ডোম জাতীয়েরা আপন বেশ ছদ্ম করিয়া উত্তম জাতির সহিত মিলিত হইয়া অকার্য্য করিবেক এমত আশঙ্কা করিয়া রাজা তাহারদের কপালে এক ২ রোহিত মৎস্যের চিহ্ন গোদনা দেওয়াইতেন তদ্দারা তাহারা জাতি গোপন করিতে পারিত না। এইক্ষণ ইংলণ্ডীয়াধীন হওয়াতে তাহা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু যে পর্য্যন্ত মৎস্যাঙ্কিত ডোম থাকিবে সেই পর্য্যন্তই ডোম সংজ্ঞা ইহার পর সে সংজ্ঞা লুপ্তা হইবেক। এই ক্ষ [৯খ] ণেই তাহারদিগকে ডোম কহিলে রাগাপন্ন হয়নদীয়াল নামে আপনাকে খ্যাত করে।

হাড়ি দুই প্রকার মরঙ্গ চোয়া নামে যে জাতি তাহারা মেথরের কর্ম্ম করে তাহারদের চিহ্ন প্রকাশার্থে মস্তকে এক ২ সমার্জনির গোদনা দেওয়া যাইত। অন্য একপ্রকার বনিয়া হাড়ি তাহারা তামা পিত্তল-সোণা রূপার কর্ম্ম করে। ধোবাও নাপিত এই দুই জাতি অত্যল্প। আহোম, বরাহি, আহোম ছুটীয়া, এই তিন জাতি প্রায় সমধর্ম্মশীলা উজান আসামে ইতর লোক প্রায় এই কএক জাতি ইহারা অব্যবহার্য্য। আহোম জাতীয়েরা এতদ্দেশের রাজা হইয়া হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বন করাতে অনেক ২ বিষয় ক্রমে রহিত হইয়াছে কিন্তু তাহারদের জল ব্যবহার করা যায় না। এবঞ্চ তাহারদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকারক ব্রাহ্মণকে অধমের মধ্যে গণনা করা যায় সকল আহোম জাতীয় হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হয় নাই

পূর্ব্বধর্ম্মেও অনেক লোক আছে তাহারদের রীতি রাজবিবরণেও রাজ্যশাসনে লিখিয়াছি। [১০]

মিকির, ও কচারি ও গারো ও লালুঙ্গ ও মিরি এই কএক পর্ব্বতীয় জাতি ক্রমে নামদানিতে বিস্তর বসতি করিয়াছে তাহারদের মধ্যে কেহ ২ পূর্ব্বীয় রীত্যনুসারে দেবপূজা করে কেহ ২ হিন্দু ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া হিন্দুর দেবতা পূজা করে অতএব সরণীয়া ও অসরণীয়া এই দুই প্রকার কহে।

গরিয়া অর্থাৎ মোছলমান জাতি অত্যল্প তাহারদের ধর্ম্ম বঙ্গদেশে সকলে জ্ঞাত আছেন কিন্তু এতদ্দেশে হিন্দুর প্রাধান্য প্রযুক্ত যবনেরাও অনেক হিন্দু ব্যবহার করে এবং বিষহরী বরমাণী শুভ চণ্ডী প্রভৃতির পূজা করে এইক্ষণ সে সকল নিবারণ করিয়া সরা অনুসারে আচরণ করার রাজাজ্ঞা হইয়াছে মনে করি ত্বরায় তাহাই হইবেক।

মড়িয়া একজাতি যবনপ্রভেদ যবনের যে সকল সুন্নৎ প্রভৃতি তাহা সকলেই করে কেবল মদিরা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া পান করে আর তাহারা কৃষিকর্ম্ম করে না। কেবল কাংস্যকারের বৃত্তিতে [১১] জীবন রক্ষা করে মৃত্তিকাভাবেও তাহারদের প্রত্যেক গোট পাইকে রাজস্ব ১৫ টাকা করিয়া লওয়া যায় সেই মড়িয়া জাতি অতিক্রোধী ও নির্ব্বোধ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই মদিরা পান করে এতন্নিমিত্তে সেই নির্ব্বোধেরা যে স্থানে থাকে সে স্থানে এমত কলহ কন্দল করে যে ভদ্রলোক থাকিতে পারে না।

আসামের মধ্যে যানবাহক পৃথক জাতি নাই পূর্ব্বোক্ত শূদ্র ও অন্ত্যজের মধ্যেই সে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়। সূত্রধার স্বর্ণকার লৌহকার কাংস্যকার চিত্রকর পৃথক জাতি নাই। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ব্যতিরেক তাবৎ জাতিই ঐ সকল কর্ম্ম করে তন্ত্রবায় অর্থাৎ তাঁতি একজাতি পৃথক আছে বটে কিন্তু ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি ভদ্রলোক সকলের স্ত্রীলোকে ঘরে ২ বস্ত্র প্রস্তুত করে এই এক মুখ্য দোষ পরম্পরা রূপে চলিত হইয়া আসিতেছে। অতএব নিন্দনীয়

জ্ঞান করে না এবং হঠাৎ কোনমতে নিবারণ হওয়ার কোনো উপায় দেখা যায় না। [১২]

জোলা এক জাতি আছে তাহারা কেবল কার্পাসের বস্ত্র প্রস্তুত করে ঐ জোলা হিন্দুও যবন দুইপ্রকার আছে। কাটানি জাতি হিন্দু পট্টসূত্র নির্ম্মাণ করে অনাচরণীয়। পটীয়া জাতি পাটী প্রস্তুত করে ইতি।

ঈশ্বরারাধনা বিষয়ক।

আসামের মধ্যে হিন্দুর মত প্রধান কিন্তু হিন্দুর মতের অনেক প্রকার সর্ব্বদেশে আছে আসামে যে ২ প্রকার তাহা লিখিতেছি। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভদ্রলোক যাঁহারা রাজধানীস্থানে বাস করেন তাঁহারা শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত ক্রিয়া করেন তাহার মধ্যে সৌমারীয়েরা অধিক রাঘুনন্দনী স্মৃতি ব্যবহার করেন কামরূপীয়েরা পশুপতি হলায়ুধ কাত্যায়ন শূলপাণি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সংগৃহীত সংগ্রহানুসারে চলে এবং পূর্ব্বোক্ত রাজগুরু ও তদিতর কএক গুরুবংশ আছে তাঁহারদের নিকট শৈবশাক্ত বৈষ্ণব মন্ত্রের দীক্ষা তন্ত্র শাস্ত্রানুসারে স্ব ২ অভিপ্রেত দেব [১৩] তার গ্রহণ করেন যেহেতুক কলিতে আগম শাস্ত্রানুসারে দীক্ষা কর্ত্তব্যা তথাচ।

কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গশ্চ দ্বাপরে স্মৃতি সম্ভবঃ। ত্রেতায়াস্তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ। অন্যচ্চ আগমোক্ত বিধানেন কলৌ। দেবান্ যজেৎ সুধীঃ। নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্য বিধানতঃ॥

অতএব তান্ত্রিক দীক্ষাই করিয়া থাকেন। গোপাল, দুর্গা, অন্নপূর্ণার প্রাসাদ এই দেবতার পঞ্চাক্ষর মন্ত্রগ্রহণ প্রায় লোকেই করেন। কালীতারাদির মন্ত্রে দীক্ষা প্রায় নাই। বঙ্গদেশে আগমিক হইলেই প্রায় মদিরা পান করেন এবং কৌলিকরূপে খ্যাত হইয়া পঞ্চমকার স্বীকার করেন এতদ্দেশে তাহার প্রচার নাই আগম শব্দের এই অর্থই মান্য করে যে।

আগতং শিববক্ত্রে, ভ্যোগতং শ্রীগিরিজামুখে। মতং শ্রীবাসু-দেবস্য তেন আগমইষ্যতে॥ বক্ত্রে,ভ্যইত্যুপাদানাৎ ষড়াম্নায় লাভার্থং। অতএব বেদাবিরুদ্ধত্বমাগমত্ব মিতিযাবৎ। [১৪]

কিন্তু মৎস্য মাংস সকলেই ভোজন করে এই মতাবলম্বী অত্যল্প লোক যাঁহারা শাস্ত্র জানেন তদিতর সাধারণ লোকের দুই মত বামুনিয়া ঠাকুরিয়া প্রথম বামুনিয়া মত লিখি।

বামুনিয়া মত।

বামুনিয়া মতাবলম্বী যাঁহারা তাঁহারদের গুরু, সত্র অর্থাৎ ভাগবত ধর্ম্মানুসারে এক ২ ধর্ম্মশালা করেন ঐ সত্রাধ্যক্ষের-দিগকে গোসাঞি কহে তাঁহারদের মধ্যে সৌমারে আউনিহাটীয়া ১। দক্ষিণপটীয়া। ২। গড়মুরিয়া। ৩। কুরুয়াবাহিয়া। ৪। এই চারিজন। কামরূপে পাটবাউসি। ১। বিয়াহকুচি। ২। গরইসারি। ৩। এই তিনজন প্রধান তাঁহারদের অনেক শিষ্য আছে এবং প্রথম লিখিত তিনজন উদাসীন অপর। ৪। জন গৃহস্থ সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ অধিকারী গোহাঞি নামে খ্যাত। উদাসীনেরদের মধ্যে এই রীতি আছে অধিকারী বর্ত্তমান থাকিতেও তদ্বংশীয় কোনো যোগ্য একজনকে ডেকা অধিকারী নামে খ্যাত করিয়া রাখেন পরে তন্মরণাবসরে ডেকা অধি [১৫] কারিকে আহ্বান করিয়া মস্তকে মাল্য প্রদান করেন। পরে রাজনিকটে বিজ্ঞাপন হইলে সকল মহন্ত একত্র হইয়া মাল্য প্রদান করিলে তিনি অধিকারী হন। এই তিনজনের জীবদ্দশায় পদচ্যুতি করা যায় না। অপর তদ্বংশীয় অনেক লোক তন্মরণান্তে তৎপদপ্রাপ্ত্যর্থে অকৃতদার হইয়া থাকেন কিন্তু ভাগ্যবশতঃ কেহবা তৎপদাভিষিক্ত হন কেহবা কেবল যুবতীবিলাস রসবঞ্চিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কেহবা অন্যজনের পদপ্রাপ্তি হইলে তদ্বিষয়ে নিরাস হইয়া বার্দ্ধক্যাবস্থাতে বিবাহ করিয়া ইতোভ্রষ্ট স্ততো নষ্ট হন। ঐ সত্র সকলে এক ২ বিষ্ণোরায়তন ও প্রতিমা ও উদাসীন ভক্ত থাকে। যে সত্রের অধিকারী উদাসীন সেখানে গৃহবাসী

ভক্ত থাকে না যেখানে অধিকারী গৃহস্থ সেখানে উদাসীন ও গৃহস্থ দুই প্রকার ভক্তই থাকে। এই কএক সত্র ব্যতিরেক আসামে ক্ষুদ্র সত্র বহুতর আছে কিন্তু ঐ সকল সত্রের অধিকারি লোকে কোনো দোষ করিলে রাজা তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া অন্য [১৬] তদ্বংশীয় যোগ্য দেখিয়া স্থাপন করেন ইহারদের যথার্থ বৈষ্ণব ধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতের মতে চলে ইহারদের যে ভক্ত নামক লোক সকল আছে তাহারদিগকে পূর্ব্বে রাজা ধর্ম্মোদ্দেশ্যক হরিনাম কীর্ত্তন করত সর্ব্বপ্রাণির হিতচিন্তন নিমিত্তে তাম্রপত্রিকা করিয়া দিয়াছেন এই সকল সত্রীয়ের অনেক শিষ্য আছে ইহারা তান্ত্রিক-দীক্ষা করান না, যে দুই একজন করান সেও পারিভাষিক, কেবলশরণ নামক এক দীক্ষা আছে তাহার স্থূল এই যে শিষ্যকে লইয়া অধিকারির সেবা করাইলে তিনি রাম কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ ইত্যাদি এক নাম বলিয়াদেন পরন্ত ইহাকে একপ্রকার হরিনামের উপদেশ বলা যায়। ঐ সকল সত্রে ভাগতি অর্থাৎ ভাগবত বক্তা একজন থাকিয়া প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা করণান্তে ভাগবত রামায়ণ ভারত প্রভৃতির যে ভাষা পদ্য আছে তাহা পাঠ করে তদন্তে করতালের বাদ্য [১৭গ] প্রভৃতি করিয়া সংকীর্ত্তন করে এই ধর্ম্মের মত প্রবর্ত্তক দেবদামোদর ও হরিদেব নামে দুই ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহারদের স্থাপিতমত এ কারণ বামুনিয়া কহে বাস্তবিক এক পথ মোটামোটী একপ্রকার ভাল ছিল কিন্তু কালক্রমে লোকের মূর্খতা প্রযুক্ত অনেক ব্যত্যয় হইয়াছে। প্রথমতঃ উদাসীন যে সকল তাহারা মৎস্য মাংস আহার করে আত্মোদরার্থে প্রাণি-হিংসা করে হরিণ ও খাসী প্রভৃতির গলা মোচড়াইয়া বধ করে দেবতোদ্দেশে ঘাতিত পশুর মাংস ভক্ষণ করে না এবং গৃহস্থের ন্যায় বাণিজ্য ব্যবসায় সমুদায় করে কিন্তু কেউলিয়া ভকত সংজ্ঞাতে আপনি খ্যাত হয় কৈবল্য ধর্ম্ম কিরূপ এই রূপ আচরণে থাকে যেহেতুক।

শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবাস্তেষাং মিন্দ্রিয় নিগ্রহো যদি ভবেদ্বিন্ধ্যস্তরেৎ সাগরং। আর অধিকারি ব্যক্তিকে চতুর্বাশ্রমির মধ্যে কোন আশ্রমি বলিতে পারি না কারণ যে ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে কেবল বিবাহ পরিত্যাগমাত্র তৈল মাংস সমুদায় ব্যবহার ও পিতৃ শ্রাদ্ধাদিও করে [১৮] কিন্তু চিরকালাবধি পরম্পরারূপে চলিত ধর্ম্মকে তুচ্ছ করা যায় না বিশেষতঃ ঐ অধিকারিরদিগের মধ্যে পূর্ব্বে অনেকে মহাপুরুষ হইয়া গিয়াছে ইদানী কাল বিপ্রকর্ষ হেতুক লুপ্ত হইয়াছে। অপর ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝা অতি দুরূহ যেহেতুক ধর্ম্মের সূক্ষ্মাগতি তথাচ।

কানীনস্য মুনেঃ স্ববান্ধববধূ বৈধব্যবিধ্বংসিনো নপ্তারঃ কিল-গোলকস্য তনয়াঃ কুণ্ডাঃ স্বয়ং পাণ্ডবাঃ। তে বৈ পঞ্চ সমান যোনিনিরতাস্তেষাং সমুৎকীর্ত্তনাদ্ধর্ম্মং স্বস্ত্যয়নং ভবেদনুদিনং ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ।

আর ঐ মতাবলম্বিরদের মধ্যে কেবল হরিনামেরি প্রাধান্য যে হউক এমত একপ্রকার ভাল কেননা ইহারদের গুরু ব্রাহ্মণ এবং বৈদিকাক্রিয়ারও অনুরূপ অনুষ্ঠান আছে এই কএক প্রধান যে সত্র ইহারদের শিষ্যের কারণ কোন আপত্তি প্রায় নাই ক্ষুদ্র ২ যে সকল সত্র আছে তাহারদের শিষ্যের কারণ পরস্পর মহাকলহ হইয়া এক ২ [১৯] মোকদ্দমা দুইতিন পুরুষ পর্য্যন্ত থাকিয়াও নিষ্পত্তি হয় না বিশেষতঃ উজান আসামের সত্রে আরো অধিক বিরোধ হইয়া থাকে এইক্ষণ ইংলণ্ডীয়াধীন হওয়াতে হকিয়তে আপন ২ শিষ্যের দাবী করিয়া অনেকে নালিশ করিতেছে কিন্তু ঐ সকল মোকদ্দমাতে যে ব্যক্তি হারে সে কখনো আপিল না করিয়া ক্ষান্ত থাকে না। এই রীতি পশ্চাৎ লিখিত সত্র সকলেও আছে এইক্ষণ মহাপুরুষিয়া মার্গের বিবরণ লিখিব ইতি

ঠাঙ্গরিয়া মহাপুরুষিয়ামত।

বামুনিয়ার যে রূপ ধর্ম্মমালা প্রভৃতি ইহারদেরও ঐ প্রকারেই বিশেষ এই যে তাহারদের মত প্রবর্ত্তক শঙ্কর ও মাধব নামক

দুইজন কায়স্থ ছিল কিন্তু যথার্থ ঐ দুই কায়স্থ মহাপণ্ডিত ছিল। শঙ্কর কর্ত্তৃক সমুদায় শ্রীমদ্ভাগবত ভাষাতে রচিত হইয়াছে মাধব ও মহাকবী ছিল তৎকর্ত্তৃক ভাষা গদ্য পদ্য ভক্তি বিষয়ক অনেক পুস্তক রচিত হইয়াছে ঐ মতাবলম্বি লোকেরা মূল গ্রন্থা- [২০] পেক্ষা তাহারদের রচিত ভাষা পুস্তকের অধিক মান্য করে বরং তাহারদিগকে অবতার রূপে ব্যাখ্যাও করে পরন্তু ঐ দুইজন হরি ভক্তি সম্পাদকের মত উত্তম করিযাছিল কালক্রমে অত্যন্ত বিপর্য্যয় হইয়াছে কেবল বেদবিরুদ্ধ আচরণ দেখা যায়।

প্রথমতঃ শিবদ্বেষ্টা শিবনাম শ্রবণে মহারোগাপন্ন হয় বরং পঞ্চদেবতার পূজা শ্রাদ্ধ বিবাহাদি যে করে তদ্দোষ ভঞ্জনার্থে ভক্তেরদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এই মতের প্রধান সত্র সৌমারে কমলাবাড়ী ১ কামরূপে বড় পেটা ২ সুন্দরী দিয়া ৩ চামরিয়া ৪ এই চারি ইহারদের ভক্তের মধ্যে অনেকে তুলসী স্পর্শ করে না তৎপরিবর্ত্তে রঙ্গীয়াল নামক পুষ্পের পত্র ব্যবহার করে শালগ্রাম পূজা না করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির পূজা করে ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যানুষ্ঠান করে না শূদ্রে ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করে সেও যাহা হউক এতদপেক্ষাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ অধিক দেখা যায় যে কোন ২ [২১] সত্রে শূদ্রেতে ব্রাহ্মণকে শিষ্য করে ইহা কোন শাস্ত্র সম্মত নহে বরং শূদ্রের শূদ্রকেও দীক্ষা দানের অধিকার নাই। তথাচোক্তং। শূদ্রঃ শূদ্রমুখ্যা [?] স্ববিদ্যাস্বামন্ত্রমেব বা॥ দাতাপি নরকং যাতি গ্রহীতা নরকং ব্রজেৎ॥

ঐ সকল লোকেরা নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া প্রায় করে না কেবল একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধমাত্র করে আর ঐ সত্রাধ্যক্ষেরদের মৃতাহ তিথিতেও ঐ শঙ্কর মাধবের মৃতাহ তিথিতে শ্রাদ্ধ করিয়া মৃদঙ্গাদি বাদনপূর্ব্বক মহোৎসব করে। প্রধান লোকেরা দশদিন বারদিন পর্য্যন্ত নাটকানুসার যাত্রা করে অপর কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও ফল্গুৎসব ইত্যাদিতে উৎসব করে বটে বৈদিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া কেবল মৃদঙ্গ বাদনাদি মাত্র করে নিত্য ক্রিয়ার মধ্যে কেবল

ভেকবৎ স্নানমাত্র বরং দিবসের মধ্যে যদ্যপি দশবার বাহ্যে গমন করে তবে দশবার স্নান করিবেক গৃহান্তরে স্থানান্তরে গেলেও [২২] তদ্রূপ করে সন্ধ্যাবন্দনাদি না করাতে পাপ জ্ঞান নাই কেবল স্নান হইলেই তাবৎ ক্রিয়া সমাপন জ্ঞান করে।

দিহিঙ্গ নামে এক সত্র আছে তাহার মতপ্রবর্ত্তক বড় যদুমণি নামক কায়স্থ ছিল তৎসত্রাধ্যক্ষ ও কায়স্থ তাহার রীতি ততোধিক জঘন্য অর্থাৎ শিষ্যেরা কেবল সত্রাধ্যক্ষকেই পরব্রহ্ম জ্ঞান করে বৈষ্ণব হইয়া তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করে না এবং ব্রাহ্মণকে শিষ্য করে শিষ্যেরা ব্রাহ্মণকে অতি তুচ্ছজ্ঞান করে এই সত্রের শিষ্য আসামদেশস্থ প্রায় ডোম ও হাড়ী।

মোয়ামরিয়া নামে পৃথক এক সত্র আছে সপাপিষ্ঠস্ততোধিকঃ তাহার মতপ্রবর্ত্তক সরু যদুমণি সেও কায়স্থ ছিল তাহারদের প্রায় ভক্তের মধ্যে পরস্পর অন্নযোনির বিচার নাই শুষ্ক মৎস্য ও মাংস ভোজন করে ভক্তের নিমিত্তে পরস্পর প্রাণত্যাগ করে অপর পূর্ব্ববৎ।

অপর অরিতিয়া নামে একমত তাহা গোপ [২৩] নীয় রূপে সম্পন্ন হয় পূর্ব্বোক্ত সকল মতাবলম্বি লোকেই এতন্মার্গে অব্যক্তরূপে প্রবিষ্ট হয় তাহার স্থূল ধর্ম্ম এই ব্রাহ্মণ সেবা না করিয়া ভক্তসেবা একটা করে তাহা রাত্রে হইয়া থাকে সংগোপন স্থানে অমেধ্য অপেয় মদিরাদি একত্র পাক করিয়া সর্ব্বজাতি একত্র উপবিষ্ট হইয়া পান ভোজন করে অন্নপরিবেশন কর্ত্রী এক স্ত্রী থাকে তাহাকে থালপহারি কহে এবং একজন রযো-বিশিষ্টা যুবতী থাকে তাহাকে ভক্তিমাতৃ কহে শূন্যাগারে মুক্তকেশী দিগম্বরী হইয়া উপবিষ্টা হইলে তৎস্তনমণ্ডলে দুগ্ধ দেয় যোনিমণ্ডলে পতিত হইলে অঙ্গোদক জ্ঞানে সকলেই পান করে।

পরন্তু তাহারা বিষ্ণুর আরাধনা বামমার্গে করে পান ভোজ-নান্তে ভক্তিমাতৃর অধোবস্ত্রে মুখমার্জন করে আর যে পত্রে ভোজন করে তাহা শুষ্ক করিয়া রাখে বারম্বার সেই পত্রেতেই

ভোজন করিয়া থাকে এবঞ্চ যে মৃত্তাণ্ডে পাক করে তাহা অশুদ্ধ হয় না এবং যে ২ স্থানে ভক্তসেবা হয় [২৪] সেই পবিত্র স্থালী নিয়া পাকাদি করে ইত্যাদি অনেক ক্রিয়া আছে ক্রমেএতন্মার্গের অধিক বৃদ্ধি হইতেছে তাহারা শিব ও দুর্গা নামশ্রবণ কীর্ত্তন বৈদিকী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান প্রাণান্তেও করেনা কলিতে এই সকল উপর-উক্ত পাষণ্ড বৈষ্ণব অবশ্যই হইবেক তদুক্তং মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্রে।

কলৌ তু ভারতে দেবি নিন্দকা বহবোজনাঃ।
শিবনিন্দাপরাঃ কেচিৎ বিষ্ণুনিন্দাপরায়ণাঃ॥
সর্ব্বেষাং দেবতানাঞ্চ দেবীনাঞ্চ তথৈবচ।
সততং কুরুতে নিন্দাং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

আর ঐ সকল লোকে কেবল হরিনামের পর নির্ভর করিয়া শ্রুতিস্মৃত্যাদ্যুক্ত তাবৎ ক্রিয়ার সংহার করিয়া তাহার এই সমাধান করে।

এক নামে যত পাপ সংহরিতে পারে।
পাপি জন তত পাপ করিতে না পারে॥

অপর কহে যে। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং স্মরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বভূতেভ্যোরক্ষয়িষ্যামি মা শুচ। [২৫ঘ]

এই বচনের এই অর্থ করে যে সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে ঈশ্বর সর্ব্বভূত হইতে রক্ষা করেন। পরন্তু বৈদিকী ক্রিয়াদি পরিত্যাগ করিয়া হরিনাম গ্রহণ করিলে কখনও শ্রেয়োজনক হইতে পারে না তদুক্তং।

স্বধর্ম্মনিরতোভূত্বা হরের্নাম স্মরেদ্ধৃদি।
তদা পাপান্যশেষাণি নাশয়ত্যেব নিশ্চিতং॥
বিহায় সন্ধ্যাং গায়ত্রীং হরিনাম স্মরেদ্ধৃদি।
যান্যক্ষরাণি নাম্নাং বৈ বসন্তি চ শুচিস্মিতে॥
তানি সংখ্যান্যনেকানি পাপানি চ পদে পদে।
অন্নং জলং তথা পুষ্পং যদ্দত্তং বিষ্ণবে প্রিয়ে॥
অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতং।

আর ঐ বৈষ্ণবসংজ্ঞকেরা করতালী ও ভোটতাল নামক কাংস্য নির্ম্মিত বৃহত্তালদ্বারা এমত ঘোরতর কীর্ত্তন করত পৃথিবীতে অদ্ভুত পাদতাড়ন করে। তথাচোক্তং।

ভারতে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে পৃথিব্যাং পাদতাড়নং।
যে করিষ্যন্তি দেবেশি বিষ্ণোরগ্রে দ্বিজাধমাঃ॥ [২৬]
পাদতাড়নসংখ্যকান্তস্য বৈ পুরুষান্ বহূন্।
স্বর্গাচ্চ নরকং দেবি তে গচ্ছন্তি নচান্যথা॥।
পূজাকালে চ চার্ব্বঙ্গি ধ্যানানন্দোভবেত্যদি।
তদৈব নৃত্যং চার্ব্বঙ্গি যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাতয়ঃ॥
বিষ্ণুদুর্গাশিবাগ্রে বা তদা পাপং বিনশ্যতি।
গীতভাবময়োভূত্বা যদি নৃত্যং করোতি হি॥
কোটীবংশং সমাদায় স দ্বিজো নরকং ব্রজেৎ।

আর এই কামরূপ দেশ ৺কামাখ্যার, ইহার অধিষ্ঠাত্রী কামাখ্যা দেবী কিন্তু আসাম দেশীয় তিন অংশ লোকে তাঁহাকে মানে না বরং নীল পর্ব্বতারোহণ যদি দৈবাৎ কার্য্যান্তরে হয় তবে তৎপাপ বিশুদ্ধ্যর্থে ভক্তসেবা করে এই রূপ সতত দেবী দ্বেষ্টারদিগের বিপরীতাচরণ হেতুক ভগবতী ক্রুদ্ধা হইয়া বারম্বার উপদ্রব করেন কিন্তু বশিষ্ট শাপ দ্বারা ইহা হইয়াছে তদ্বৃত্তান্ত মূলানুসারে লিখিতেছি। তদুক্তং হরগৌরী সংবাদে শিববাক্যং।

যদা নৃত্যসি নগ্নাত্বং গূঢ়া নীলাদ্রিগহ্বরে॥
তদা বশিষ্ঠ আয়াতি দ্রষ্টুঞ্চাত্র দিনত্রয়ং। [২৭]
অদৃষ্টাভবতীং ক্রুদ্ধঃ শশাপ বিধিনন্দনঃ॥
যত্র স্থিত্বা মহেশানি উন্মত্তা গর্ব্বিতাপ্যসি।
কামরূপেশ্বরীং ত্বান্ত ন মন্যন্তে ততঃ প্রজাঃ॥
ইতি শপ্ত্বা গতে ক্রুদ্ধে বশিষ্ঠে সত্যবাদিনি।
কামরূপজনানাং তৎসেবাহ্রাসস্তদাবধি॥
হরৌ বুদ্ধত্বমাপন্নে কামরূপজনাঃ প্রিয়ে।
ত্বাংবিহায় ভজিষ্যন্তি কেবলং হরিমীশ্বরং॥

হরিসেবাসু বিশ্বস্তান্ স্বীয়সেবাসু সংযতান্ ।
পীড়য়িষ্যসি বীক্ষ্যত্বং কামরূপনিবাসিনঃ ॥
উভয়ত্র পরিভ্রষ্টং দৃষ্ট্বা কামনিবাসিনং ।
ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা স্বদেশং প্লাবয়িষ্যতি ॥
ধনধান্যপরিভ্রংশ আয়ুর্যাতি যশঃ ক্ষয়ং ।
জ্ঞাতিপুত্রবিয়োগঞ্চ তব কোপাদ্ভবিষ্যতি ॥
বহুকালস্থিতিশ্চাস্মিন্নৃপাণাং নচ সম্ভবঃ ।
পরভূপাক্রমশ্চাপি ভবিষ্যতি মুহুর্মুহুঃ ॥
ইন্দ্রভস্মাচলোপান্তে সূক্ষ্মধারা যদা ভবেৎ ।
প্রোত্থিতা চোর্ব্বশীধারা হতরাজ্যোভবেন্নৃপঃ ॥
যদা পুষ্পনদীং ভিত্বা লৌহিত্যো যাতি চোত্তরং । [২৮]
নক্ষত্রাচলকং গচ্ছেৎ শাপশান্তিস্তদা খলু ॥
ইন্দ্র ভস্মাচলোপান্তে স্ফাটিক্যং সংক্রমেত্তদা ।
বশিষ্ঠশাপসংমুক্তঃ কামরূপী সুখী ভবেৎ ॥
যদা বৌদ্ধেশ্বরীং নাভিং ব্রহ্মপুত্রোজলৈঃ স্পৃশেৎ ।
বশিষ্ঠশাপসংমুক্তঃ কামরূপী তদা ভবেৎ ॥

ইন্দ্রাচল গুয়াহাটীতে লৌহিত্যের উত্তর পারে অশ্বক্রান্তের নিকট আড় পর্ব্বত নামে প্রসিদ্ধ ভস্মাচল এবং ব্রহ্মপুত্রনদের মধ্যে উমানন্দ পর্ব্বত নামে প্রসিদ্ধ ঐ পর্ব্বতদ্বয় মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের সূক্ষ্মধারা যখন হইবেক। এবং ভস্মাচলের নিকট যে উর্ব্বশী তীর্থ তাহা বর্ষাতে জলাপ্লুত হইয়া থাকে তাহা যদি জলাপ্লুত না হইয়া প্রোত্থিত হইবেক তৎকালীন রাজা হতরাজ্য হইবেন।

বৌদ্ধেশ্বরী নাভি অর্থাৎ গুয়াহাটীতে লৌহিত্যের দক্ষিণতীরে মন্দরাচল পর্ব্বতে বড়বামুন নামে প্রখ্যাত জনার্দ্দন প্রতিমা আছেন তিনি কলিতে বুদ্ধস্বরূপ হইয়াছেন যেহেতুক। [২৯]

জনার্দ্দনঞ্চ দেবঞ্চ কলৌবুদ্ধস্বরূপিনং ।

ব্রহ্মপুত্রজলে অতি বর্ষা হইলে ঐ বৌদ্ধেশ্বরী প্রতিমার পদ অথবা জানু পর্য্যন্ত স্পৃষ্ট হয় নাভিদেশ স্পৃষ্ট হয় না যৎকালে

তাহা হইবেক তখন কামরূপ বশিষ্ঠ শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখী হইবেক।

আহোম কচারি লালুঙ্গ মিকির প্রভৃতি পর্ব্বতীয় জাতীয়েরা আসুরিক মতে চুঙ্গদেও পূজা করে তাহা রাজবিবরণে লিখিয়াছি ইতি।

রীতি ব্যবহার।

সর্ব্বদেশে রীতি ও ব্যবহার পৃথক ২ আছে আসামে যে সকল রীতি তাহা আবশ্যক মতে লিখিতেছি।

আসাম দেশীয় লোক প্রায় দেশান্তরে গমনাগমন করে না যদ্যপি যায় তবে তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে কেহ ২ গমন করে দেশান্তরে গিয়া কোন চাকরী কিম্বা কর্ম্মান্তর কিছু করে না এই কথা প্রথমে লেখার [৩০] তাৎপর্য্য এই যে এই কর্ম্মই অনেক দেশের কারণ যেহেতুক ইহার দ্বারা এতদ্দেশীয় লোক কেবল আপনাকে উচ্চ ও ধনী জ্ঞান করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ ব্যতিরেক অন্য ২ জাতিরা বিবাহবিনা অন্যের ভার্য্যা পরিগ্রহ করিয়া অবকাশমতে কালান্তরে বিবাহ করে বরং কেহ ২।৪।৫ সন্তান হইলে পরে দেহ শুদ্ধ্যর্থে বিবাহ করে বিধবাও ব্রাহ্মণ ব্যতিরেক অন্য জাতির নাই পতি মরণান্তে পত্যন্তর ভজনা করে। পরন্তু বিবাহ হয় না কেবল পরিগ্রহ করিয়া দাম্পত্য-রূপে বাস করে বিবাহিত পতির মরণের চিহ্ন এইমাত্র রাখে যে সিন্দুর পরিধান করে না শঙ্খ ও যে কোন স্ত্রীলোকে পরিধান করে না।

নগর অর্থাৎ গুয়াহাটী, জোড়হাট রাজধানী ব্যতিরেকে অন্য পল্লীগ্রামেতে ধোপা, নাপিত, দরজী প্রায় নাই ঐ সকল কর্ম্ম গৃহস্থেরা স্বয়ং নির্ব্বাহ করে বরং উজান আসামে [৩১] স্ব ২ গৃহে তৈলও নির্ম্মাণ করে আর এতদ্দেশীয় লোকে অধিক তাম্বূল চর্ব্বণ করে প্রাতঃকালাবধি পুনঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অনবরত পান চর্ব্বণ করিতে থাকে কখনও তাম্বূলবিহীন বদন থাকে

না আর ঐ যে তাম্বূল তাহাও অপরিষ্কার অর্থাৎ বঙ্গ-দেশাদিতে যে প্রকার শুপারি শুষ্ক করিয়া রাখে এদেশে তাহা নহে কাঁচা শুপারি রাখিয়া ভক্ষণ করে সে অতি কদর্য্য ব্যবহার সকল লোকের নিকট এক ২ তাম্বূলের গামছা সর্ব্বদাই আছে কি রাজগৃহ কি রাজমার্গ সর্ব্বত্রই খায় কোন স্থানে বিরাম নাই এ কারণ যে স্থানে দশ জন একত্র হয় সেই স্থানকে হঠাৎ অপরিষ্কার করে তাহারা ভোজন না করিয়া বরং থাকিতে পারে তাম্বূল বিনা জীবন দুর্ল্লভ এবং প্রায় লোকেই মৎস্য মাংস ভক্ষণ করে।

আসামের অত্যল্প লোকে লেখাপড়া জানে বিশেষতঃ অহোম জাতীয় অতি মূর্খ এদেশে যত অধিক ভাগ্যবান হয় ততই অধিক [৩২] মূর্খ হয় প্রধান দোষের কারণ এই হইয়াছে যেহেতুক যাহার শাস্ত্রজ্ঞান নাই তাহার হিতাহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান কি প্রকারে হইবেক এই নিমিত্ত আহোম জাতীয়ের অত্যন্ত দারুণ শাসন ছিল কেবল ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মধ্যে বিদ্যার আলোচনা ছিল এই ক্ষণে ইংলণ্ডীয়াধীন হওয়াতে তদ্বিষয়ের অধিক সুরীতি স্থাপনা করা গিয়াছে অনুমান হয় এই রাজার শাসন থাকিলে কিছু-কালের পরে লোকের সভ্যতা জন্মিবেক এবং মাৎসর্য্যও দূর হইবেক এবং এদেশের লোকে কেবল গুরুকে অধিক রূপে মান্য করে তদ্ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণকে শূদ্রে প্রণাম করে না এবং কোন জাতির পরস্পর না বন্দগী আছে না সেলামই আছে। এবং প্রণামও নাই রামরামিও নাই।

কেবল কর্ত্তাপক্ষ যিনি তাঁহাকে প্রণাম নমস্কার সকলেই করে তাহাও কিছু ধর্ম্মার্থে নহে কেবল ভয় প্রযুক্তই করে। মাতা পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে [৩৩] কেহই প্রণাম করে না কেবল সম্বৎসরের মধ্যে তুলা মকর মেষ এই তিন সংক্রান্তিতে অথবা স্থানান্তর গমনকালে বা আগমনকালে প্রণাম করে।

কামরূপ হইতে সৌমারে অনেক ২ আচারের খর্ব্বতা আছে এইসকল বিষয় যোগিনীতন্ত্রে সুস্পষ্ট লেখে। তথা চ।

কামরূপে ন সন্ন্যাসং তথা দীর্ঘব্রতানি চ।
ন ত্যজেদামিষং দেবি ব্রহ্মচর্য্যব্রতং ন চ॥
সংসর্গে পাতকং নাস্তি স্বধর্ম্মধর্ম্ম উচ্যতে।
ন শুক্লাদশনাঃ স্ত্রীণাং তাম্বুলাশী সদা ভবেৎ।
হংসং পারাবতং মাংসংবারাহং কূর্ম্মমেব চ।
কামরূপে পরিত্যজ্য দুর্গতিস্তস্য জায়তে।
হীনাচারস্তু সৌমারে সর্ব্বাশী সোমবিক্রয়ী।
তত্র নারী সদা রুষ্টা তত্র রাজাপ্যপুণ্যবান্।

পূর্ব্বে বরাহ ব্যবহার্য্য ছিল কিন্তু অনেক দিন হইল পরিত্যাগ হইয়াছে। এবং পত্রাদি লিখিতে কিছু পাঠাপাঠ নাই [৩৪] কেবল হাকিম পক্ষের পত্রের 'পাঠাপাঠে বিবেচনা অধিক ছিল তাহার বিশেষ লিখা অধিক বাহুল্য কিন্তু এ সকল বিষয়েও ক্রমে সুরীতি হইবেক।

চিকিৎসাদি।

চিকিৎসাদি রাজধানীস্থানে আয়ুর্ব্বেদ অনুসারে করা যায় পল্লীগ্রামের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুযায়িনী হয় না প্রায় লোকের চিকিৎসা মন্ত্র দ্বারা ঝাড়িয়া করে কিন্তু নাড়ী জ্ঞান নাই কেবল রোগ লক্ষণ দ্বারাই চিকিৎসা করে এবং রসায়ন কোন ঔষধ ব্যবহার করে না সকল কসায়ণ ঔষধ আচরণ করে কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে যে সকল কর্ম্ম আয়ুর্ব্বেদের মতে অপথ্য তাহারা তদ্দ্বারাই নীরোগী হয় বাস্তবিক ঐ চিকিৎসকেরদের মধ্যে এই এক উত্তমতা দেখা যায় যে সর্পের বিষ মন্ত্র দ্বারা উপশম করে এবং ভৌতিক দোষ ও মন্ত্র দ্বারা হঠাৎ নিবারণ করে।

অন্য ২ দেশে হাকিম পক্ষের নজর দিতে টাকার আসরূপী ব্যতিরেকে কোন দ্রব্য দেওয়া [৩৫] যায় না এবং উপঢৌকন ডালি প্রেরণ করিতেও কেবল উত্তম ফলাদি দেওয়া যায় এদেশে নজরে ও উপঢৌকনে না দেওয়া যায় এমত কোন দ্রব্য নাই আরণ্যিক অত্যপকৃষ্ট ফল মূল শাক পাণ গুপারি তণ্ডুল মাষ মুদ্গ

সমুদায় ব্যাবহার করা যায়। কিন্তু এই এক সুরীতি যে প্রায় কেহ কাহার নিকটে রিক্তহস্তে গমন করে না।

আসামে স্পর্শদোষ অধিক ধর্ত্তব্য করিত বিশেষতঃ যবনের স্পর্শ অধিক দোষজ্ঞান করিত এবং যবন জাতীয় অত্যপকৃষ্টের মধ্যে গণিত ছিল বরং ধোবা নাপিত কেহ তাহারদের বস্ত্র প্রক্ষালন ও ক্ষৌর কর্ম্ম করিত না এক্ষণে ইংলণ্ডীয়াধীন হওয়াতে যবন হিন্দুস্থানের মত সভ্যের মধ্যে প্রায় আসিয়াছে।

পর্ব্ব বিষয়ক।

আসামে যবনের অল্পতাপ্রযুক্ত যাবনিক পর্ব্ব অর্থাৎ মোহরম প্রভৃতি অতি সংক্ষেপ রূপে হইত আসামের যবন প্রায় হিন্দু ব্যবহারিক ছিল [৩৬] তাহারা বিষহরী বরমাণী শুভচণ্ডী পূজা করিত ইদানী ইংলণ্ডীয়াধীন হওয়াতে কাজী মোকরর করা গিয়াছে এবং সরার বরখেলাপ অর্থাৎ তাহারদের ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে নিষেধ করা গিয়াছে তথাচ বিষহরীর পূজাদি পরিত্যাগ করে নাই ক্রমে সরার জারি হইলে ত্যাগ করিবেক।

হিন্দুর পর্ব্বের মধ্যে দুর্গোৎসব ফল্গুৎসব এই দুই পর্ব্বই সর্ব্বত্র প্রবল এবং এদেশেও তাহাই প্রবল কিন্তু রাজা অথবা রাজনিকট হইতে প্রাপ্তাজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতিরেকে দুর্গোৎসব কেহ করিতে পারিত না তন্নিমিত্তে পল্লীগ্রামস্থ প্রায় লোকে দুর্গোৎসব জানেও না ফল্গুৎসব সর্ব্বত্র হয় তদ্ব্যতিরেকে জন্মাষ্টমী শিবরাত্রি এই দুই পর্ব্বের প্রকাশ আছে। রথ, রাস, জগদ্ধাত্রী, কার্ত্তিক পূজা প্রভৃতির প্রকাশ নাই। পল্লীগ্রামে সত্রাধ্যক্ষেরদের মৃতাহে যে যাত্রা হয় সেই প্রধান পর্ব্ব অপর বিহু অর্থাৎ বৈশাখের সক্রান্তির [৩৭] দিন অবধি ৭ দিবস পর্য্যন্ত চড়ক না হইয়া বিহুর গান একটা হইয়া থাকে তাহাতে সাধারণ লোকের স্ত্রীলোক ও লম্পট পুরুষ সকল একত্র হইয়া অত্যন্ত জুগুপ্-সিত নৃত্যগীত করিয়া থাকে পল্লীগ্রামে সর্ব্বাপেক্ষা এই

পর্ব্ব অধিক কিন্তু এই কুরীতি কামরূপে নাই সৌমারে অধিক।

আসামে শকট, বলদ, গাড়ি প্রভৃতি কোন উপায়দ্বারা দ্রব্যাদির ভার বহন করা রীতি নাই কেবল মনুষ্যের স্কন্ধে ও নৌকার দ্বারা দ্রব্য বহন করা যায়। এইক্ষণে ইংলণ্ডীয়াধীন হওয়াতে মহিষ ও গরুর দ্বারা ভার বহনের রীতি প্রকাশার্থে উদ্যোগ করা গিয়াছে কিন্তু তাহা সম্পন্ন হয় নাই অনুমান হয় কিছুকালের পরে ক্রমে এ রীতির প্রকাশ হইতে পারিবেক।

পূর্ব্বে হস্তির ভক্ষণের নিমিত্ত যে ঘাস তাহাও হস্তির পৃষ্ঠে না আনিয়া মজুরের স্কন্ধে আনিত এইক্ষণ হস্তির পৃষ্ঠে চারা আনিবার রীতির প্রচার হইয়াছে অতএব মনে করি অপর রীতিরও ক্রমে প্রচার হইবেক। [৩৮]

উৎপন্ন দ্রব্য বিষয়ক।

বঙ্গদেশে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় আসামেও প্রায় সেই সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় অতএব সাধারণ ফল পুষ্প ও ধান্যাদি যে সকল দ্রব্যের ইতর বিশেষ নাই তাহা না লিখিয়া কেবল যে ২ দ্রব্য বিশেষ জন্মে অথবা উৎপন্ন না হয় তাহাই লিখিতেছি।

আসামে প্রায় চিনি জন্মে না কেহ ২ কোন ২ স্থানে অত্যল্প প্রস্তুত করে বাণিজ্যব্যবসায়ি লোকেরা বঙ্গদেশ হইতে আনিয়া বিক্রয় করে পূর্ব্বে রাজার অধিকারে চেনিসলিয়া নামক এক খেল মনুষ্য ছিল তাহারা রাজভক্ষণোপযোগি শর্করা প্রস্তুত করিত অন্য সকলে শর্করার পরিবর্ত্তে গুড় ব্যবহার করিত।

এ দেশে গো মহিষ অনেক আছে কিন্তু ঘৃত জন্মে না তাহার মধ্যে কামরূপে কোন ২ স্থানে ঘৃত জন্মে কিন্তু সে ঘৃত অতিশয় কটু একারণ কেবল জ্বালানি কর্ম্মে লাগান যায় বঙ্গদেশ হইতে আনিয়া ভক্ষণার্থে বিক্রয় করে। [৩৯]

জীরা, মেথি, যব গোধুম, বুট, অরহর, খেসারি, তাল, খর্জ্জুর এই সকল দ্রব্য রোপণ করিলে জন্মিতে পারে কিন্তু রোপণ করে

না সংপ্রতি কোন ২ স্থানে যব, ও বুটের কৃষি হইয়াছে। খেসারি এক প্রকার স্বয়ং জন্মে তাহাকে বড় কলামাহ কহে।

লবণ। সামুদ্রিক লবণ জন্মে না কিন্তু ভোটান্ত হইতে এক-প্রকার লবণ আইসে। উজান আসামে লোণপোঙ্গ অর্থাৎ লবণের উৎপত্তি স্থান আছে ঐ স্থানের জল পাক করিলে এক-প্রকার লবণ জন্মে তাহা সৈন্ধব লবণাকার এবং খণ্ড ২ করা যায় তাহাকে ডুখরিয়া লোণ কহে তাহার দুই তিন খণ্ড বৃক্ষের পত্রে একত্র বদ্ধ করিয়া বিক্রয় করে একাক দুকাক ইত্যাদি সংখ্যাতে গণিত হইয়া বিক্রয় হয় যদ্যপিও এই সকল লবণ জন্মে তথাচ বঙ্গদেশ হইতে আনীত ৪০।৫০ হাজার মোণ লবণ প্রতিবৎসর বিক্রয় হয় পূর্ব্বে লবণের বাণিজ্যে অধিক লাভ ছিল সংপ্রতি লবণের উপর যে মাশুল ছিল তাহা রহিত হওয়াতে সকল [৪০] লোকে ক্রয় করিতেছে একারণ মূল্য ন্যূন হইয়াছে আসামের বাণিজ্যবিষয়ে প্রধান এই কএক বস্তু, পল্লীগ্রামে লবণের বদ-লাইতে প্রায় সকল দ্রব্য পাওয়া যায় অপর কামরূপের অন্তঃপাতি পরগণে সরুক্ষেত্রি, বরক্ষেত্রি ও বাউসি প্রভৃতি স্থানস্থ লোকেরা প্রায় লবণ ভক্ষণ করে না বিলের মধ্যে শৈবাল প্রভৃতি যাহা জন্মে তাহা আহরণ করিয়া দগ্ধ করিলে একপ্রকার ক্ষ্যার জন্মে লবণের পরিবর্ত্তে তাহাই ব্যবহার করে বরং ঐ সকল লোকে লবণ খাইলে পীড়িত হয় অতএব সৌমারীয় লোকেরা কাম-রূপীয়েরদিগকে উপহাস করে। বোলে কটা খার খোয়া ঢেকেরি। অর্থাৎ ক্ষ্যারকেই লবণবোধে ভক্ষণ করে অতএব নির্ব্বোধ। ঐ ক্ষ্যার পানিখার, শঠখার চরাখার প্রভৃতি অনেক প্রকার তাহার ভেদ লেখা অনাবশ্যক এতদ্ব্যতিরেক যবক্ষ্যারও একপ্রকার জন্মে।

এবং সার্ষপতৈল যথেষ্ট জন্মে তিল তৈলও আর [৪১৮] শুকমতে পাওয়া যায় তদ্ব্যতিরেকে অন্যকোন দ্রব্যের তৈল প্রস্তুত করিতে জানে না নারিকেল কামরূপেও প্রাগ্‌জ্যোতিঃপুরে কিছু ২ পাওয়া যায় সৌমারে মোটেই নারিকেলের বৃক্ষ নাই। তাল

খর্জ্জুর ও কপিত্থ কিছুই জন্মে না ইহা ভিন্ন হিন্দুস্থানীয় ও ইউরোপীয় অনেক ফল মূল জন্মে না কিন্তু এইক্ষণে বিলাতি আলু ও অন্য ২ বিলাতি শাক শবজি প্রভৃতি স্থানে ২ জন্মান যাইতেছে বাস্তবিক এসকল বস্তু এদেশে জন্মে না এমত নহে বরং এসকল মেওয়া বঙ্গদেশেও ছিল না ইউরোপীয়েরদের আসাতে সে স্থানে অনেক প্রকার মেওয়া ও শাক শবজী প্রভৃতি জন্মিয়াছে এবং ক্রমে এদেশেও অনেক জন্মিবেক।

পুষ্পের মধ্যে অধিক ইতর বিশেষ নাই জাতী যূথী মালতী সমুদায় পুষ্প জন্মে কেবল গোলাব অল্প জন্মিত পূর্ব্বে রাজাজ্ঞা-ব্যতিরেকে কেহ গোলাব ধারণ ও রোপণ করিতে পারিত না। অতএব গোলাব জলও জন্মে না। চম্পক পুষ্প একপ্রকার [৪২] উত্তম ও সুগন্ধি জন্মে অন্যত্র এরূপ জন্মে না। আতর যে তাহাও রাজগৃহে অল্প জন্মিত আতরঘরিয়া এক খেল মনুষ্য ছিল তাহারাই প্রস্তুত করিত কিন্তু সে আতর অন্যত্র বিক্রয় করার নিষেধ ছিল একারণ দেশান্তর হইতে আতর ও গোলাব আনান যাইত এইক্ষণেও অনেকে আনিয়া বিক্রয় করে।

পট্টসূত্র অর্থাৎ রেশমের সূতা জন্মে তদ্বারা নানাপ্রকার ধুতি জন্মে বড়ভূনি মজাভূনি মাহিলাভূনি অর্থাৎ ধুতি ইত্যাদি। এবং ঐ বস্ত্র নানা বর্ণে রঞ্জিত করা যায় ইহা ভিন্নও কৃমি-কোষোদ্ভব কএক প্রকার বস্ত্র জন্মে। প্রথম মুগার সূতা একপ্রকার হয় তাহা বিক্রয়ার্থে ঢাকা ও কলিকাতায় অনেক প্রেরিত হয় এবং এতদ্দেশেও তাহার বস্ত্র প্রস্তুত হয়। এতদ্দেশীয় লোকেরা ঐ বস্ত্র অধিক ব্যবহার করে। দ্বিতীয় মেজেঙ্গরি সূতা তাহা অধিক জন্মে না কিন্তু ইহার সূত্র ও বস্ত্র মুগা হইতে পরিষ্কৃত হয় অতএব মূল্য অধিক তাহার বস্ত্র তসরের বস্ত্রের ন্যায় হয় তাহাকে একপ্রকার তসরও [৪৩] বলা যায়। আর একরকম মোটা তাহা হইতে জন্মে তাহার নাম এড়িয়া সূতা, তন্নির্ম্মিত যে বস্ত্র সে অতি শীত নিবারক হয় একারণ

এড়িয়া বড়কাপড় নামে খ্যাত গেলাপের ন্যায় প্রস্তুত করিয়া পরিধান করা যায়। এতদ্দেশীয় সধবা স্ত্রীলোকেরা কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করে না মুগার রিহা মেখেলা নামে দুইখান বস্ত্র পরিধান করে। এই কএক প্রকার সূত্র ও বস্ত্র এদেশের প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। কিন্তু কামরূপ হইতে উজান আসামে অধিক জন্মে এবং কামরূপোদ্ভব সূত্র হইতে উজান আসাম সমুদ্ভব সূত্রও পরিষ্কার হয় একারণ দেশান্তরে প্রেরণ নিমিত্ত ঐ সূত্রই ক্রয় করা যায়।

পিপ্পলী, গোলমরিচ, মোম মধু সর্ষপ অর্থাৎ সরিষা, মঞ্জিষ্ঠা, কার্পাস লাহা ও ধুনা এই সকল দ্রব্য এদেশের সর্ব্বত্র জন্মে কিন্তু সৌমারে অধিক জন্মে এবং উৎকৃষ্ট লাহা ও ধুনা দক্ষিণকূলে অধিক জন্মে। বিষ ও গাঠিয়ানা ও কালাগুরু সৌমারে জন্মে আর ঐ কালাগুরু বৃক্ষের যে ত্বচ [৪৪] তাহা প্রস্তুত করিলে চিরস্থায়ি পুস্তকাদি লিখনোপযোগি উত্তম পত্র প্রস্তুত হয় এদেশে তাহাই করিয়া থাকে ঐ পত্রের নাম সাচিপাত ও কাষ্ঠের নাম আগরকাঠ।

কস্তূরীস্বর্ণকালাগরুগজতুরগাদ্যাকরঃ কামরূপ ইত্যাদি বচনানুসারে ঐ সকল দ্রব্যের আকর কামরূপ বলা যায় পরন্তু গজ ও স্বর্ণ ব্যতিরেকে আসামের সামদানিতে ঐ সকল দ্রব্য জন্মে না ভোটান্ত ও মিচিমী প্রভৃতি প্রান্তবর্ত্তি দেশ হইতে কস্তূরী ও স্বর্ণ ও চামর ও ঘণ্টা ও কম্বল ও দেবাঙ্গবস্ত্র ও উত্তমটাঙ্গন ঘোড়া এই সকল দ্রব্য কামরূপের পথদ্বারা নির্গত হয় এ প্রযুক্ত কামরূপে সুলভ এনিমিত্তে পারিভাষিকরূপে কামরূপীয় বলা যায় স্বর্ণ ভোটান্ত হইতে যে আইসে তদ্বহির্ভূত আসামেও জন্মে সৌমারে স্বর্ণের উৎপত্তি হয় কামরূপে হয়না ঐ সৌমারে সোণোয়াল নামে এক জাতি মনুষ্য পৃথক আছে তাহারাই নদীর বালুকা প্রক্ষালণ করিয়া স্বর্ণ আহরণ [৪৫] করে ব্রহ্মপুত্র নদের বালুকাতে স্বর্ণ অধিক জন্মে না দিক্করাই ও গাঙ্গবিহালি ও দিক্রুং

ও দিবাং, ও দহাং, ও দিপাং, প্রভৃতি নদীর বালুকাতেই অধিক লাভ হয় যে বালুকাতে স্বর্ণ থাকে তাহা ঐ সোণোয়াল জাতীয়েরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারে ঐ বালুকা এক তক্তার উপর প্রক্ষালণ করিলে স্বর্ণরেণু পৃথক হইয়া রহিয়া যায় ঐ রেণু আওটাইলে উত্তম স্বর্ণ জন্মে কিন্তু ঐ সোণোয়ালেরা লাভ প্রসক্তিতে ধাত্বন্তর সংযোগ করিয়া মন্দ করে।

লৌহ লামদানিতে ও জন্মে দক্ষিণ কুলের গারায়ান হইতেও অধিক আমদানি হয় উত্তর প্রান্তভাগে আবর নামক এক পর্ব্বতীয় জাতি আছে তদ্দেশে তাম্র জন্মে ইহা ব্যতিরেকে কোন ধাতুর আকর এদেশে পাওয়া যায় নাই। যে লৌহ আসামে জন্মে সে ইউরোপীয় লৌহ হইতে উত্তম নহে।

শাল ও চামা ও গন্ধশরই প্রভৃতি বিশাল [৪৬] কাষ্ঠ আসামে পাওয়া যায় বিশেষতঃ চরাইদেও প্রভৃতি পর্ব্বতে এমত বৃহৎ কাষ্ঠ উৎপন্ন হয় যে তাহা লোকে শুনিলে প্রত্যয় করিবেক না এক কাষ্ঠ নির্ম্মিত এক নৌকায় এক সহস্র মোন দ্রব্য বোঝাই করা যায় কিন্তু এই প্রকার প্রবীন নৌকা এইক্ষণ প্রায় পাওয়া যায় না ব্যয়াধিক্য করিলে পাওয়া যাইতে পারে। কাষ্ঠের প্রাচুর্য্য হওয়াতে কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহতেই তাবৎ লোকে বাস করে বরং রাজাও ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহকে মনোনীত করেন না।

এক কাষ্ঠ নির্ম্মিতা যে নৌকা তাহাকে হোলঙ্গ নৌকা কহে বাইচালি খেলার নিমিত্তে খেলনাও নামে পাতলা করিয়া পৃথক এক প্রকার নৌকা করা যায় সে অতি দ্রুতগামিনী হয়। অপর চরানাও নামক এক প্রকার অত্যুত্তম নৌকা প্রস্তুত হয় সে নৌকা অতি সম্ভ্রমসূচিকা রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকে কেহ আরোহণ করিতে পারে না ১১০।১২০ হস্ত দীর্ঘ ৫।৬ হস্ত প্রস্ত হয় এবং তাহার উভয় গলুই অত্যুচ্চ তাহাতে অর্দ্ধচন্দ্রাকার দেখা যায় ঐ [৪৭] নৌকার চতুর্থাংশ জল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট থাকে তিনভাগ উপরে থাকে দুই গলুইতে মকর দুইটা নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া যায়। অপর

দুইটা ঘণ্টা বদ্ধ করা যায় এবং সমুদায় নৌকা হিঙ্গুল হরিতালাদির দ্বারা চিত্রিত করা যায় এক ২ নৌকা ১০০।১২০খান পর্য্যন্ত বহিত্র অর্থাৎ বঠ্যা দ্বারা চালান যায় এবং দুই গলুইতে ৪জন লোকে উল্লম্ফন করিতে থাকে তদ্দারা অতিশয় বেগে গমন করে শোভাধিক্যও হয়। অপর গলুইতে বদ্ধ যে ঘণ্টাদ্বয় থাকে তাহাতে উচ্চ শব্দ হয়। রাজা যে নৌকায় আরোহণ করেন তাহার মধ্যস্থানে বংশ নির্ম্মিত এক ক্ষুদ্র কুটরী করা যায় ঐ কুটরী নানাবিধ বস্ত্র বেষ্টিত করিয়া চতুঃপার্শ্বে স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত দণ্ডাষ্টক স্থাপন করিয়া স্বর্ণ রৌপ্য পত্রখণ্ডালম্বি বিতান তদুপরি বদ্ধ করা যায়। তাহাকে মাতখল পিয়া বরই আরা চাঙ্গটী চান্দোয়ার কহে অর্থাৎ সপ্তবিতান বিশিষ্ট ক্ষুদ্র কুটরী। এই দেশের মধ্যে এই নৌকা প্রধানা একারণ তাহার বিবরণ লিখা গেল [৪৮] মনে করি এই নৌকা দেশান্তরীয় লোকেরও মনোরম্যা হইতে পারে পরন্তু তাহার একটী দোষ আছে ঝড়ের সময় যদি দৈবাৎ তির্য্যগ্বায়ু লগ্ন হয় তবে উল্‌টীয়া পড়ার আটক নাই।

ফলমূলের বহু ইতর বিশেষ নাই যে কিছু আছে তাহার বিশেষ লেখা নিষ্প্রয়োজনক যেহেতুক তদ্দারা বাণিজ্যাদি বিষয়ের কোন উপকার দর্শে না তথাচ কএকটা জ্ঞাত হইবার নিমিত্তে লিখিতেছি।

আহোমবগরি ও নগাবগরি ও মিচিমিটেঙ্গা ও থেরেজুটেঙ্গা ও চেচেপাটেঙ্গা ইত্যাদি কএকপ্রকার ফল জন্মে সুমথিরাটেঙ্গা অর্থাৎ কমলালেবু যেরূপ শ্রীহট্টে জন্মে এদেশেও সেইরূপ জন্মে অহিফেণ এদেশে অধিক জন্মে, এমত কোন স্থান প্রায় নাই যে পোস্তের কৃষি নাই, তাহার বৃক্ষকে আফুরগাচ কহে কিন্তু অন্য ২ দেশে যে প্রকার আফিণ জন্মে এদেশে সেরূপ নহে বস্ত্রখণ্ডে [৪৯ছ] আটা লইয়া ঐ বস্ত্র অণ্ডাকার নির্ম্মাণ করিয়া রাখে তাহার নাম কেপাকানি। ঐ বস্ত্রখণ্ড জলে ভিজাইয়া

রাখে কিঞ্চিৎ কালানন্তর মর্দ্দন করিয়া বস্ত্রখণ্ড ত্যাগ করে।পরে ঐ জল পান করে আফিণের স্থানে ঐ জল ব্যবহার করে ৩০।৪০ বৎসর হইল অহিফেণ ভক্ষণের অতি প্রাবল্য হইয়াছে প্রায় স্ত্রী পুরুষ তাবৎ লোকেই অহিফেণ ও মদত ভক্ষণ করে আর আফিণ হইতে কেপাকানি উত্তম বোধ হয় কারণ যে তাহাতে বিক্রেতারা দ্রব্যান্তর সংযোগ করিয়া নষ্ট করে কেপাকানিতে তাহা করিতে পারে না।

দ্বিপদ চতুষ্পদ যে জন্তু তাহা বঙ্গদেশে যে ২ জন্মে এদেশেও প্রায় জন্মে। গণ্ড অর্থাৎ গণ্ডার ও হস্তী ও আরণ্যিক মহিষ অধিক জন্মে একারণ খড়্গ ও গজদন্ত অধিক পাওয়া যায় এক ২ হস্তির দন্ত ত্রিশসের পঁয়ত্রিশসের পর্য্যন্ত ওজনে পাওয়া যায় ইহা দেশান্তরে বাণিজ্য ব্যবসায়িরা প্রেরণ করিয়া থাকে। আর হস্তির আধিক্য প্রযুক্ত [৫০] আসাম রাজার গজশালাতে অনেক মত্ত করীন্দ্র থাকিত কার্ত্তিক মাসাবধি প্রস্যন্দন্মদদ্বারা গজ মত্ত হইত একারণ হস্তির যুদ্ধ হইত ঐ যুদ্ধ লোকের অত্যন্ত কৌতুক জনক হইত। অপর গজদন্তদ্বারা যে ২ বস্তু প্রস্তুত করা যায় তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন এদেশেও গজদন্ত দ্বারা শীতল পাটী প্রভৃতি অনেকপ্রকার পদার্থ প্রস্তুত করা যায় আর এইক্ষণে ইংলণ্ডীয়াধীন হওয়াতে মাশুল দিয়া হস্তির শীকার করিতে আজ্ঞা হইয়াছে কিন্তু দেশান্তরে হস্তির মূল্য ন্যূন হওয়াতে ঐ শীকারিদিগের অধিকক্ষতি হইয়াছে কিন্তু দেশান্তরে মূল্যাধিক্য হইলে এতদ্ব্যবসায়িরদের লভ্য হইবেক ইহাও বাণিজ্যের উপকার প্রযুক্ত লেখা গেল।

বংশের দ্বারা অনেক পদার্থ নির্ম্মাণ করা যায় এতদ্বিষয়ে এদেশের লোকের যেমন নৈপুণ্য এমত প্রায় শ্রুত হওয়া যায় নাই বিশেষতঃ টকৌপতিয়াজাপী সরুদইয়াজাপি টুপীজাপিও [৫১] আরোয়ান প্রভৃতি নানা প্রকার ছত্র ও অন্য ২ পদার্থ প্রস্তুত করা যায় বরং এমত সূক্ষ্ম নির্ম্মাণ করে যে প্রায় বস্ত্রের ন্যায় দৃষ্ট হয়।

সৌমারের পূর্ব্বে চিঙ্গফো দেশে জাঙ্গফাই নামক একপ্রকার

প্রস্তর জন্মে তাহা স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ তদ্দারা মণি ও কেরু অর্থাৎ কর্ণালঙ্কার প্রভৃতি অনেক প্রস্তুত করা যায় উত্তর প্রান্তভাগে ডফলা জাতীয়ের দেশে মেটন গরু নামে এক প্রকার বৃষভ জন্মে সে প্রায় মহিষাকার শৃঙ্গ বিশিষ্ট, ভোটান্তে শুমুনিগরু সংজ্ঞক একপ্রকার গরু হয় অন্য গরু হইতে তাহার আকার প্রকারের বৈলক্ষণ্য হয়।

শ্যেনপক্ষীর দ্বারা অধিক কৌতুক করা যাইত। শেনচোয়া বড়ুয়া নামক একজন অধ্যক্ষ থাকিতেন শ্যেনপোষিত হইলে তদ্দারা আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষিকে ধরিয়া আনান যায়। যান বিষয়ে অনেক বিপরীত আছে দেশান্তরে পালকী প্রভৃতি যানের চলন আছে এদেশে তাহা নহে [৫২] কাঠরঢেকর দিয়া চরিয়া দোলা। লোয়ারঢেকর দিয়া চরিয়া দোলা। পঢ়িদোলা। কেকোরা দোলা। আঠুভাঙ্গা দোলা। খাটলা দোলা। এই কএকপ্রকার যান হয় কেকোরা দোলা সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রম সুচিকা রাজা স্বয়ং ও তন্মন্ত্রী ও রাজবংশীয়েরা ও অন্য ২ রাজারদের মধ্যে গৃহীতাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে আরূঢ়হন। পঢ়িদোলাতে ফুকনাদি আরোহণ করেন। খাটলাদোলা ও আঠুভাঙ্গা দোলাতে সত্রাধ্যক্ষেরা আরোহণ করেন অন্য যে দুইপ্রকার তাহাতে সাধারণ লোকে আরোহণ করে।

কারচোপি ও মিনাকারি ও জড়াও সাজ ইত্যাদির শিল্পকার এদেশে অনুরূপ আছে চর্ম্মকার তাবদ্দেশে ২।৪ ঘর থাকিতে পারে কিন্তু জুতা নির্ম্মাণ করে না এদেশীয় লোকে প্রায় কেহ উপানৎ পদে দিতনা রাজা যে তিনি শুকুলা পইজার অর্থাৎ শ্বেতবস্ত্র নির্ম্মিত জুতা পদে দিতেন অন্য সম্ভ্রান্তলোকেরা দেশান্তর হইতে [৫৩] আনীত জুতা ক্রয় করিতেন কিন্তু রাজগৃহে বা নগরে কেহ সোপানৎক হইয়া যাইতে পারিত না এইক্ষণে ইংলণ্ডীয়াধীন হওয়াতে সে সকল দুর্নীতি লুপ্তা হইয়া চর্ম্মকারের দোকান হইয়াছে।

বস্ত্র ও পরিচ্ছদ বিষয়ক।

পরিধানোপযুক্ত যে বস্ত্র তাহাই আসামে প্রস্তুত হয় থান কাপড় কেহ প্রস্তুত করে না অতএব পরিচ্ছদের নাম আবশ্যক-মতে লিখিতেছি।

ধুতি পাচুরা — —
বুকু কাপর — —
তেলাচ — —
ঘণ্গুরী — —
এড়িয়া বরকাপর — —
আগুরান ও পাটেনি — —
মুগারিহা মেখলা — —
শিশুপাররিহা — —
পাটর রিহা মেখেলা — —
ধলররিহা — [৫৪]
এড়িয়া গামছা — —
পাটর ছুরিয়া — —
মেজেঙ্গরির তিতাকরিয়া ছুরিয়া — —
মুগার বরছুরিয়া — —
কপাহি ছুরিয়া — —
তিয়নি ছুরিয়া — —
রন্ধনের চেলেঙ্গ — —
গরিয়লি চেলেঙ্গ — —
বর কাপর — —
ডাঙ্গরি কাপর — —
জুরিয়া কাপর — —
থনিয়া কাপর — —
গুণাকটা চেলেঙ্গ ও রব কাপর — —
আচুআলি চেলেঙ্গ ও কাপর — —

গোটেই গাই বুনকরা	—	—
ও ফুলাম কাপর ও চেলেঙ্গে	—	—
কুছমুলিয়া কাপর	—	—
পাংগুরি	—	[৫৫]
চোলা	—	—
বচোয়াল	—	—
টঙ্গালি	—	—
কুনমিন কুনখা	—	—
হাসটী	—	—
জেমা	—	—
পাগ	—	—
গারু	—	—
তলচা	—	—
তলৎপরা	—	—
আর কাপর	—	—
ফকাম	—	—
লক্ষ্মীবিলাস	—	—
দশাবতার	—	—
আঙ্গা	—	—
ওলাপরি	—	—
তাও কাপর	—	—
নগামাকো	—	[৫৬]
থুনপাক	—	—
তামোলগামছা	—	—
হাসটী	—	—
মোনা	—	—

গৃহ বিষয়ক।

বঙ্গদেশেও দেশান্তরে যে প্রকার ঘর হয় এদেশে সে প্রকার

নহে কেবল দুই চালের দ্বারা গৃহ হইত কিন্তু কাষ্ঠের প্রাচুর্য্য প্রযুক্ত অত্যন্ত উত্তুঙ্গ হয় রাজার এক ২ গৃহ এমত উত্তুঙ্গ হইত যে তাহার স্তম্ভ এক ২ টা ১০।১২ হস্ত বেড় ও ৩০।৩৫ হস্ত উচ্চ দীর্ঘ ১৫০ হাত ২০০ পর্য্যন্ত হইত দুই টুপীয়া ঘর এক প্রকার হয় সে অতি সম্ভ্রম সূচক রাজা ব্যতিরেক অন্য কাহার ঐ প্রকার ঘর নাই ইষ্টকাদি নির্ম্মিত গৃহ প্রায় দেবতায়তন ব্যতিরেক কাহারো ছিল না রাজার অত্যল্প ছিল। [৫৭ ক]

অলঙ্কার।

অন্য ২ দেশাপেক্ষায় অলঙ্কারের আকারভেদ আছে সে সকল বিশেষ লেখা নিষ্প্রয়োজনক স্থূল এই যে স্ত্রী লোকেরা পাদেতে কোন অলঙ্কার পরিধান করে না কামরূপেতে নাসিকা ও বাহুমূল ও কর্ণের উপরিভাগে কিঞ্চিৎ পরিধান করে সৌমারেতে কেবল অঙ্গুলি হস্ত ও গলদেশ কর্ণ এই কএক অবয়বেতে অলঙ্কার পরিধান করে পুরুষ লোকেও তত্তদবয়বেতে অলঙ্কার পরিধান করে তাহার কতক নাম জ্ঞাত হওনের কারণ লিখি।

আঙ্গটী	—	—
বাখরাম আঙ্গটী	—	—
খারু	—	—
বাখরপতা খারু	—	—
পটীয়া খারু	—	—
গেজেরা খারু	—	—
মরাগুটীয়ামণি	—	[৫৮]
সোণেপোয়ালে মণি	—	—
বিরি	—	—
জোনবিরি	—	—
বাখরাম বিরি	—	—
গলপতা	—	—

চন্দ্রহার	—	—
থুরিয়া	—	—
করিয়া	—	—
কেরু	—	—
অন্তি	—	—
লোকাপার	—	—
মকরকুণ্ডল	—	—
মাদলি	—	—
কটীসূত্র	—	—
মুনিহর আঙ্গঠি	—	—
গামখারু	—	—
পেচান্দার	—	—
বাজু	—	[৫৯]

আর অবান্তর অনেক প্রকার আছে তাহা লিখন অনাবশ্যক এইক্ষণ এতদ্দেশে নানা দিগ্‌দেশীয় লোক আসাতে দেশান্তরীয় অলঙ্কারও কতক ২ ব্যবহার্য্য হইয়াছে কিন্তু হাসলি ও নথ ও মল এই কএক অলঙ্কার কোনমতে স্বীকার করে না আর এইক্ষণ দেশান্তরে পুরুষ লোক প্রায় নিরলঙ্কার হইয়া থাকে আসামে প্রায় স্ত্রী পুরুষ কেহ নিরলঙ্কার হইয়া থাকে না।

অস্ত্র বিষয়ক।

হেঙ্গদাঙ্গ বরচা কটারি ধেণু কাঁর হিলৈ পহলঙ্গী কএক প্রকার আছে তাহার বিস্তারিত লেখা অনাবশ্যক। পূর্ব্বে বন্দুক আসামে ছিল না রাজা গৌরীনাথ সিংহের অধিকার অবধি বন্দুকেরো প্রচার হইয়াছে ইতি।

চতুর্থ ভাগঃ।

সমাপ্তঃ। [৬০]

পরিশিষ্ট—ক

[১] (৭ নভেম্বর ১৮২৯ ; ২৩ কার্ত্তিক ১২৩৬।)

আসাম-বুরঞ্জি।—পূর্ব্বে বিবিধ বিহিত শিক্ষিত বিচক্ষণ শ্রীযুক্ত হলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্কন মহাশয়ের আসাম-বুরঞ্জি নামক গ্রন্থ রচনার সংঘোষণা করা গিয়াছিল এক্ষণে আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ঐ বিজ্ঞ মহাশয় কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়া সর্ব্বত্র বিতরণ হইতেছে। এই খণ্ডে আসামের রাজ-বিবরণ সমাপণ হইয়াছে পরে রাজশাসন ও অন্য ২ প্রকরণ ভিন্ন ২ খণ্ডে ক্রমে ২ সঙ্কলিত হইয়া বিনামূল্যে প্রদান হইবেক এমত প্রতিজ্ঞা দেখা যাইতেছে। অতএব রচনা-কর্ত্তার এ প্রকার সৎ প্রবৃত্তি ও সৎ কীর্ত্তিতে কে না ধন্যবাদ করিবেন। যেহেতু এ কীর্ত্তি অপরাপর কীর্ত্তি হইতেও গরীয়সী দেখ অমরকোষ নামক অভিধানের দ্বারা অমর যদ্যপি বাস্তব অমর নহেন তথাপি অদ্যাপি অমর হইয়া আছেন এমতে লোকোপকার বিধায়ক গ্রন্থ রচনায় যে প্রকার কীর্ত্তি লোকে চিরস্থায়িনী হয় এমত আর কোন অনুষ্ঠানে হয় কি না হয় সন্দেহের বিষয়। ফলিতার্থ যখন কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি এই সাধারণ বচন প্রমাণেই কীর্ত্তিমান্ বর্ত্তমান না থাকিলেও বর্ত্তমান মানিতে হয় তখন লোকোপকারক অসাধারণ কীর্ত্তি প্রকাশক গ্রন্থকারক যে এদেশীয় লোকের সম্বন্ধে চিরকাল স্মর্ত্তব্য হইবেন ইহার সন্দেহ কি বিশেষতঃ এগ্রন্থে যে উপকারের সম্ভাবনা তাহা সহজেই ব্যক্ত যেহেতু আসামদেশীয় বৃত্তান্তে প্রায় এতদ্দেশীয় অজ্ঞ বিজ্ঞ সকলেই অনভিজ্ঞ ছিলেন সম্প্রতি বিশেষজ্ঞ হইতে পারিবেন এবং দেশজ্ঞতার আবশ্যকতা সর্ব্বদাই প্রতীতা বিশেষতঃ এই যে সম্প্রতি আসামদেশ ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়াতে এ দেশীয় লোক সে দেশে কর্ম্মোদেশে বা বাণিজ্য প্রয়াসে অনেকেই যাইবেন তাঁহারদিগের

পক্ষে এগ্রন্থ সমুদায় প্রকাশ হইলে বিশেষোপকারের নিমিত্ত হইবেক অবশিষ্ট ও পর্য্যটনে ক্লিষ্ট না হইয়া গৃহে বসিয়া অদৃষ্ট দেশের অদৃষ্ট বিষয় অদৃষ্ট ক্রমে দৃষ্টি করিতে পারিবেন অলমতি বিস্তরেণ॥
[বঙ্গদূত—পৃঃ ২৯২-২৯৩]

[২] (৪ জুন ১৮৩১ ; শনিবার ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮।)

নিখিল গুণাকর শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়েষু।

নমস্কারানিবেদনঞ্চাদৌ বিশেষঃ পূর্ব্বে এক পত্র আপনার নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল তাহা চন্দ্রিকাদ্বারা প্রকাশ হওয়াতে সকলেই জ্ঞাত হইয়াছেন এতদ্দেশে দুইলক্ষ টাকা ২॥০ টাকা সুদে অনায়াসে চলিতে পারিবে।

অপর এক্ষণে সকল সমাচার পত্রের পাঠে জানা যাইতেছে যে গবর্ণমেণ্ট অর্দ্ধ কোটি মুদ্রা ৫ টাকা সুদের লোন পরিশোধার্থে রাজকোষে প্রস্তুত রাখিয়াছেন এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই তাহা পরিশোধিত হইবে অতএব আমি অনুমান করি ঐ সকল টাকা কর্ম্মান্তরে নিয়োজন করা ধনিদিগের আবশ্যক হইবে, এমতে এক উপায় দেখিতেছি চন্দ্রিকাপত্রে প্রকাশ করিলে লোকোপকার হওয়ার সম্ভাবনা ।

গুয়াহাটী ও গোওয়ালপাড়া এই দুই রাজধানীতে যত টাকা রাজস্বমধ্যে নারাণি আদায় হয় তাহা সরকারে বদলী করিয়া থাকেন তদ্বিষয়ে যে ২ নিয়ম তাহার বৃত্তান্ত বুরঞ্জি পুস্তকে লেখা গিয়াছে তাহাতে জ্ঞাত থাকিবেন ঐ নারাণি টাকার বাট্টা ত্রেজুরীর আক্কৌণ্টেতে প্রত্যেক শত ৩৭ টাকা বাদ দেওয়া যায় তাহার পর বাজারে বদলী করাতে যে পর্য্যন্ত ন্যূন বাট্টাতে বদলী হয় তাহা প্রাফিটলাস জমা হয়। সংপ্রতি শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেব এই ইশ্‌তেহার দিয়াছেন যে উভয় রাজধানীর আমদানী নারাণি টাকা এককালে বাট্টা চুক্তি করিয়া যে নিবেক তাহাকে দুই বৎসরের মিয়াদে ইজারা বতওব দেওয়া যাইবে ইহাতে যদ্যপি ২।৩ লক্ষ টাকা সিক্কা খাটান যায় তবে প্রতি

বৎসর যথেষ্ট লভ্য হইতে পারিবে এ কারণ লেখা যায় যে কেহ একর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন তিনি বিশেষ জিজ্ঞাসু হইলে কিরূপ লভ্য হইতে পারিবে তাহার তাবদ্‌বৃত্তান্ত লেখা যাইতে পারিবে মহাশয় এই পত্র চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়া তাবৎকে জ্ঞাত করাইবেন নিবেদনমিতি ২৩ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৫৩। শ্রীহলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মুলুক আসাম। সংচং। [সমাচার দর্পণ—পৃঃ ১৬]

[৩] (৩০ জুলাই ১৮৩১ ; শনিবার ১৫ শ্রাবণ ১২৩৮।)

আসামদেশে জ্ঞানবৃদ্ধি।—আসাম দেশে সরকারী কর্ম্মকারক শ্রীযুত যজ্ঞরাম ফুকনকৃত ইঙ্গরেজী পদ্যের বাঙ্গলা পদ্যেতে অনুবাদ আমরা অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক এ সপ্তাতে প্রকাশ করিলাম। ঐ অনুবাদেতে তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা। এবং ঐ মহাশয় অন্য এক বৃহৎ ইঙ্গরেজী পুস্তক স্বদেশীয় ভাষাতে অনুবাদ করিয়া দেশোপকারার্থ সংপ্রতি তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিতে কল্প করিয়াছেন। আসাম-দেশীয় শ্রীযুত হলিরাম ঢেঁকিয়াল ফুকনের এতদ্বিষয়ক উদ্যোগ পাঠক মহাশয়েরা ইহার পূর্ব্বেই জ্ঞাত আছেন অনুমান আঠার মাস হইল তিনি আসাম বুরঞ্জি-নামক এক পুস্তক মুদ্রিত করিয়া অনেক লোকের সন্তোষ সম্পাদন করেন।

আসাম দেশ এইক্ষণে কেবল প্রায় সাত বৎসর হইল ইঙ্গলণ্ডীয়াধিকারের ব্যাপ্য অতএব তদ্দেশীয় শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়েরা যে এই অল্পকালের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণে এতাদৃশ কৃতকার্য্য হইয়াছেন ইহাতে আমরা বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং তাঁহারদের যথার্থ প্রাপ্য এই প্রশংসা-বিন্দুতে যদ্যপি তাঁহারা উদ্যোগ-সিন্ধুতে মগ্ন হন তবে আমাদের আরো পরম সন্তোষ জন্মিবে। আসামদেশীয় অতিমান্য লোকেরা বঙ্গদেশের ও বঙ্গদেশ-প্রচলিত তাবদ্ব্যাপারের সঙ্গে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা সম্পর্ক রাখেন। ঐ আসামদেশস্থেরা যাদৃশ এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্র গ্রাহক তাদৃশ প্রায় বঙ্গদেশের কোন জিলায় দৃষ্ট হয় না। অপর বঙ্গদেশের প্রায় অর্দ্ধেক জিলা হইতে

কোন প্রেরিত পত্র সম্বাদপত্রে কখন দৃষ্ট হয় না কিন্তু আমারদের কিম্বা অন্য ২ এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্র সম্পাদকেরদের নিকটে আসামদেশ হইতে যে সপ্তাহে প্রেরিত পত্র না আইসে এমত সপ্তাহই প্রায় অপ্রসিদ্ধ। অপর আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক লিখি যে আসামদেশে সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত সাহেবেরা এবং তাঁহারদের মধ্যে অগ্রগণ্য ও পরোপকারক শ্রীযুত স্কট সাহেব তদ্দেশে স্কুল স্থাপন করিতেছেন। শুনা যাইতেছে যে তাহাতে কেবল বাঙ্গালা ভাষার অধ্যয়ন হইবে। বঙ্গভাষা ও আসাম ভাষার মধ্যে বৈলক্ষণ্য যৎকিঞ্চিৎ অতএব এই নিয়মে যে সুফল দর্শিবে এমত সম্ভাবনা যেহেতুক বঙ্গদেশীয়েরদের উপকারার্থ যে সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ হইবে তাহাতে আসামদেশীয়েরা তদুপকার সম্ভোগী হইবেন। [সমাচার দর্পণ—পৃঃ ২৪৮]

[৪] (২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ ; ৭ আশ্বিন ১২৩৮।)

বাঙ্গালা ছাপাখানার রীতি এদেশে প্রচার হওনাবধি অনেকানেক ভাগ্যবৎ বিদ্বান্ মহাশয় কর্ত্তৃক অনেক প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে যদ্যপিও তাহার তাবৎ সংবাদ আমরা সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করি নাই তথাপি কএকজনের বৃত্তান্ত লিখি ৺ মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর ও তৎপুত্র শ্রীযুত রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল করুণানিধানবিলাস ও * * প্রবোধদ্দীপন-ব্যবহার-মুকুর ইত্যাদি লোকোপকারক কএকখানি ভারি ২ গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহা বিনা মূল্যে সকলকে প্রদান করিয়াছেন। এবং শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রাণতোষণী ক্রিয়াম্বুধি শব্দাম্বুধি ইত্যাদি মুদ্রিত করান তাহা অধ্যাপকাদিকে দান করিয়াছেন। শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব অনেক ২ গ্রন্থ প্রকাশ করেন তন্মধ্যে মহোপকারি অতি ভারি শব্দকল্পদ্রুম নামক এক অভিধান প্রস্তুত করিয়াছেন ইহার দুই খণ্ড মুদ্রিত হইয়া বিতরণ হইয়াছে আর এক খণ্ড অদ্যাপিও শেষ হয় নাই……। শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর পাষণ্ডপীড়নাদি কএক গ্রন্থ হিন্দুর ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়া মুদ্রাঙ্কিতপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে প্রদান করেন তাহাতে

তাহার অনেক ধন ব্যয় হয় এবং শ্রীযুত [illegible] আসাম-বুরঞ্জি নামক এক গ্রন্থ * *। [সমাচার চন্দ্রিকা]

[৫] (১৫ অক্টোবর ১৮৩১ ; শনিবার ৩০ আশ্বিন ১২৩[illegible]

কামরূপযাত্রা পদ্ধতি নামক গ্রন্থের অনুষ্ঠান—ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকা-প্রকাশক মহাশয়েষু। নমস্কারানিবেদনঞ্চাদৌ বিশেষঃ চন্দ্রিকা-পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ৺গয়াযাত্রার বিধান এক ক্ষুদ্র পুস্তক হইয়াছে উক্ত ধাম মধ্যদেশে অতি প্রসিদ্ধ এবং অনেকানেক দিগদেশীয় যাত্রীকেরা গমনাগমন করাতে বিশেষতঃ খাপরা দর্শনি একোদ্দিষ্ট ত্রিবিধ ভেদেতে রাজকর নিরূপণ থাকাতে অনেকেই জ্ঞাত আছেন কিন্তু কামরূপ রাজার বিষয় কেহ জ্ঞাত নহেন পূর্ব্বেতে কামরূপ দেশ কোন্ দিগে কিরূপ ইহাও অনেকের পরিগ্রহ ছিল না কিন্তু অস্মৎকৃত বুরঞ্জি পুস্তকদ্বারা তাহা নিবৃত্তি হইয়াছে।

অপর ঐ পুস্তকের তৃতীয় ভাগে শ্রীশ্রীঈশ্বরী:কামাখ্যা-বিষয়ক কিঞ্চিৎ চুম্বকমাত্র লিখিয়া তাহাতে এমত উল্লেখ করা গিয়াছে যে ইহার ধ্যান পূজামন্ত্রাদি যোগিনীতন্ত্র ও কালিকা পুরাণাদিতে অনু-সন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে তদ্দ্বারা যাত্রাকাবির কোন উপকার নাই কেবল জ্ঞাত হওয়া যায় এতাবন্মাত্র কামরূপপীঠের যাত্রাবিষয় সুগম গ্রন্থ অদ্য পর্য্যন্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই।

যোগিনীতন্ত্রের কামরূপাধিকারে ও কালিকাপুবাণে ও মৃত্যুঞ্জয়-সংহিতা প্রভৃতি মূল গ্রন্থেতে যদ্যপিও কামরূপযাত্রা লিখিত আছে কিন্তু সে এমত বাহুল্য যে তদ্দ্বারা যাত্রিকের কর্ম্ম করা সুদূরপরাহত পাঠ করিয়া সমাপন করা কঠিন যে-হেতুক ঐ সকল গ্রন্থে প্রত্যেক দেবতায়তনের নাম পরিমাণ ও তদুপলক্ষে নানেতিহাস লেখাতে এমত হইয়াছে যে পাঠ করিতে২ এলিয়া যায় আরো দেখুন্ কাশীখণ্ড দেখিয়া কি কেহ কাশীযাত্রা করিতে পারে বিশেষতঃ ঐ সকল পুস্তক ভাগ্যবান্ লোকের ঘরেতেই থাকে সচরাচর পাওয়া যায় এমত নহে পরন্তু দেবালয়ের ব্রাহ্মণদের সাহস পাণ্ডিত্য তাহা কালীঘাট

জগন্নাথের পাণ্ডাদ্বারা সর্ব্বত্র বিদিত আছে অতএব তাঁহাদের দ্বারা যে যাত্রানুক্রম যাত্রা হয় তাহা কে বুঝিতে না পারেন অতএব নানা দূর-দেশ হইতে আগত নানা ধার্ম্মিক যাত্রিক মহাশয়েরা হঠাৎ অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত সম্পূর্ণ যাত্রা করণে অক্ষম হইয়া মনোদুঃখী হন।

একারণ ধার্ম্মিক যাত্রিক ও অন্যান্য মহানুভব মহশয়দিগের উপকারার্থে (কামরূপযাত্রাপদ্ধতি নামক) এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ করিতে মানসকরি তাহা যদ্রূপ করিতে মনস্থ করিয়াছি তাহার আভাস লিখি-তেছি। মহাশয় চন্দ্রিকাপত্রে এই পত্র প্রকাশ করিয়া ধার্ম্মিকদিগকে জ্ঞাপন করাইয়া তাঁহারদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

১। ঐ পুস্তক যোগিনীতন্ত্র ও কালিকাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করা যাইবে তাহা কোমল সংস্কৃত শব্দেতে শ্রাদ্ধাদির পদ্ধতির ন্যায় লেখা যাইবে।

২। উক্ত গ্রন্থেতে তাবৎ পীঠের নাম ও পরিমাণ লিখিত আছে কিন্তু কালবশতো নানা রাজার অধিকার পরিবর্ত্ত হওয়াতে কোন ২ স্থান এমত লুপ্ত হইয়াছে যে তাহা নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য। মধ্য-কালে এতদ্দেশে ম্লেচ্ছাধিকার হওয়াতে এককালে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল পরে মহারাজা নরনারায়ণ অনেক প্রচার করেন তৎপর ইন্দ্রবংশীয় রাজাধিকার হওয়াতে শিবসিংহ স্বর্গদেব অনেকানেক সুপণ্ডিতদ্বারা বিচার করিয়া অনেক দেবালয় উদ্দীপ্ত করিয়া সেবাপূজার নিরূপণ করিলেন এতাদৃশ মহামহিম মহাশয়েরা যে বিষয় নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন তাহা এক্ষণে স্থির করা কঠিন তাহার প্রমাণ। যোগিনীতন্ত্রে লেখে। তারাদেব্যাঃ শতধনৌ মঙ্গলা নাম চণ্ডিকা। ঐ মঙ্গল চণ্ডিকা-পীঠের পূর্ব্বনিশ্চয় না হওয়াতে কমলেশ্বর সিংহ স্বর্গদেবের অধিকারে অন্বেষণ করিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে অনেক পরিশ্রম দ্বারা নিশ্চয় না হওয়াতে তৎস্থানে কেবল প্রতিমা স্থাপন করিয়া দেবালয় করিলেন কিন্তু অর্ব্বাচীন শূদ্রকর্ত্তৃক স্থাপিত প্রতিমা বলিয়া অনেকেই মান্য করে না। অতএব যে সকল দেবালয়

প্রধান ও প্রসিদ্ধ এবং মনুষ্যের গম্যস্থানে আছেন তাহারি অনুক্রম লেখা যাইবে।

৩। পুস্তকের প্রথমেই যাত্রার নিয়ম ও নান্দিমুখাভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদির কিছু চুম্বক লিখিয়া প্রত্যেক ২ পীঠের পৃথক্ ২ যাত্রাবিধি ও যে ২ স্থানে শ্রাদ্ধাদি কর্ত্তব্য তাহা লেখা যাইবে।

৪। প্রত্যেক দেবতার ধ্যান পূজা সংক্ষেপে লেখা আবশ্যক কিন্তু তাহাতে আপত্তি হইতে পারে। পরন্ত পীঠস্থ দেবতার ধ্যানপূজা মন্ত্রাদি যাত্রাঙ্গানুরূপে প্রচার করা যায় অতএব তদ্বিষয়ে আন্দোলিত চিত্ত থাকিলাম সকলের মত হয় লেখা যাইবে নতুবা দর্শন স্পর্শন বন্দন প্রশংসা মাত্র লিখিয়া সমাপন করা যাইবে।

৫। যদ্যাপিও ধ্যানমন্ত্র লেখায় সকলের মত স্থিত হয় তথাচ মহাবিদ্যারি পূজাবিষয়ে তন্ত্রসার ও অন্য ২ তন্ত্রবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থে বরাত দেওয়া যাইবে।

৬। প্রথমত কএক প্রকরণ স্থির করা গেল ইহাতে ধার্ম্মিক মহাশয়দের মতান্তরকরণাভিপ্রায় যদি জানা যায় এবং আত্মবিবেচনা-দ্বারাতেও কোন প্রকরণ পরিত্যাগ কিম্বা নূতন বসান আবশ্যক বুঝা যায় তাহা করা যাইতে পারিবে এক্ষণে কেবল স্থূলাভিপ্রায় লেখা গেল নিবেদনমিতি ১০ই জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৫৩। শ্রীহলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন। মুলুক আসাম। [সমাচার দর্পণ—পৃঃ ৩৪১-৩৪২]

[৬] (১৫ অক্টোবর ১৮৩১ ; শনিবার ৩০ আশ্বিন ১২৩৮।)

মহামহিম শ্রীযুত দ-র্পণমহাশয় সমীপেষু।

নিবেদনমিদং বিশেষঃ এতদ্দেশীয় শ্রীযুত হলিরাম ঢেঁকিয়াল ফুকন মহাশয় যে-আসামবুরঞ্জি নামক এক পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত যজ্ঞরাম ফুকন মহাশয় প্রীতিপূর্ব্বক আমার নিকট প্রেরণ করাতে দেখিলাম যে তাহা সংক্ষেপের মধ্যে অতি উত্তম-রূপে গ্রথিত হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু কোন ২ স্থানে কথার যে অন্যথা আছে তাহাতেঁই অবশ্য স্বীকার করিবেন কেননা তৃতীয় খণ্ডের

৭ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইল যে আসামের পূর্ব্বসীমা তেজি নামরূপকে নিরূপণ করিয়াছেন আমি জানি তাহা যথার্থ নহে বস্তুতস্তু ঐ স্থানের অনুমান ১০০ ক্রোশের পূর্ব্বদিক্‌স্থ পাত্‌কাই নামক পর্ব্বত শ্রেণী সে প্রকৃত সীমা যাহার এক প্রশস্ত প্রস্তরেতে মহারাজ ঢুকাফাটিং ফোং দেশের রাজার সহিত আপন সীমা নির্দ্ধায্য করিয়া আশাম অক্ষরেতে গন্ত খোদাইয়া রাখিয়াছেন এবং যাহা ইং ১৮২৮ সনে লিউটেনেণ্ট বর্ণাট সাহেব মুংকং দেশভ্রমণার্থে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন ইহা তথ্য জানিয়া লিখিতেছি দর্পণে অর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্বজনকে জ্ঞাত করিবেন ইহা নিবেদন ইতি সন ১৮৩১ তাং ২৯ আগস্ত। শ্রীযাদুরাম ডাকাবড়ুয়া মুন্সী এজেণ্টী মুলুক অপর আসাম। [সমাচার দর্পণ—পৃঃ ৩১৪]

[৭] সমাচার চন্দ্রিকা—১৮৩২। মার্চ (?)

হিন্দু আসিষ্ট্যাণ্ট মেজিষ্ট্রেটী পদে নিযুক্ত ঃ—গত ২১ ফাল্গুনের আসামের পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে তদ্দেশে বাণী খ্যাতাপন্ন ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয় গত ২০ ফেব্রুয়াধী আসাম দেশের গুবাহাটী জিলার অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।

এই সংবাদে আমরা মহা সন্তুষ্ট হইলাম। যে হেতুক বৈন প্রেসিডেণ্ট হ'ল কৌসেলী উচ্চপদ মুসলমান দিগকেই দিতেছেন কিন্তু তদ্দেশের একটিং পলিটিকেল এজেণ্ট শ্রীযুক্ত কেরিক্রাপট সাহেব যে উক্ত ফুকনের নামে রিপোর্ট করিয়াছিলেন তাহা কৌসিলে গ্রাহ্য হইয়াছে। এই মহা আনন্দের বিষয়। দ্বিতীয় কেরিক্রাপট সাহেব অতি উপযুক্ত পাত্রকে উচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়াছেন ফুকনের ক্ষমতা ও বিজ্ঞতা ও অপক্ষপাতিত্বের দ্বারা প্রজার দিগের সুখের সম্ভাবনা কেন না ঐ পদের ক্ষমতা অপরাধ বিবেচনানুসারে অপরাধ ব্যক্তিকে দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারাগারে বদ্ধ করিতে পারেন এবং পোলিসের আমলা গণের উপর মেজিষ্ট্রেট সাহেব তুল্য পরাক্রম ইত্যাদি। এতাদৃশপদ অবিবেচক রেসবৎখোর (corrupt) ব্যক্তির হইলে সে দেশের

অমঙ্গল হইত। উপযুক্ত পাত্রে উচ্চপদ অর্পণ হওয়াতে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

ফুকন মহাশয়ের ক্ষমতা স্থূল কিঞ্চিৎ লিখি। ইংলণ্ডীয় মহাশয়দিগের সে দেশ অধিকার হইলে মৃত স্কট সাহেব কে তদ্দেশীয় রাজকীয় ব্যাপার তাবৎ অবগত করাইয়া ছিলেন এবং তদ্দেশে বন্দোবস্ত কালে রাজার ও প্রজার মঙ্গল বিবিধ প্রকার করিয়াছেন তাহা স্কট সাহেব জ্ঞাত ছিলেন। অপর।আশায় বুরুঞ্জি নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন তদ্দেশীয় রাজকীয় বানিজ্য ব্যাপারে এবং লোকের আচার ব্যবহার উপাসনা ইত্যাদি প্রায় তাবৎ বৃত্তান্ত প্রকাশ করাতে আসাম দেশ কাহার সম্বন্ধে অজ্ঞাত নহে অধিক লেখা লিপি বাহুল্য—

[৮] (১৮ আগস্ত ১৮৩২ ; শনিবার ৪ ভাদ্র ১২৩৯।)

হলিরাম ঢেঁকিয়াল ফুকনের মৃত্যু।

আমরা অত্যন্ত খেদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে গত ১১ই শ্রাবণে আসাম দেশীয় হলিরাম ঢেঁকিয়াল ফুকন মহাশয় গুয়াহাটি স্থানে লোকান্তরগত হইয়াছেন। অল্পকাল হইল অতি গৌরব ও বিশ্বস্ততা পদপ্রাপ্ত হইয়াই তাঁহার উপরম হয়। মৃত স্কাট সাহেব তাঁহাকে সরকারী কর্ম্মে মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করেন এবং হলিরাম এমত নৈপুণ্যরূপে উদ্যোগ দর্শাইলেন যে তাহাতে স্কাট সাহেবের বিলক্ষণ সম্মান বৃদ্ধি হইল। মৃত্যু সময়ে তাঁহার ৩৫ বৎসরের অধিক হয় নাই কিন্তু তিনি ঈদৃশ বয়ঃ কনিষ্ঠ হইয়াও জ্ঞান ও বুদ্ধিতে জ্যেষ্ঠ ছিলেন তাঁহার বিদ্যাবিষয়ক স্পৃহার সীমা ছিল না এবং গুণও অসংখ্যক ছিল স্বীয়দেশের বিষয়ে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ এবং ঐ দেশ বর্ম্মারদের যোয়াল হইতে মুক্ত হইয়া যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল ইহাতে তিনি অত্যন্তাহ্লাদিত হইয়া স্বদেশীয়ের মধ্যে যাহাতে সভ্যতা ও আচার ব্যবহারের সৌষ্ঠব হয় তদর্থ কোন বিষয়ে উদ্যোগের ত্রুটি করেন নাই। এবং স্বীয়ব্যয়েতে বঙ্গভাষার

অনেক পুস্তক মুদ্রিত করিয়া স্বদেশীয় বিদেশীয় অনেককে বিতরণ করিলেন। আসাম দেশের মধ্যে তিনিই প্রথম এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্র গ্রাহক হইয়াছিলেন এবং অন্যেরদিগকে তদ্বিষয়ে এমত প্রবোধ দিলেন যে এইক্ষণে আসামদেশে যত সম্বাদপত্র চলিত হয় তত বঙ্গদেশের মধ্যে কোন জিলাতে চলে না। অনুমান তিন বৎসর হইল তিনি আসাম-বুরঞ্জি নামক এক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় ব্যয়েতেই মুদ্রাঙ্কিত করিলেন আসাম দেশের প্রকৃত বিবরণ সকল কেবল ঐ পুস্তকের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব এতাদৃশ নানা গুণোপেত এবং পরম হিতৈষি ও মহানুভব মহাশয়বরের মৃত্যুতে আসামদেশের অনুপম ক্ষতি হইয়াছে। কেবল স্কাট সাহেবের মৃত্যুতে ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি বোধ হয়। [সমাচার দর্পণ—পৃঃ ৩৮৬-৩৮৭]

[৯] (২৫ আগষ্ট ১৮৩২ ; শনিবার ১১ ভাদ্র ১২৩৯।)

৺হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন।—আমরা শোকাকুল হইয়া প্রকাশ করিতেছি পাঠকবর্গ বিশেষাবগত আছেন আসাম গুয়াহাটি নিবাসি হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন অতিপ্রধান বিখ্যাত লোক তিনি গত ১১ শ্রাবণ কোন রোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার লোকান্তর গমন সম্বাদে আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি যেহেতুক তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসরের অধিক নহে সুপুরুষ ও শিষ্টশান্ত শরলান্তঃকরণ শাস্ত্রজ্ঞ ধার্ম্মিক দেবপিতৃ-কর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত সর্ব্বত্র সম্মানান্বিত বিশেষতঃ প্রধান রাজকর্ম করিয়াছেন ইদানীং আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন এবং ধনী লোকোপকারী লোকহিতার্থে সর্ব্বদা রত থাকিতেন তদ্বিশেষ তদ্দেশীয় লোকসকল জ্ঞাত আছেন এবং তাঁহার ক্ষমতা ও বিজ্ঞতাদির সহিত যে যে কীর্ত্তি করিয়াছেন তন্মধ্যে এতদ্দেশে যাহা প্রকাশ আছে তৎস্মরণেও লোকোপকারিতা গুণ বিবেচনা হইতে পারিবে। আদৌ ঐ ফুকন মহাশয় এতদ্দেশের বিষেশতঃ তদ্দেশের উপকারার্থ বাণিজ্যাদি নানা বিষয়ের উপদেশস্বরূপ বিবিধ সম্বাদ লিখিয়া সমাচারপত্রে প্রচার

করিয়াছিলেন তত্তৎ সমাচার রাজা-প্রজার গোচর হওয়াতে অনেক উপকার হইয়াছে। পরন্তু আসাম-বুরঞ্জি পুস্তক প্রকাশে তাঁহার বিশেষ গুণ ব্যক্ত হয় ঐ পুস্তক মধ্যে তদ্দেশের রাজাবলী ধর্ম্ম কর্ম্ম উপাসনা রাজ্যশাসন-রীতি ব্যবহার চরিত্র লোকের ক্ষমতা বিদ্যা এবং নদ নদী পর্ব্বতাদির বিশেষ লিখিয়াছেন এবং বাণিজ্য-ব্যাপারেও কি রীতি এবং শস্যাদির উৎপত্তি বিষয়ক বহুতর বিষয়ে গ্রন্থ চারি খণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে আপন পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় অনেক করিয়াছেন কেননা ঐ গ্রন্থ তাবৎ আপনি রচনা করিয়া নিজার্থ ব্যায়দ্বারা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন ইত্যাদি।

অপর ধার্ম্মিকতাবিষয়ে অর্থাৎ দেব-পিতৃকর্ম্মে কি প্রকার শ্রদ্ধা তাহাও কিঞ্চিৎ লিখি। দুই বৎসর গত হইল আপন বিষয়কর্ম্ম তাবৎ রহিত করিয়া কাশ্যাদি তীর্থে গমন করিয়া নানা ধামে কায়িক কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক বহুধন ব্যয় করিয়া অনেক কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা তদ্দেশীয় ও তত্রস্থ লোক অনেকে জ্ঞাত আছে।

অপর কামাখ্যাযাত্রা পদ্ধতি এক গ্রন্থ নানা পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাও মুদ্রিত করিয়া বিনা মূল্যে তাবল্লোককে দেওনের অভিলাষ ছিল ঐ গ্রন্থের প্রায় তৃতীয়াংশ মুদ্রিত হইয়াছে ইত্যাদি সমূহ গুণান্বিত ব্যক্তির মৃত্যুশ্রবণে অনেকের মনে দুঃখ হইবেক। সং চং [সমাচার দর্পণ—পৃঃ ৪০২-৪০৩]

[১০] (২৫ আগষ্ট ১৮৩২ ; শনিবার ১১ ভাদ্র ১২৩৯।)

দর্পণ-সম্পাদকের উক্তি। হলিরাম ঢেঁকিয়ালের মৃত্যুবিষয়ে ইহার পূর্ব্বেই আমরা অত্যন্ত খেদসূচক উক্তি প্রকাশ করিয়াছি এবং তাঁহার সদ্‌গুণবিষয়ক আমারদিগের যে ঔৎকর্ষ বোধ তাহাও প্রকাশিত হইয়াছে এইক্ষণে চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয়কে মৃত উক্তমহাশয়ের অন্য এক বিষয়ের প্রশংসাকরণের সুযোগ করাই। কিয়ৎ কাল হইল চন্দ্রিকা ও প্রভাকরের বিরুদ্ধে স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ে যে অতিচাতুর্য্যরূপে লিখিত যে পত্র কস্যচিৎ হিন্দু দর্পণপাঠকস্য ইতি

স্বাক্ষরিত যে পত্রসকল দর্পণে প্রকাশমান হইয়াছিল তাহাও ঐ হলিরাম ঢেঁকিয়াল মহাশয়ের লিখন অতএব এইক্ষণে চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়কে ইহা কহিতে হইবে যে হলিরাম প্রকৃত হিন্দু ছিলেন না নতুবা তাঁহার ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে স্ত্রীবিদ্যা শিক্ষায়ণের বিষয়ে চেষ্টা পাইলেও হিন্দুধর্ম্ম লোপ হয় না ইহা চন্দ্রিকা-সম্পাদক মহাশয়-কর্ত্তৃক পূর্ব্বে অপহ্নুত ছিল।

[সমাচার দর্পণ—পৃঃ ৪০৩]

পরিশিষ্ট—খ

বাঙ্গালা-ভাষায় আসামের ইতিহাস

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম আসামের ইতিহাস প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের লেখক ছিলেন, স্বর্গীয় হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়। তখন সবেমাত্র গদ্যসাহিত্য বঙ্গ-ভাষায় সৃষ্ট হইয়াছে। ঢেকিয়াল ফুকনের ঐতিহাসিক গ্রন্থখানি বঙ্গের গদ্য-সাহিত্য আলোচনায় বিশেষ কাজে লাগিবে মনে করিয়া, সর্ব্বসাধারণের নিকট উক্ত গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়-লিখিত একখানি মুদ্রিত গ্রন্থ আমি গৌহাটীর উকীল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কামাখ্যারাম বড়ুয়া বি, এল্, এম্-এল্-সি মহোদয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি; অনেক অনুসন্ধান করিয়াও ইহার আর দ্বিতীয় খণ্ড কোথাও পাই নাই। পুস্তকের প্রথম পাতাটী নাই, শেষের দিকেও দুই এক পাতা ছেঁড়া। তাহাতে আমাদের বর্ত্তমান আলোচনায় অসুবিধা হইতে পারে। গ্রন্থকার কি কারণে নিজ মাতৃভাষা অসমীয়াতে না লিখিয়া বাঙ্গালা-ভাষায় আসামের ইতিহাস লিখিলেন, গ্রন্থকারের অন্যান্য উদ্দেশ্যই বা কি ছিল, পুস্তকের ভূমিকাদি না থাকাতে পুস্তক হইতে তাহা জানিবার আমাদের সম্প্রতি জানিবার উপায় নাই। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের Asiatic Journal and Monthly Register· নামক পত্রিকায় তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক লেখক-রচিত ঢেকিয়াল ফুকনের ইতিহাসের সমালোচনা এবং সারাংশ পুনর্ম্মুদ্রিত হয়। তাহা হইতে পুস্তকের গোড়ায় এবং শেষের দিকে ছিন্ন পাতা কয়টিতে কি ছিল, তাহা কিছু অনুমান করিতে পারিয়াছি।

পুস্তকের পরিচয়-পত্র (টাইট্‌ল্ পেজ) বা ভূমিকা না থাকা সত্ত্বেও যে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা বলিয়াছি, ইহার প্রমাণ আমাদের প্রচুর রহিয়াছে।

---

* "আসাম দেশের ইতিহাস।"—লেখক স্বর্গীয় হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন। খৃষ্টাব্দ ১৮২৯ সনে প্রকাশিত। কলিকাতা সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত এবং বিনামূল্যে বিতরিত।

(১) হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়ের কৃতী পুত্র স্বর্গীয় আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়প্রণীত এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "A Few Remarks on the Assamese Language" নামক গ্রন্থে আসামের ঐতিহাসিক সাহিত্যের আলোচনাসূত্রে ৪৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"In 1829 Haliram Dhekial Phukan printed and published in the Bengali language a brief compilation from the Buranjis." বুরঞ্জী অসমীয়া শব্দ, অর্থ—ইতিহাস বা chronicle.

(২) ঊনবিংশ শতকের অসমীয়া-সাহিত্যের "ডিক্‌টেটার," সুপ্রসিদ্ধ লেখক এবং ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রায়বাহাদুর গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয় তৎ-প্রণীত "আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের জীবনচরিত্র" নামক অসমীয়া গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন,—"হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন যোগিনীতন্ত্র, কালিকা-পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়া 'কামাখ্যাযাত্রা-পদ্ধতি' নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করে। এই গ্রন্থত কামরূপের কামাখ্যা প্রভৃতি সকল তীর্থের নির্ণয়, যাত্রা আর পূজার বিবরণ আছে। ফুকন মহাশয় আসাম বুরঞ্জী নামে বাঙলা ভাষায় একটী আসাম দেশের নানা বিবরণ আরু রাজাগণের ইতিহাস-ঘটিত পুথি রচনা করে। ১৭৫৩ শ'কত এই দুই পুস্তিকা কলিকাতার সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্রত ছাঁপা হয়। এই পুস্তকক সকল বিনামূল্যে বিতরিত হয়।"

(৩) উক্ত গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয়ের ১৭৯৭ শকাব্দে প্রকাশিত "আসাম বুরঞ্জী"র আরম্ভ ও ভূমিকাতে গ্রন্থকার বলেন,—"১৭৫১ শ'কে হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয় বঙ্গ-ভাষায় আসাম বুরঞ্জী কলিকাতায় মুদ্রিত করে।"

(৪।) আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মে-আগষ্ট মাসের Asiatic Journal and Monthly Register, Vol. II, New Series পত্রিকায় তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়-লিখিত হলিরাম ফুকনের ইতিহাসের এক সমালোচনা এবং সারাংশ প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্ব্বে সেই প্রবন্ধ India Gazette নামক পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। সুতরাং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে যে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

আমাদের হস্তগত ইতিহাসে ৩ পৃষ্ঠা হইতে ৮২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আছে। প্রথম

খণ্ড বোধ হয়, ৮৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ছিল। এই পুস্তকের অক্ষর আজকালকার পাইকা অক্ষর অপেক্ষা কিছু বড় এবং এই অক্ষর দেখিতে তদানীন্তন হস্তলিখিত বাঙ্গালা অক্ষরের মত।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় মাত্র দুই বা তিনখানি ঐতিহাসিক গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যথা—"কৃষ্ণচন্দ্রচরিত" এবং "প্রতাপাদিত্যচরিত"। কিন্তু হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা বহু অধ্যয়ন এবং গবেষণার পরিচায়ক। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিসূত্রে আসাম বৃটিশাধীন হয়। তদবধি কোনও ভাষায় আসামের ইতিহাস মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া আমরা খবর পাই নাই। সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত আসামের ইতিহাস বলিয়াও আলোচ্য গ্রন্থের মূল্য অনেক।

আসামের ইতিহাস হস্তলিখিত অবস্থায় দেশে বহু প্রচারিত হইত। আসামীরা ইতিহাসকে 'বুরঞ্জী' বলেন এবং আহোম ভাষা হইতে এই শব্দের উৎপত্তি। আসামের প্রাচীন পরিবারের পুথির ভাণ্ডারে এখনও মধ্যে মধ্যে হস্তলিখিত বুরঞ্জী পুঁথি পাওয়া যায়। আসামে বুরঞ্জী চর্চ্চা এবং বুরঞ্জী বিদ্যার বিশেষ প্রচলন ছিল। বুরঞ্জীজ্ঞান আসামী ভদ্রলোক এবং রাজপুরুষগণের শিক্ষার এক বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল; এবং রাজার অধীনে বুরঞ্জী লিখিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন। উপরোক্ত A Few Remarks on the Assamese Language গ্রন্থে স্বনামধন্য আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয় বলেন—

"In no department of literature do the Assamese appear to have been more successful than in History. Remnants of historical works that treat of the times Bhagadatt, a contemporary of Raja Judhisthir, are still in existence. The chain of historical events, however, since the last 600 years, have been carefully preserved, and their authenticity can be relied upon. It would be difficult to name all the hisiorical works, or as they are styled by the Assamese, *Burangis.* They are numerous and voluminous. According to the customs of the country, a knowledge of the *Buranjis* was an indispensable qualification in an Assamese gentelman ; and every

family of distinction, and specially the Government and the public officers, kept the most minute records of historical events, prepared by the learned *Pandits* of the country. These histories were therefore very numerou, and generally agreed with each other in their relation of events. A large number is still to be found in the possession of the ancient families." pp. 45-46.

এই সব বুরঞ্জী—রাজার দপ্তরের কাগজ-পত্র, সেনাপতিগণের যুদ্ধের বিবরণ এবং মধ্যে মধ্যে জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত হইত। অহোম এবং অসমীয়া, এই দুই ভাষায় বুরঞ্জী রচনার প্রথা ছিল; কিন্তু আহোম ভাষা সর্ব্ববোধগম্য না হওয়াতে সেই ভাষায় রচিত বুরঞ্জী এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এই সব বুরঞ্জীতে অতিরঞ্জনের চেষ্টা আদৌ ছিল না, এবং লেখকেরা সত্যের অপলাপ করিতেন না। মুসলমানের আসাম আক্রমণের বিশদ বিবরণ অসমীয়া বুরঞ্জীগুলিতে পাওয়া যায়। মুসলমান লেখক-রচিত আলমগীরনামা, পাদী-শাহনামা, ফৎহিয়-ই-ইব্রিয় আদি গ্রন্থের সহিত কোনও ঘটনার বিবরণ মিলাইয়া দেখিলে দুই বিবরণের মধ্যে যথাসম্ভব ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অসমীয়া বুরঞ্জী-সাহিত্য অসমীয়া গদ্য-সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

বঙ্গদেশ, কাশ্মীর, দিল্লী আদি স্থানেরও বুরঞ্জী অসমীয়া ভাষায় লিখিত "পাচ্ছাবুরঞ্জী" নামক একখানা অসমীয়া হস্তলিখিত পুথি বহু দিন যাবৎ ইণ্ডিয়া অফিস্ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। অসমীয়া বুরঞ্জীবিভাগে অক্লান্তকর্ম্মা শ্রীযুক্ত বেণুধর শর্ম্মা মহাশয় উক্ত পুথি এবং পশ্চাতে উল্লিখিত ডাঃ ওয়েণ্ডার, আসাম ইতিহাস বহু কষ্টে উদ্ধার করিয়াছেন। "পাচ্ছাবুরঞ্জী"তে দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাহ জাহান, আওরংজেব এবং গোলকুণ্ডার ইতিহাস পাওয়া যায়। সম্রাট শাহজাহানের মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসনের জন্য যে ভ্রাতৃবিরোধ এবং যুদ্ধ হয়, "পাচ্ছাবুরঞ্জী"তে প্রাপ্ত তাহার বিবরণ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের "আওরংজেবের ইতিহাসে" প্রাপ্ত বর্ণনার মধ্যে আশাতীত ঐক্য দেখিতে পাইয়াছি।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে বহু বুরঞ্জী হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ডাঃ জে, পি, ওয়েড মহাশয় ইংরেজী ভাষায় সর্ব্বপ্রথম আসামের ইতিহাস সঙ্কলন করেন।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি তদানীন্তন ভারতের গভর্ণর জেনারেল স্যর জন শোর (লর্ড টেইনমাউথ) মহোদয়কে উপহার দেন। কিন্তু অদ্যাবধি এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই।

সমস্ত আসাম বুরঞ্জীর সাহায্যে এবং আধুনিক কালের বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে আসামের ইতিহাস সঙ্কলন করার দ্বিতীয় চেষ্টা করিয়াছিলেন হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়। তিনি সংস্কৃত এবং বঙ্গভাষায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন এবং বঙ্গীয় সমাজে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি এবং সুখ্যাতি ছিল। যোগিনীতন্ত্র, কালিকাপুরাণ আদি নানা গ্রন্থের সাহায্যে তিনি "কামাখ্যা-যাত্রা-পদ্ধতি" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা পরশুরাম বড়ুয়া, বঙ্গদেশ এবং আসামের সীমানায় অবস্থিত হাদিরাচকি নামক স্থানে "দুয়রীয়া বড়ুয়া" বা আসামরাজের সীমান্তরক্ষক কর্ম্মচারী ছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে যে দ্রব্যাদি আসামে আসিত, তাহার মাশুলাদি এই দুয়রীয়া বড়ুয়া সংগ্রহ করিয়া রাজকোষে নির্দ্দিষ্ট টাকা প্রেরণ করিতেন, এবং বিদেশ হইতে কোনও আক্রমণের কথা কর্ণগোচর হইলে দুয়রীয়া বড়ুয়া তাহা রাজসন্নিধানে জ্ঞাপন করিতেন। পিতার মৃত্যুতে চৌদ্দ বৎসর বয়সে নাবালক হলিরাম উক্ত পদ প্রাপ্ত হন, এবং রণরাম নামক তাঁহার পিতার এক পরমাত্মীয় উক্ত বিষয়সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করেন। ইহার কিছু দিন পরে আসামের শেষ আহোম নৃপতি স্বর্গদেব চন্দ্রকান্ত সিংহ মহারাজ, হলিরামকে 'ঢেকিয়াল ফুকন' পদবী অর্পণ করেন। আসামের জীবন-সন্ধ্যায় যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়, হলিরাম সেই সমস্তের প্রত্যক্ষ দর্শক ছিলেন; তাঁহার চোখের সামনে আসামের গৌরব-সূর্য্য ম্লান হইয়া আসিল, আট বৎসর যাবৎ বর্ম্মাসৈন্য কর্ত্তৃক এই দেশ উপদ্রুত হইল। পরে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিসূত্রে আসামদেশ ব্রহ্মদেশীয়দের হস্ত হইতে বৃটিশাধীন হইল।। †

যাঁহারা যুদ্ধনৈপুণ্যে আসাম হইতে ব্রহ্মদেশীয়রা বিতাড়িত হয়, সেই ডেভিড্ স্কট্ সাহেব হলিরামকে কলেক্টরীর সেরেস্তাদার নিযুক্ত করেন, এবং বৃটিশের আমলে নগাঁও এবং দরং নামক দুই জেলার ভূ-স্বত্ব এবং রাজস্বের যে নিয়ম-পদ্ধতি প্রচলিত হয়, হলিরাম তাহা সর্ব্বপ্রথমে সংস্থাপিত করেন। তাহার পরে কামরূপ জেলার ভূমির বন্দোবস্ত-কার্য্যে হলিরাম নিযুক্ত

হইলেন। পরে হলিরাম ২৩০৲ টাকা বেতনে গৌহাটীতে এসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্-পদে নিযুক্ত হন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে হলিরামের প্রথম পুত্র আনন্দরামের জন্ম হয়। এই আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনকে বৃটিশ-যুগের অসমীয়া-সাহিত্যের পুরোহিত বলা যাইতে পারে। আনন্দরাম অসমীয়াদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কয়েক বৎসর হিন্দুকলেজের ছাত্ররূপে অবস্থান করেন। পরে দেশে গিয়া সিপাহীবিদ্রোহের মত সঙ্কটাকুল সময়ে নগাঁও জেলার ডেপুটী কমিশনার বা ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ভারপ্রাপ্ত হন। ইংরেজী, আসামী এবং বাঙ্গালা ভাষায় তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী এবং দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ অসমীয়া সমাজে আজ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইেত আসামের স্কুল এবং আদালতে অসমীয়ার পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হওয়ায় দেশের উন্নতির পথে কিরূপ অন্তরায় ঘটিয়াছিল, তাহা বুঝাইয়া ইনি "A Few Remarks on the Assamese Language and on Vernacular Education in Assam" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন। বহু প্রমাণাদি সহ আনন্দরাম বুঝাইয়া দিলেন যে, অসমীয়া ভাষা এক স্বতন্ত্র ভাষা, ইহারও বিবিধ রত্নপূর্ণ এক প্রাচীন সাহিত্য-ভাণ্ডার আছে, এবং আসামে বাঙ্গালা ভাষার প্রচার হওয়াতে অসমীয়াদের জাতীয় উন্নতির পথে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। আনন্দরাম আরও বুঝাইয়া দেন যে, বাঙ্গালা ভাষা যে অসমীয়া যুবকেরা ভাল রকম শিখিতে পারিয়াছে, তাহা নহে। তিনি একবার কোন এক স্কুল পরিদর্শন করিবার সময় কোনও এক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে নিম্নলিখিত ইংরাজী বাক্যগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে বলিলেন,—(1) "A large number of boys have assembled at this place. (2) It is likely, we shall be obliged to quit this country and go away. (3) The poor people daily work very hard to earn their bread." ইহার উত্তরে ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয় যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষু স্থির হইল,—(১) "অহং স্থানত অনেক বালক স্থিত হইয়াছে, (২) অহং এই গ্রাম ছাড়ি ভঙ্গ হইয়া গমন করা হইল, (৩) দীন হীন ব্যক্তিয়ে নিত্যে বৃহৎ করিয়া কর্ম্ম করে এবং অন্ন উলিয়ায়।" এই ছাত্রেরা চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিল, তথাপি তাহাদের

বাঙ্গালা জ্ঞানের এই দুর্দ্দশা! মহাত্মা আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে আসামের স্কুল এবং আদালতে পুনঃ অসমীয়া ভাষার প্রচলন হইতে লাগিল।

আনন্দরাম বহু আসামী গ্রন্থ এবং প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া অসমীয়া সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। পিতার ন্যায় আনন্দরামও বাঙ্গালা ভাষায় সুলেখক ছিলেন, তাঁহার প্রণীত "আইন ও ব্যবস্থাসংগ্রহ" নামক বাঙ্গালা গ্রন্থে বঙ্গদেশে চলিত শাস্ত্র, শরা, দেশাচার, ইংলণ্ডীয় ল, গভর্ণমেণ্টের আইন, কনষ্টকৃসন সার্কুলার, অর্ডার ও আদালতের নজিরের সারাংশ সংগ্রহ আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ২৯ বৎসর বয়সে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন মানবলীলা সংবরণ করেন। আনন্দরাম সম্বন্ধে জনৈক ভূতপূর্ব্ব আসামের কমিশনার একবার বলিয়াছিলেন,—"বঙ্গদেশে রাজা রামমোহন রায় যেমন, আসামে আনন্দরাম তেমন। কিন্তু আসাম এবং বঙ্গদেশের তদানীন্তন অবস্থার তারতম্য বিবেচনা করিলে রামমোহন রায় অপেক্ষা আনন্দরাম ফুকনকে অসাধারণ পুরুষ বলিতে পারা যায়।" হলিরামের ন্যায় বিচক্ষণ পিতার যে এরূপ কীর্ত্তিমান্ পুত্র হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন দুই বার তীর্থ ভ্রমণচ্ছলে ভারতবর্ষের বহু স্থান পর্য্যটন করেন। প্রথমবার গয়া, কাশী, প্রয়াগ আদিতে তীর্থ করিতে যান। তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং দানশীলতার দ্বারা উক্ত তীর্থাদিতে তিনি বিশেষ সুখ্যাতি উপার্জ্জন করেন। দ্বিতীয়বার শ্রীক্ষেত্র তীর্থ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন-কালে তিনি কিছু দিন কলিকাতায় অবস্থিতি করেন। এবং তদানীন্তন কলিকাতার ভদ্রসমাজে তিনি অতি শীঘ্রই সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠেন। হলি-রাম কলিকাতায় মহাসমারোহে বাস করিতেন, এবং তাঁহাকে লইয়া তাঁহার বঙ্গীয় বন্ধুরা নানা কৌতুক করিতে লাগিলেন। কলিকাতার কোনও এক সংবাদপত্রে একজন লিখিলেন,—"মুষলীরাম ঢেকি কলিকাতায় আসিয়াছেন," "কামরূপ কামাখ্যা হইতে এক ঢেঁকী গাছ চালাইয়া এখানে আসিয়া কচ্ কচ্ করিতেছে।" ঢেকিয়াল ফুকন নামটি বঙ্গীয় সমাজে এমন প্রচলিত হয় যে, বাঙ্গালার 'আলালী' ভাষার প্রবর্ত্তক প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচান্দ ঠাকুর) মহাশয় "আলালের ঘরের দুলাল" উপন্যাসে নায়ক বাবুরাম বাবুর মো-সাহেব-স্বরূপে এক ঢেকিয়াল ফুকনকে (পিতা, না পুত্র?) ব্যঙ্গ করিয়াছেন, "কামাখ্যানিবাসী একজন ঢেকিয়াল ফুকন কর্ত্তার নিকট বসিয়া হুকা টানিতে

টানিতে বলিতেছেন,—'আপনি ভাগ্যবান্ পুরুষ, আপনার দুইটি লড়বড় ও দুইটি পেঁচামুড়ি, এ বৎসর একটু লেরাং-ভেরাং আছে, কিন্তু একটু যোগ করলে সব রাঙ্গা ফুকনের মাচাং খাইতে পারিবে ও তাঁহার বশীভূত হইবে।"

বঙ্গদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গৌহাটীর সম্মুখবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্র-মধ্যস্থ উমানন্দ-তীর্থে কিছুকাল বাস করার পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন প্রাণত্যাগ করেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং স্বাধীনচিত্ততার জন্য হলিরাম ফুকন মহাশয়ের নাম অসমীয়া সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয় আসামের ইতিহাস নিজ মাতৃভাষা অসমীয়াতে না লিখিয়া বাঙলায় লিখিলেন কেন? ইহার উত্তরে বলিলে চলিবে না যে, তখন আসামে বাঙলা ভাষার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। কারণ, আমরা জানি, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আসামে অসমীয়া ভাষারই প্রভুত্ব ছিল। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়ের A few Remarks on the Assamese Language নামক গ্রন্থ হইতে ইহা সুস্পষ্ট জানা যায়,—

"From the first occupation of the province to the passing of the Act XX1X of 1837 nearly, or at least up to the year 1835, Assamese was the language of the courts. It was used with great facility and convenience and with universal satisfaction to the people, for about fifteen years, in almost every department of this public office, as the public records will still show."

আমাদের মতে ফুকন মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষায় নিজ দেশের ইতিহাস রচনা করার উদ্দেশ্য একমাত্র এই হইতে পারে যে, বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজে, বিশেষতঃ কলিকাতায় তাঁহার অনেক বন্ধু বান্ধব ছিলেন; তাঁহারা আসামের বিষয় কিছুই জানিতেন না; হয়ত আসাম এবং অসমীয়াদিগের সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেকের ভুল ধারণা ছিল। বঙ্গীয় সমাজকে আসাম সম্বন্ধে কিছু আভাস দিবার জন্য হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় এই ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ইহার এক প্রমাণ, সেই পুস্তক বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল।

পুস্তকের ভাষা তদানীন্তন বাঙ্গালা গদ্যের ভাষার মত সংস্কৃতগন্ধী হইলেও তাহা সহজ-বোধগম্য। কারণ, পুস্তকে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দাবলী একেবারে

"অমর-কোষ" হইতে আমদানী নহে। বাঙ্গালা ভাষায় তাহাদের বেশ চলতি আছে বলিয়া গ্রন্থকার তাহা পুস্তকে প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষার মধ্যে বেশ প্রবাহ আছে। নমুনাস্বরূপ কয়েক পঙক্তি নিম্নে আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

"কন্যকাগ্রামস্থ জিতারিবংশীয়...স্থানের আধিপত্য করিয়াছিলেন।" পৃঃ ৯, পং ১-১৩।

পুস্তক পাঠ করিলে কেহ অনুমান করিতে পারিবেন না যে, লেখকের মাতৃভাষা অসমীয়া; বাঙ্গালা ভাষায় এবং বাঙ্গালা রচনায় ঢেকিয়াল্ ফুকন মহাশয়ের এত সহজ ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্তু লেখক যে অসমীয়া ছিলেন, তাহার সঙ্কেত তিনি পুস্তকের অনেক স্থানে দিয়াছেন। লেখক অসমীয়া; সুতরাং শব্দের সাহায্যে কোনও ভাব প্রকাশের পূর্ব্বে অবশ্য ব্যবহার্য্য অসমীয়া ভাষাতে তাহার মানসিক সৃষ্টি হইয়াছিল। লেখক অনেক স্থলে এই অসমীয়া শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বাঙ্গালী পাঠকের বোধগম্য হইবে না বিবেচনা করিয়া 'অর্থাৎ' যোগে তাহার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দিয়াছেন; যথা,—"একজন সাধারণ কাচারিণী পতিপুত্র কামনা করিয়া একমাস দেওহাঁকারি ছিল, অর্থাৎ দেবতা পূজা করিয়াছিলেন।...পরে একজন কচারি দিবাতে আসিবাতে মদগাহরি কুকুরা, অর্থাৎ মদ্য, শূকর, কুঁকুট প্রভৃতি ভোজন দ্বারা সন্তুষ্ট করাইয়া...শুকুলা হাতী ও দেওকুকুরা অর্থাৎ শুক্লহস্তী ও দৈবকুক্কুট অগ্রভাগে লইতে আজ্ঞা করিলেন। তদ্রূপ করাতে ঐ দেওধাইর অর্থাৎ দেবপূজাকর্ত্তার গৃহে বাদ্য হওয়াতে রাজার নিকটে সমাচার দিলেন।" পৃঃ ১৬, পং ১২-২৮।

উদ্ধৃত অংশের নিম্নরেখ শব্দগুলি অসমীয়া, এবং অসমীয়া গ্রন্থকার বাঙ্গালা রচনাতে সেই সকলের প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শব্দের অতি ঘনসমাবেশ হইয়াছে। এক জায়গায় আহোমরাজার গৌহাটীস্থ প্রতিনিধি বরফুকন হরনাথের নামের পূর্ব্বে দীর্ঘ সমাসযুক্ত এক সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে,—"দ্বারাম্বয়োদধিরজনীকর।" সমস্ত বাক্যটী এই,—"পরে দ্বারাম্বয়োদধিরজনীকর সেনাপতি বরফুকনাত্মক বদনচন্দ্র বরফুকন...তৎপ্রত্যুপকার-দানে চেষ্টিত হইলেন।" পৃঃ ৪৭, পং ১২-২০।

আসামে ব্রহ্মসৈন্যনিমন্ত্রণকারী এবং আসামের ভাগ্যপরিবর্ত্তনকারী বদনচন্দ্র এবং তাঁহার পিতা হরনাথ বরফুকনকে আসামের সুপ্রসিদ্ধ দুয়রাবংশরূপ

সমুদ্র হইতে সম্ভূত চন্দ্রস্বরূপ বলিয়া যাঁহারা না জানেন, তাঁহারা এই 'দ্বারাব-য়োদধিরজনীকর' শব্দের অর্থ খুঁজিয়া পাইবেন কি প্রকারে?

আমরা যে গ্রন্থের বর্ত্তমান আলোচনা করিতেছি, তাহা ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়ের সংকলিত আসামের ইতিহাসের মাত্র প্রথম ভাগ বা রাজবিবরণ প্রকরণ। চারিটী খণ্ডে এই পুস্তক রচিত হইবার কথা ছিল। প্রথম ভাগের আলোচ্য বিষয় ছিল, প্রাচীন কাল হইতে বৃটিশ-শাসনের আরম্ভ পর্য্যন্ত আসামের নৃপতিগণের রাজত্বের পরিচয় ও বিবরণ। দ্বিতীয় ভাগের বিষয়, 'আসামে প্রচচিত শাসন এবং বিচার-পদ্ধতি আলোচনা। তৃতীয় ভাগের বিষয়, আসামের ভৌগোলিক বিবরণ এবং পবিত্র তীর্থসমূহের পরিচয়। চতুর্থ খণ্ডের বিষয়,—আসামের উৎপন্ন দ্রব্য, জাতিবিভাগ, অসমীয়া লোকের আচার ব্যবহার এবং আসামে প্রচলিত পরমপিতা পরমেশ্বরের উপাসনার বিবিধ প্রথার বিবরণ। এই প্রস্তাবিত চারি ভাগের কথা আমরা তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারিয়াছি,—

In the preface to the work we are informed by the author that he has divided his book into four parts. The first contains an account of the reigns of Assamese princes, from the earlist to the latest period ; the second details the mode of administering government and justice in Assam ; the third gives the geography of Assam, with an account of the holy places ; and the fourth enumerates the products of the country and illustrates the division of castes, the manners of the people, and their mode of worshipping the Supreme Being. Of these four parts, the first only has been issued from the Calcutta native press, written in the Bengali language, and in a style, though not very pure not elegant yet in general, easy and clear."

অসমীয়া ভাষার সুপ্রসিদ্ধ লেখক এবং ঐতিহাসিক পণ্ডিত স্বর্গীয় রায় বাহাদুর গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয়ের সহিত ঢেকিয়াল ফুকনের পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং সেই পরিবারের সাহায্য এবং সহানুভূতি যে তাঁহার শিক্ষা এবং উন্নতির প্রধান কারণ ছিল, তাহা বড়ুয়া মহাশয় অম্লান-

কণ্ঠে স্বীকার করিতেন। মহাত্মা আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের সুবৃহৎ জীবনচরিত্র প্রণয়ন করিয়া তিনি এই ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। বড়ুয়া মহাশয় ১৭১৭ শকাব্দে প্রণীত তাঁহার "আসামবুরঞ্জী"র ভূমিকায় হলিরাম ফুকনের ইতিহাস সম্পর্কে বলিয়াছেন,—

"১৭৭১ শকত হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনে বঙ্গভাষায়ে এখানি আসামবুরঞ্জী কলিকাতায় মুদ্রিত করায়। এই পুথি চারি ভাগে বিভক্ত। তাঁহার দেশের নদী-নদ-পর্ব্বতাদির বিবরণ, প্রাচীন আরু আধুনিক ইতিহাস, আরু আচার ব্যবহার সংক্ষেপ বিবরণ আছে।........এই সকল পুথি এখন প্রায় সাধারণের পক্ষে অপ্রাপ্য।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং বড়ুয়া মহাশয়ের উদ্ধৃত বাক্য হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের সংকলিত আসামের ইতিহাসের চারি ভাগের মধ্যে প্রথম ভাগ অর্থাৎ "রাজবিবরণ" খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। হলিরামের জীবদ্দশায় কিংবা ১৭৯৭ শকাব্দ বা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অপর তিন অংশ প্রকাশিত হয়। হলিরাম ফুকনের প্রৌত্রী সুলেখিকা শ্রীযুক্তা পদ্মাবতী ফুকননী এই বিষয়ে আমাদিগকে কিছুই বলিতে পারেন নাই। হলিরাম ফুকন মহাশয় বর্ত্তমান ইতিহাসের দুই স্থলে বলিয়াছেন,—

(১) "মহারাজ প্রতাপসিংহ ১৫৩৪ শকাব্দে গড়গ্রাম নগর পরিপাটীরূপে নির্ম্মাণ করিলেন, এবং কাঁড়ী, পাণীর, হাজার, সয়েক, রাজখোয়া ফুকন, বড়ুয়া প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ নিবন্ধ করিলেন। তাহার বিশেষ রাজ্যশাসন প্রস্তাবে লিখিব।" ৫৭ পৃষ্ঠা। (২) "মহারাজ জয়ধ্বজ সিংহ যদুচরণ খাওন্দ নামক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়া বেহার হইতে বনমালী গোসাঞীকে আনাইয়া দক্ষিণপটীয়া গোসাঞী নামে খ্যাত করিলেন। ইহার বিশেষ বিবরণ ঈশ্বরাধীনা বিষয়ে লিখিব।" ৫১ পৃষ্ঠা।

আহোম এবং বৃটিশ শাসনাধীনের কর্ম্মচারী, সংস্কৃতজ্ঞ ইতিহাসবিৎ পণ্ডিত এবং আসামের জীবন-সন্ধ্যার প্রত্যক্ষ পরিদর্শক স্বর্গীয় হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন প্রণীত আসামের নৃপতি, শাসন-পদ্ধতি, তীর্থাদি, আচার ব্যবহার, ঈশ্বরোপাসনার বিবিধ প্রথা ইত্যাদির বিবরণপূর্ণ আসামের ইতিহাস যে বিশেষ মূল্যবান্ হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রথম খণ্ড মাত্র অর্থাৎ রাজবিবরণ প্রস্তাব আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

লেখকের গ্রন্থসূচনার প্রথা অতি অভিনব। হরগৌরীর কথোপকথনচ্ছলে আসামের চতুঃসীমা এবং বিস্তৃতির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তাহার পরে লেখক 'কামরূপ' নামের ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বক্তব্যের ভিত্তি হইয়াছে যোগিনী-তন্ত্র এবং কালিকাপুরাণ। লেখকের মতে কামরূপ নামের তাৎপর্য্য এই,—এই দেশে তীর্থাদির দ্বারা কোন ধর্ম্মকার্য্য সাধনা করিলে মনের কামনা পূর্ণ হয়, এই জন্য ইহার নাম কামরূপ। কিন্তু দেবাদিদেব ত্র্যম্বক কর্ত্তৃক মদন-ভস্মের পর অনঙ্গ কামদেব এই দেশে পুনঃ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ আছে, আমাদের গ্রন্থকার তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। তারপর লেখক কামরূপ রাজ্যের রত্নপীঠ, কামপীঠ, স্বর্ণপীঠ এবং সৌমারপীঠ নামক -চারি অংশের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন।

ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ের নাম "রাজবিবরণ।" ঢেকিয়াল ফুকনের মতে এই কামরূপ রাজ্যের প্রথম নৃপতি—ব্রহ্মার পুত্র মহীরঙ্গ দানব ছিলেন। গুয়াহাটীর অগ্নিকোণে দুই ক্রোশ অন্তর মৈরোকা নামে যে পর্ব্বত আছে, তাঁহার রাজধানী তাহাতে ছিল। মহীরঙ্গ দানবের বংশধর নরকাসুর গুয়াহাটী বা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। নরকাসুর এবং তাঁহার পুত্র ভগদত্তের কাহিনী ভারতে বিশদরূপে পাওয়া যায়। ভগদত্তের পুত্র ধর্ম্মপাল রাজা হইয়া কামরূপ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, এবং কান্য-কুব্জাদি হইতে উত্তম ব্রাহ্মণ আনাইয়া অনেক যজ্ঞ করিলেন। তিনি সন্ততি কামনা করিয়া সপ্তশতিকাখ্য দীর্ঘ স্তোত্র এবং দেবীসূক্ত লক্ষাবৃত্তি পাঠ করাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব ১২৫ বৎসর। ধর্ম্মপালের বংশধর সুবাহু রাজা, ভারতবিশ্রুত নৃপতি বিক্রমাদিত্যের অশ্বমেধ-ঘোটক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে প্রবেশ করাতে তাহাকে বন্দী করেন। রাজা বিক্রমাদিত্য সুবাহুকে সম্মুখ-সমরে পরাভূত করিয়া যজ্ঞঘোটক উদ্ধার করেন।

সুবাহু নরক-বংশের শেষ নৃপতি। তাঁহার মৃত্যুতে দ্রাবিড়দেশীয় জিতারি নামক জনৈক ব্যক্তি বহু বৎসর মহাদেবের আরাধনা করিয়া কামরূপের আধিপত্য লাভ করিলেন। জিতারি-বংশের পরবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্রের বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন শশাঙ্ক বা আরিমত্তরাজা; তাঁহার সম্বন্ধে আসামে এখনও নানা প্রবাদ এবং কিম্বদন্তী প্রচারিত আছে। এই বংশের শেষ নৃপতি মৃগাঙ্ক নিঃসন্তান হওয়াতে কামরূপে একচ্ছত্র সম্রাটের শাসন বিলুপ্ত হয় এবং

এই দেশ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া নানা শাসনকর্ত্তার দ্বারা শাসিত হয়। তন্মধ্যে পূর্ব্বআসামে বারভূঞা সর্ব্বাপেক্ষা প্রখ্যাত। মৃগাঙ্কের মৃত্যুতে কামরূপ দ্বাদশধা বিভক্ত হয় এবং বারভূঞা-বংশের বারজন লোক এই দ্বাদশ খণ্ড ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করেন।

বারভূঞার রাজত্বকালে গৌরদেশের বাদশাহ হুশেন শাহের জামাতা নবাব দুলাল গাজী কোন কারণবশতঃ মক্কা যাওয়া আবশ্যক হওয়াতে তিনি মক্কা না গিয়া, কামরূপে আসিয়া কামরূপ অধিকার করেন। এই দেশেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার কবর গুয়াহাটীর সমীপে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পাড়ে অবস্থিত। দুলাল গাজীর মৃত্যুর পর মনসুর গাজী কামরূপের অধিপতি হইয়া অশ্বক্রান্তের উত্তরে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সুলতান গিয়াসুদ্দিন গৌড় হইতে আসিয়া কামরূপ অধিকার করিয়াছিলেন। "তিনি হিন্দুর অনেক দেবালয় নষ্ট করিয়াছিলেন। অবশেষে লৌহিত্যের উত্তরে গরুড়াচল পর্ব্বতে গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যু হয়। তাঁহার সমাধিস্থান "পোয়া মক্কা" নামে অভিহিত হইয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইহার কিছু সমীপেই কামরূপের সুপ্রসিদ্ধ হাজোর হয়গ্রীব মাধবের মন্দির। গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুতে আবার কামরূপে বারভূঞাদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইতে লাগিল।

তৎপরে ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়, কোচবিহারের নৃপতি বিশ্বসিংহ এবং নরনারায়ণ রাজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা নরনারায়ণ এবং তাঁহার দিগ্বিজয়ী ভ্রাতা শুক্লধ্বজ, কালাপাহাড়কর্ত্তৃক বিনষ্ট কামাখ্যামন্দিরের বহু সংস্কার সাধন করেন এবং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্যে অসমীয়া-সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে রাজা নরনারায়ণের মৃত্যু হয়। তাঁহার বংশধরেরা এখনও কোচবেহারে রাজত্ব করিতেছেন।

বারভূয়াবংশের নৃপতিগণ ব্যতীত অন্যজাতীয় নৃপতিরাও আসামের নানা স্থানে রাজত্ব করেন। আসামের পূর্ব্বপ্রান্তে শদিয়া নামক রাজ্য অবস্থিত ছিল, ইহা ছুটিয়াদিগের রাজ্য। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের নৃপতিরা অতি পরাক্রমী ছিলেন, এবং কমতেশ্বরের সঙ্গে ইহাদের বিবাহাদি চলিত। কর্ম্মধ্বজপাল নামক জনৈক ছুটিয়া রাজার সাধনী নাম্নী এক কন্যা ছিল। তাহার কাহিনী অতি মনোরম বলিয়া আমরা গ্রন্থকারের ভাষায় তাহা বিবৃত করিলাম,—"কর্ম্মধ্বজপাল অপুত্রকত্বপ্রযুক্ত...অনীতিপাল খ্যাত হইল।" ২৩ পৃষ্ঠা। এই

নীতিপালই ছুটিয়াবংশের শেষ রাজা। তাঁহাকে বধ করিয়া ইন্দ্রবংশীয় আহোম নৃপতি ছুটিয়া-রাজ্য অধিকার করেন। পৃ ১৪ ; পং ২৮—পৃ ১৫, পং ২৪।

ইহার পরে লেখক কচারির হেড়ম্বরাজগণের কিছু পরিচয় দিয়াছেন। আহোম-শাসনকালে এই ছুটিয়া এবং কচারি রাজগণ পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ বিগ্রহাদির দ্বারা দেশে অশান্তির উৎপত্তি করিয়াছিলেন। তৎপরে জয়ন্তী রাজগণের বিবরণে গ্রন্থকার খাচীয়া নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন,—

জয়ন্তীপুরে পূর্ব্বে ইন্দ্রসেন রায় নামে এক ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে আহূত হইয়া অহঙ্কার প্রযুক্ত নিমন্ত্রণ রক্ষা না করায় ভীমসেন তাঁহার মুণ্ড ছেদন করিয়াছিলেন, তদবধি তিনি খাচীয়া নামে খ্যাত হইলেন। (২৯৩০ পৃষ্ঠা)।*

খাচীয়া নামের এই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যার কথা আমি কয়েকজন শিক্ষিত খাচীয়াকে বলাতে তাঁহারা আদৌ বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহাদের মতে খাচীয়া দেশে বা শিলং পাহাড়ের সমীপবর্ত্তী জেলায় প্রজারা খাসভাবে আদি কাল হইতে জমি ভোগ করিতেছে, যেহেতু খাচীয়া রাজার প্রজার উপরেই রাজা, জমি প্রজার সম্পত্তি, তাহার উপর রাজার আধিপত্য নাই।

ইহার পরে গ্রন্থকার, আসামের শেষ রাজবংশ আহোম জাতির বিবরণ দিয়াছেন, এবং তাহার সূচনায় মহামুনি বশিষ্ঠের আসাম আগমনের পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন,—

"পূর্ব্বে বশিষ্ঠমুনি···অমাত্যেরা অভিষেক করিলেক।" পৃঃ ২১ ; পং ৯—পৃঃ ২৩, পং ২৪।

উক্ত বিবরণ গ্রন্থকার "হরগৌরীসংবাদে"র সাহায্যে লিখিয়াছেন। কিন্তু আহোমেরা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ খুন্‌লুং এবং খুন্‌লাই স্বর্গ হইতে স্বর্ণসোপান দ্বারা মর্ত্তে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করেন। সেই হেতু আহোম নৃপতিরা সচরাচর 'স্বর্গদেব' নামে অভিহিত হইতেন। আমাদের গ্রন্থকার কিন্তু এই প্রবাদ আদৌ বিশ্বাস করেন নাই। তিনি বলেন,—

"যেহেতুক শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাবতার, তথাচ দশরথ রাজা ও

* এই উক্তির সঙ্গে মূলের খানিকটা পার্থক্য আছে। বর্ত্তমান সংস্করণের পৃষ্ঠা ১৯ পংক্তি ১ : হইতে ১৯ দ্রষ্টব্য।

বস্থদেবের গৃহে পৃথিবীতে জন্ম লেখে, সাধারণ অর্ব্বাচীন রাজার স্বর্গ হইতে যে পাঞ্চভৌতিক শরীর দ্বারা আগমন এ অত্যন্ত অবিশ্বসনীয়"। পৃঃ ২৪, পং ২—৫।

এই দুই ভ্রাতার বংশধর চুকাফা রাজা ১২২৮ খৃষ্টাব্দে আসাম আক্রমণ করিয়া, এই দেশ অধিকার করেন এবং তিনি আসামের সর্ব্বপ্রথম আহোম নৃপতি। তাঁহার বংশধরেরা ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বৃটিশের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত আসামে রাজত্ব করেন। 'আসাম' নামের উৎপত্তির বিষয়ে গ্রন্থকার বলেন,—

"চুকাফা রাজা আপনাকে ইন্দ্রসন্তান জানাইয়া…আসাম নামে খ্যাত হইয়াছে।" পৃঃ ২৯, পং ১—৬।

'অসম' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে, আমরা সম্প্রতি সে সব আলোচনায় প্রবিষ্ট হইলাম না। সম্প্রতি ইহাই বলা যথেষ্ট যে, ঢেকিয়াল ফুকনের মতই আসামে সর্ব্বানুমোদিত মত। চুকাফা এবং তাঁহার পরানুবর্ত্তী নৃপতিরা বহুকাল যাবৎ আহোম ধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং চরাইদেউ তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্মস্থান পরিগণিত হয়।

প্রথমতঃ আহোম নৃপতিদের বুঢ়া গোঁহাই এবং বরগোঁহাই নামক দুইজন মাত্র প্রধান মন্ত্রী ছিলেন; কিছুকাল পরে বরপাত্র গোঁহাই নামক তৃতীয় মন্ত্রী নিযুক্ত হন। আসামে আহোমদের আমলে সেই তিনজন মন্ত্রী কেবল 'ডাঙরিয়া' বলিয়া সম্বোধিত হইতেন।

চুকাফার বংশধরগণের মধ্যে চুচেংফা স্বর্গদেব রাজার রাজত্বে আসামের বিস্তর উন্নতি সাধিত হয় এবং আহোম জাতির উপর আর্য্য এবং হিন্দু প্রভাব ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হয়। এই রাজার অপর নাম ছিল প্রতাপসিংহ এবং বুদ্ধিস্বর্গ-নারায়ণ; তাঁহার অপরাজেয় প্রতাপ ও বিচক্ষণ বুদ্ধির জন্য তিনি এই দুই নামে খ্যাত হন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভ তাঁহার রাজত্বকাল। অসমীয়াদের যুদ্ধনৈপুণ্য—কচারি রাজা, কোচবেহার এবং মুসলমানের সংঘর্ষণে আসিলেও মহারাজ প্রতাপসিংহ আসামের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া রাজ্যের আভ্যন্তরিক কার্য্যকলাপের উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। শেমাই তামুলি বরবরুয়া রাজার প্রধান মন্ত্রী হইয়া রাজ্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করতঃ প্রজাশ্রেণী, গ্রাম, কর্ম্মচারী আদির সুশৃঙ্খলভাবে বিভাগ করেন। প্রতাপসিংহের রাজত্বে আসামে হিন্দুধর্ম্মের প্রভুত্ব বিস্তার হয়। প্রতাপসিংহের বংশধর জয়ধ্বজসিংহের আমলে আহোম নৃপতিরা

প্রকাশ্যে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হন, এবং হিন্দুধর্ম্মের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়েন।

এই জয়ধ্বজসিংহের রাজত্বকালে মোগল-দরবারের সুপ্রসিদ্ধ ওমরাও, আওরঙ্গজেব বাদশাহের সিংহাসনপ্রাপ্তির সর্ব্বপ্রধান সহায়ক, তদনীন্তন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা খান-ই-খানান নবাব মীরজুম্লা আসাম দেশ আক্রমণ করেন এবং এই দেশে নানা বিপর্য্যয় ভোগ করিয়া বঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথে মৃত্যুমুখে পতিত হন। জয়ধ্বজসিংহের মৃত্যুতে চক্রধ্বজসিংহ সিংহাসনারূঢ় হন। মীরজুম্লাকৃত সন্ধির সর্ত্ত লইয়া চক্রধ্বজের সহিত মোগল বাদশাহের মনান্তর ঘটে। তাহার পরিণামস্বরূপ জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ আসাম আক্রমণ করেন। কিন্তু গৌহাটীর সমীপে শরাইঘাট নামক স্থানে অসমীয়া সেনাপতি লাছিত বরফুকন-পরিচালিত সৈন্যের দ্বারা মোগলসৈন্য নৌযুদ্ধে পরাজিত হয়।

চক্রধ্বজের মৃত্যুর পর আসামের সিংহাসনে এগার বৎসরের মধ্যে ছয় সাত জন নৃপতি আরোহণ করেন। অবশেষে বহুপরাক্রমী গদাধরসিংহ আসামের সিংহাসন অধিকার করেন। ইঁহার পত্নী সতী জয়মতীর প্রাণ-ত্যাগের কাহিনী আপাততঃ বঙ্গদেশেও সুপ্রচলিত হইয়াছে। গদাধরসিংহের রাজত্বকালে শেষবার মোগলসৈন্য আসামের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হয়। তাঁহার পুত্র রুদ্রসিংহ রাজত্ব লাভ করিয়া বিদ্রোহী জাতিদের দমন করতঃ দেশে সুশাসন স্থাপন করেন। ভারতের অন্যান্য দেশের রাজার নিকট ইনি দূত আদি প্রেরণ করিতেন, এবং পুণ্যতোয়া জাহ্নবীকে আসামদেশে প্রবাহিত করিবার মানসে বিস্তর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বঙ্গ আক্রমণের উদ্দেশ্যে ইনি যুদ্ধযাত্রা আয়োজন করেন। কিন্তু গুয়াহাটীর সমীপে রুদ্রসিংহ স্বর্গদেবের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার বঙ্গজয় বাসনা ব্যর্থ হয়। ইঁহার সম্পর্কে আমাদের গ্রন্থকার বলেন,—

"রুদ্রসিংহ রাজা অবধি···সে সকল লেখা বাহুল্য।" পৃঃ ৩৮, পং৯—১৭।

১৬:৬ শকাব্দের ১৩ই ভাদ্র রুদ্রসিংহের মৃত্যুতে তাঁহার চারি পুত্র ক্রমান্বয়ে সিংহাসনারোহণ করেন। প্রথম পুত্র শিবসিংহের আমলে আসামে শাক্তধর্ম্মের প্রচার এবং উন্নতি হয়।—

"রাজা শিবসিংহ জেলা নবদ্বীপান্তর্ব্বর্ত্তী শিমলা গ্রাম হইতে······এক এক পদ্ধতি করিয়া দেন।" পৃঃ ৩৯, পং ৮—১৫।

অসমীয়া নুরজাহান রাণী ফুলেশ্বরী এই শিবসিংহের প্রধানা মহিষী ছিলেন। রাজপণ্ডিতেরা যখন বলিলেন, রাজার ছত্রভঙ্গ যোগ হইয়াছে, তখন হইতে যাবতীয় রাজকার্য্য ফুলেশ্বরী বরকুঁবরী চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার অপর নাম ছিল প্রমথেশ্বরী এবং রাজক্ষমতা লাভের পর তিনি বড়রাজা নামেও অভিহিত হইয়াছিলেন। রাণী ফুলেশ্বরীর আখ্যায়িকা আমাদের গ্রন্থকার অতি সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

"ফুলেশ্বরীনাম্নী একজন সাধারণ……শ্রীশ্রীশিবসিংহনৃপমহিষী শ্রীশ্রীফুলেশ্বরী দেব্যাঃ।" পৃঃ ৪০, পং ১০—২১।

এই রাণী ফুলেশ্বরী 'বররজার পঢ়াশালী' নামক এক বিদ্যালয় আহোম-রাজধানী রঙ্গপুরে স্থাপন করেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে হস্তিসম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অসমীয়া গ্রন্থ "হস্তিবিদ্যার্ণব" সঙ্কলিত হয়। কিন্তু রাণী ফুলেশ্বরী একটা প্রকাণ্ড ভুল কাজ করিলেন, যাহাতে আহোমরাজ-ক্ষমতা একেবারে পতনোন্মুখ হয়। একদা রাজপ্রসাদে দুর্গাপূজার সভায় মোয়ামরীয়া নামক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কয়েকজন মহান্তকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাণীর আজ্ঞায় প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত করা হয়। মোয়ামরীয়ারা দেশে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত করে এবং শিবসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরীনাথসিংহের রাজত্বে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ-সৈন্যের সাহায্যে সেই বিদ্রোহ দমন করা হয়। ষাট বৎসর ব্যাপী এই বিদ্রোহে আসামের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠে।

আসামের আভ্যন্তরিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য অসমীয়া গ্লাডষ্টোন পূর্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাই রাজমন্ত্রী ডাঙ্গরীয়া বিশেষ যত্নবান্ হইলেন। সেই সময় বদনচন্দ্র বরফুকন গৌহাটীতে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। প্রজার উপর তৎকৃত অপরাধের অভিযোগে এবং রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্রে তাঁহার নাম প্রকাশ হওয়ায় রাজমন্ত্রী তাঁহাকে ধরিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। বরফুকন এই সংবাদ যথাসময়ে পাইয়া, গৌহাটী হইতে পলাইয়া, মুর্শিদাবাদে জগৎ শেঠের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বঙ্গের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ এই জগৎশেঠের সহিত অনেক সম্ভ্রান্ত অসমীয়া পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয় "আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের জীবনচরিত্রে"র এক স্থলে বলিয়াছেন,—

"হলিরাম বরুয়া উরুয়ে গঙ্গাস্নান করিয়া মুরছী বাদলৈ গল। গোয়ালপারা আর গুয়াহাটীতে কেঞা বা মারোয়ারী সকলর গোলা আছিল। সেই সকলে

ফুকনে ঠাঁইতে তুরুকীয়া ধনর কারবার আছিল। সেই কেওজনকল কারো কারো মুরছীবাদত গোলা আছিল আরু চিনা পরিচয় থকা মানুহ আছিল। সেই সকলর সূত্রে মুরছীবাদর জগদ্বিখ্যাত ধনী জগৎশেঠের ঘরে সৈতে এওঁবিনাকর পরিচয় আরু কারবার আছিল সেই কারণে ত্যাচতা তেঁও বিলাকর কোনো কষ্ট নহল।" ২২-২৭ পৃষ্ঠা।

কলিকাতায় গিয়া বদনচন্দ্র বরফুকন গভর্ণর জেনারেল সাহেবের নিকটে অতিরঞ্জিত করিয়া আসামের কথা বিবৃত করিলেন এবং পূর্ণানন্দ রাজমন্ত্রীর বর্দ্ধিত রাজক্ষমতা হইতে রাজা চন্দ্রকান্তকে উদ্ধার করিবার জন্য সৈন্য-ভিক্ষা করিলেন। তথায় বিমুখ হইয়া বরফুকন ব্রহ্মদেশে যাত্রা করিলেন এবং তদানীন্তন ব্রহ্মরাজ বিপুলপরাক্রমী বত্তোয়াক্রা হইতে সৈন্য সাহায্য লাভ করিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসৈন্য সমভিব্যাহারে আসাম প্রবেশ করিলেন। তাহাদের আগমনের কিছু পূর্ব্বে পূর্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাইর মৃত্যু হয়। তারপর নানা অছিলায় দুই বার ব্রহ্মসৈন্য আক্রমণ করে। অবশেষে নানা যুদ্ধ বিগ্রহাদির পর তাহারা আহোমরাজের নিকট হইতে আসামের রাজক্ষমতা কাড়িয়া লয়। ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যের অত্যাচারে আসামে সর্ব্বত্র হাহাকার ধ্বনি উঠিতে লাগিল। তাহাদের অত্যাচারের ভয়ে অনেক নিরীহ অসমীয়া প্রজা দেশ ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিসূত্রে ব্রহ্মরাজের কবল হইতে আসাম বৃটিশের সুশাসনের অধীন হইল। আসামের শেষ নৃপতি চন্দ্রকান্তসিংহ পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া গৌহাটীতে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন।

গ্রন্থকার বলেন, আসামের জীবনসন্ধ্যার সুবিস্তর বৃত্তান্ত কলিকাতার সাময়িক পত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহা সর্ব্বসাধারণের বিদিত, সেই জন্য তিনি সেই বিষয়ে আর কিছু বলিবেন না এই বলিয়া গ্রন্থকার তাঁহার বহু কষ্টসঙ্কলিত আসামের ইতিহাসের সমাপ্তি করিয়াছেন।

স্বর্গীয় হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়-প্রণীত আসামের ইতিহাস এবং ঐ গ্রন্থের অন্তর্গত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আভাস দিতে এই প্রবন্ধে আমরা চেষ্টা করিয়াছি। উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, যদি কোনও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি উক্ত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিতে ইচ্ছুক হন, আমি গ্রন্থ সম্পাদন করিতে সম্মত আছি। পুস্তকের প্রথম পাতা এবং শেষের দুই এক পাতা যদিচ নষ্ট হইয়াছে, তথাপি আনুমানিকভাবে তাহার পুনরুদ্ধার করা বিশেষ কষ্টসাধ্য

হইবে না, অথচ পাঠককে এই কথা [redacted] রক্ষা করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।*

শ্রীসূর্য্যকুমার ভূঞা

---

* আমার অশেষ ভক্তিভাজন অধ্যাপক শ্রীচুনিলাল দে মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ উমানন্দ দে এই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া করিয়া দিয়াছেন [এই প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌহাটী-শাখার অধিবেশনে পঠিত।] সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৩। ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১০-৩৫।

পরিশিষ্ট—গ

"A HISTORY OF ASSAM", written in Bengali, by Holiram Dhekial Phukon. Published in 1829 A.D. Printed at Samachar Chandrika Press, Calcutta, and distributed Gratis.

In one of the Calcutta papers (the *India Gazette*) we find a review by a Hindu, Tarachand Chakravarti, of a history of Assam, by an Assamese, written in Bengalee, and printed at the Calcutta native press. This review, as well as the work itself, of which it gives a digest is the European manner, constitutes such a novelty in the annals of Indian Literature, that we print it.

In the preface to the work bearing the above title we are informed by the author, that has divided his book into four parts. The first contains an account of the reigns of Assamese princes from the earliest to the latest period; the second details the mode of administering the government and justice in Assam; the third gives the geography of Assam, with an account of its holy places; and the fourth enumerates the products of the country, and illustrates the division of castes, the members of the people, and their mode of worshipping the Supreme Being. Of these four parts, the first only has lately been issued from the Calcutta native press, written in the Bengalee language, and in a style, though not very pure or elegant, yet in general easy and clear.

As publications of historical nature are seldom known to emanate from the native press, a short account of this work may be read with interest by those liberal members of the European community, who sincerely and generously encourage the intellectual encouragement of the natives. I will, therefore, attempt to give a brief sketch of this history, premising, that excepting one or two instances, our author has not made any mention of the authorities on which his work is founded, and has in more than one places, made his authenticity rest on traditions. He has besides, interspersed real history with superstitious tales, with which the reader will excuse me for not amusing him, but to which from the author's manner of relat-

ing them, he seems attached some importance, perhaps some degree of credence. The consideration of these circumstances should make us pause a little before we take for granted everything he has said by way of narrating facts, more specially those which relate to ancient times. Indeed, considering how little disposed the people of this country have been to preserve faithful records of events, particularly of profane history, it may be fairly asked, whence did our author gather the facts which he has given to the public? But we will leave the reader to judge for himself, and begin with our intended sketch. The author sets out with defining the limits of Assám by quoting the words of Shiva in a dialogue between him and his consort Gauri.

The ancient name of Assam was Kamrup, which extended from the river Karatoya to a place called Sadiya, not far from the river Dikrong. One performing a religious act in this country is supposed to obtain a speedy fulfilment of his desires, and hence its name Kamrup. It comprehended four *Peet'hs* or holy places, the first Ratna Peet'h extending from the river Karatoya to the river Shonukehu ; the second Kam Peet'h, from Shonukehu to the river Reepika ; the third, Swarna Peet'h from Reepika to the river Bhairabee ; and the fourth Saumar Peet'h from the Bhairabee to the river Dikrong.

The first Raja who reigned in Kamrup was the son of Brahma, named Mahirang Danav, the seat of whose government was on a mountain called Moiroka, about two *kroses* to the north-west of Gauhati. The last prince of this line was the fourth in succession from the first Raja. He was killed by Vishnu who placed Narakasura on the throne. A divine origin is ascribed to Narakasur. He was brought up in the house of Janak Raja, and afterwards made King, as has been already mentioned ; but proving a tyrant, he was killed by Sri Krishna.

The next prince was the son of Narak, named Mahinapta Bhagadatta, who came to the throne in the commencement of the Kaliyoga. He is said to have reigned a hundred years, and sacrificing his life in the battle of the Kurus left the throne to his son Dharmapal who governed the kingdom for a hundred and twenty-five years. To him succeeded his son Rampal, who was succeeded by his son Prithwipal, and each of them reigned a hundred and five years.

Other princes of this line continued to fill the throne, but nothing further is known of them than that each of them

reigned a hundred and five years. The length of the reigns, and the equal duration of some of them in continued succession may throw considerable doubt on the authenticity of the narration.

One Madhava then came to the throne, and was succeeded by his son Lakshmipal, who is said to have conquered a part of the country called Gaura, to the west of the river Karatoya, and to have come to the shores of the Ganges, where he got some Brahmans to respect the Mantra of Suryya one hundred thousand times, with the view of obtaining a son. After a reign of seventy-four years, he left the kingdom to his son Subahu, and retired to a cave in the mountain, called Nilachal, to pass the remainder of his life in devotion. Such retirement is very common with Hindu princes. Subahu is said to have been contemporary with Raja Vikramaditya. While the former governed Kamrup, the latter was engaged in performance of the sacrifice called Aswamedha, and let loose his horse, which travelled into the territories of Subahu, and was caught by him. This occasioned hostilities between the princes. Vikramaditya with a large force attacked the dominion of Subahu, defeated him, and recovered his horse. Subahu, after this defeat retired with his family to the mountains of Himalaya, and with him terminated the Narakasura dynasty, he being the twenty-first prince of that line. During the short interregnum between the retirement of Subahu and the commencement of the next dynasty, one of his ministers, named Sumati administered the government.

The next dynasty was that of the Kshatriyas, of the country called Dravir. The name of the first prince was Jitari, who was surnamed Dharmapal, from his great piety. He invited into his dominions a colony of Brahmanas and other castes from Gour, and an inscription on copper in Nagari character, has been discovered recording his grant of land to certain Brahmans. He was succeeded by his son Satanika, surnamed Ratnapal who made war with the rulers of Gour and conquered a part of that country. To him succeeded his son Sompal, who made Kunyakagram a place to the north of the river Brahmaputtra, the capital of his dominions. After him, eight other Kshatriya princes came to the throne.

The third race of princes were called the descendants of Brahmaputtra. A fabulous account of their origin is given in the work before us, which we do not think worth taking

notice of. The first prince of this dynasty was Shushanku, otherwise named Arimatta .who is famous for having built a fortress in Kamrup, known by the name Baidyargar. A prince of the race of Kamateswar, named Phengooa, attacked him in his kingdom; but finding him an unequal match, he contrived to gain over the queen of Shasanka to his side, and by her means succeeded in stuffing the muskets of the enemy with a substance which prevented their discharge. Shusanku, aware of his danger, committed his life to the waters of the Brahmaputtra by a fall from a mountain. The government of the Brahmaputtra was thus interrupted by Phengooa who reigned for a short time. His capital, still known by the name of Phengooa's Gar, was at the distance of half a day's march from Gauhati. On his death, the Brahmaputtra dynasty was restored, but no further than three generations, Gajanka, Sukaranka and Mriganka being the only princes of that race who are said to have reigned in all 240 years.

Mriganka having no issue, the race became extinct, and with the termination of his reign, which was at a period corresponding with the year of Christ 1478, commenced the decline of the Kamrup government.

The dominions of Mriganka were, after his death, divided into a number of petty independent states which were governed by twelve chiefs; but they did not long enjoy their power in tranquility. Nabob Doolalgazee, son-in-law of Hussein Shah who was then sovereign of Gaur, invaded and took possession of Kamrup. He met with his death in the country and was succeeded by his son Masundar Gazi. Sultan Gyasuddin was the next Mahomedan invader who destroyed many Hindu temples, conquered the country and governed it. After his death, the twelve chiefs recovered their dominion.

From among these petty states, Assam gradually rose in power and extending its conquests, brought under subjection the greater part of the country, anciently known by the name of Kamrup, and consisting of the four divisions before-mentioned. We will therefore briefly notice the history of this flourishing kingdom as given by our authors, and pass over that of the other states.

To the east of Saumar, which has been before-mentioned, was a place called Nara, which was under the government of a raja of the name of Chaingta. One of the distant descendants of

this raja, whose name was Chookapha held the government of a place called Khranungjing.

His power here was dependent on a superior raja; but as he was ambitious of making himself great and independent, he left the place and began to make conquests about the middle of the thirteenth Christian Century. He at length came to a place called Chantak and liking its situation fixed his residence there. The account of what followed from this till the death of Chookapha, involving a most important part of the history, the foundation of Assam appears to me to be obscure.

Our author merely says that Chookapha, under pretence of making a purchase of a swine and spirituous liquor, sent over some emissaries to the dominions of Varahimaran which lay to the south of Brahmaputtra and they contrived to gain over his general to the side of Chookapha, who obtained four of the general's daughters in marriage. Chookapha declared himself a descendant of Indra, and succeeded in bringing everybody under his subjection. He was considered Asama, or unequalled in power, and hence the name of the country; the modern Assam being a perversion of Asama.

Chookapha dying, his son Chooteupha, succeeded him. and defeated many rajas; among whom the raja of Cachar is mentioned. The fifth and last prince immediately descended from the line of Chookapha was Chookampha. After an interregnum of five years from his death, the minister of state put on the throne a person of the same race, whom they invited over from a place called Lahunji. They built him a new capital, which they called Chumpagoori and the new prince was installed under the name of Chootaopha. He conquered the prince of the race of Chutiyas whose dominion extended over a large mountainous tract, which from that time became subject to Assam. Chootaopha died after a reign of thirteen years and left his possession to his brother Chookhamut'hepha, who proving a tyrant, was killed by his ministers. To this succeeded an interregnum of nine years; and at the end of that period the reins of government were put into the hands of Choodangpha who was of the same race with his predecessors. His conquests extended the Assam territories as far as the river Karatoya, which has been mentioned before in speaking of the divisions of Kamrupa. The sixth prince, in succession from Choodangpha, whose name was Choossimpha, became a great oppressor of his people, and in con-

sequence was put to death by his ministers. They placed his brother on the throne and gave him the name of Choohoompha. This prince achieved many conquests which are detailed by our author, but the manner in which he is said to have met with his death deserves to be mentioned. In the course of his conquests he had got into his possession some handsome women, who becoming the subject of dispute between him and his son Chooklunpha, the latter succeeded, by means of an assassin, to remove the former from the way of accomplishing his wishes; and took the government into his own hands. Chooklunpha built a new city called Gargaon which is now covered with forest.

The next prince was Chookhroonpha to whom succeeded his son Chooheinpha. This prince introduced various reforms in the government, and he is said to have given protection to the raja of a country called Dimarooya who thenceforth became a dependent of Assam. Two brothers of royal descent, Dharmanarayana and Gajanarayana, having fled from the persecution of Aurenzeb and taken refuge in the court of Assam, Chooheinpha appointed former to the government of a place called Darrang and the latter to that of Beltola.

Chooheinpha left the kingdom to his son Chooroompha of whose cruelty an instance is recorded by our author, which, if authentic, shows how far the power which was originally designed to protect, is liable to endanger society and entail misery, when left to be guided by the passions and caprice of its possessor. This prince, having lost his son, issued a mandate that a son should be taken from every respectable family, and buried alive in the grave with the royal offspring. This was beyond the endurance of nature, and the people united in pulling down the tyrant from the throne he had so disgraced and placed upon it his brother Choochinpha.

The successor of Choochinpha was his son Kukurekhowa Gohain, who being soon expelled from the throne on account of his oppression, made way for his brother who was afterwards known by the name of Jayadhvaja Singha. This prince adopted the Hindu faith. Before this, therefore, he and his predecessors must have been of a different persuasion, but what that persuasion was, our author does not inform us. About this time Nabob Muzoom Khan conquered Assam and kept possession of it for a year; but he was afterwards defeated, and obliged to leave the country.

The next raja was Chakradhvaja Singha who is said to have built the fort of Gauhati. He was succeeded by his brother Udayaditya Singha, who himself becoming the pupil of a Vairagi (a religious mendicant professing to have no secular attachment), attempted the conversion of his people who exasperated at the measure, put both the Vairagi and his disciple to death.

During the subsequent reigns, murder and confusion prevailed, till a raja of the name of Gadadhar Singha restored tranquility. He put down every rebellion and established his dominion on a firm footing. Gadadhar, dying after a reign of fourteen years and six months, left the throne to his eldest son Rudra Singha, who built the city of Rungpoor, and made it the seat of his government. The English had their principal station in this place until the last year, when, in consequence of the insalubrity arising from the adjoining woods, it was removed to another place called Jorhat.

The state of civilisation in Assam at the time of this prince may be inferred from the circumstance of his having been the first to introduce the arts of dancing and music into the country. He invited over to his court from Nadiya a learned Brahman of the name of Krishnaram Nyayavagis whom he acknowledged for his spiritual teacher, and from that time the Durga Puja and other rites enjoined in the Krishna Shastra were performed at the royal residence. Krishnaram disseminated a knowledge of the ritual of different sects of worshippers and from that time the modern compilation of laws and observance by Raghunandan, by which the Hindus of Bengal are chiefly guided, became current in Assam. Many respectable Assamese became the religious disciples of Krishnaram and there are now many who acknowledge his descendants to be their spiritual teachers.

Amongst the maid-servants attached to the palace of Sivasingha was one whose beauty made a powerful impression on the royal breast. The prince made her his queen, and was so far governed by his passion as to have the public coin stamped with her name. Upon her death he espoused her sister and she also dying he took the wife of another person and made her his queen. The names of the two last queens were also impressed on the public coin. Our author does not say whether the people were at all dissatisfied with the raja for his abovementioned conduct; his exalted station was perhaps, in their

estimation, sufficient to exempt him from the opprobrium which would have attached to any other individual for such a criminal indulgence of passion. The reign of Sivasingha was of a long duration. After his death, his brother Pramatta Singha came to the throne and turned his attention to the regulation of finance. The documents of his time have been received up to the present day as incontestible evidence in deciding disputes relating to land and revenue. He died after a short reign, and was succeeded by his younger brother, Rajeswar Singha, during whose administration, Rangpur became a very magnificent and flourishing city, and an alliance was formed with the Raja of Manipur by the prince's marriage with his daughter. His prime minister Bakatial Barbarua has been suspected to have had a hand in his death by mixing poison with some medicine which was taken by the prince.

Bakatial seems to have taken the most active part in bringing on the downfall of Assam. After having dispatched Rajeswar he took proper precautions to exclude his eldest son Brajanath Gohain from the throne, and placed upon it Lakshmee Singha, the younger brother of the late prince. Instigated by this wicked minister, Lakshmee Singha ordered his brother's son to be deprived of their noses, ears, and eyes and banished from his city. At this time a person of the name of Khora, who had been unjustly punished by the minister had rebelled against the Government and had been joined by a body of people called Marans. Brajanath Gohain put himself at the head of this rebellion, but his disappointment was great when he saw Khora's son Ramakanta, placed on the throne from which Lakshmee Singha had been deposed by the rebels. It was not long, however, before this raja re-possessed himself of his dominion; and on his death was succeeded by Gaurinath Singha who had been previously appointed prince regent. During his reign the Maran rebels conquered Rungpoor, and appointed a person of the name of Bharat to rule over that place. Another of them named Sarvananda usurped the ruling authority of a place called Bengmara. The raja of Assam fled to Gauhati, and obtaining the assistance of the British Government, was enabled to overcome the enemy and resume his authority. These contests had swept away a great part of the population of the country, and considerably diminished the vigour of the government.

On Gaurinath's return to power, he removed from Rangpur which was not sufficiently guarded, and took up his residence at Jorhat where he died about the year of Christ 1795.

As this raja, left no son, his prime-minister, Boora Gohain, invested with royalty one Kamaleswar Singha who was descended from the younger son of Raja Gadadhar Singha. Kamaleswar was, however, a nominal prince; the whole government being conducted by the able minister, whose administration was productive of much comfort to the people. He endeavoured to repair a body of soldiers dressed in the English uniform, and employed a large number of sepoys of upper Hindusthan.

After the death of the above-named Prince, about the year of Christ 1810, his brother Chandrakanta Singha was installed in the government by the minister Bura Gohain. He is the last prince of the race of Chookapha, which has been distinguished by the name of Indra Vansa. Chandrakanta being advised that whilst the minister lived, on whom his power depended, he could not be properly called raja, concerted measures to take away his life, but the minister being previously apprised of the design, inflicted severe punishement on the advisers of the prince and conceived feelings of enmity against him. These feelings were cherished by various incidents not worth detailing, and at last, broke out in open hostility, the raja destroying the partisans of the minister, and the minister those of the raja.

Badan Chandra Phukan, then governor of a place called Pragjyotishpur being suspected of siding with the raja, was marked out by the minister for vengeance, but the governor having previous notice of the minister's purposes, went over to Murshidabad and then to Calcutta where he saw no probability of obtaining assistance. He afterwards had recourse to the court of Ava where he met with success.

The King gave him a Burman force, with which he entered the Assam territories, and took possession of Jaypur and other places. At this time, Bura Gohain, the minister, happened to be ill and being therefore unable personally to conduct the war, appointed another commander. His illness soon proved fatal, and he died about the Christian year 1816. The Burman army were sent back to their country amply remunerated for their services; and a woman was committed to their care, whom they were authorised to present to the king. It does

not clearly appear to me from the words used by the author whether this woman belonged to the family of the raja or of Badan Chandra whom he now made his minister.

The sons of Buragohain revived hostilities, and were so far successful as to depose Chandrakanta and place upon the throne Purandar Singha, who was the great grandson of Raja Rajeswar Singha, whose history has been already given.

Chandrakanta, however, was soon re-established in his kingdom by an army which the Burman King sent to his assistance; and Purandar, flying to Calcutta implored the aid of the British Government, but nothing was done. The King of Ava soon found reason to disregard the claims of Chandra kanta, and show favour to another whose cause was pleaded with irresistible power. The woman who had been sent to him by the Raja of Assam, and who had now acquired a dominion over his heart, obtained the royal aid on behalf of her brother and Chandrakanta was accordingly removed to make way for the new prince, whose name was Yogesvar Singha. He held the nominal rule while the government was actually conducted by the Burmese. Circumstances soon turned to the prejudice of Yogesvar. A war breaking out in Manipur, Hairumbhu, and Rangoon, between the Burmese and the British nation, the latter, about the Christian year 1824, drove the former from Assam and took possession of the country.

The details of those transactions, which appeared in the Calcutta newspapers our author thinks, render any account from his pen unnecessary. Yogesvar, as the author relates, was allowed to live at a place called Yogighopa, to the north-east of Rangpoor, where died in about a year after. Chandrakanta is now residing at a place called Kaliabar and supports himself on a monthly pension of 300 rupees allowed him by the British Government, and Purandar has taken up his abode at Gauhati, where he lives upon the wealth of his ancestors.

Here our author end his history and here I must conclude with observing, that all things considered, the work does credit to its author. The zeal he has manifested, the labour he has undergone and the precuniary interest he has sacrificed in the publication of this book, surely entitle him to much praise.*

---

* তারাচাঁদ চক্রবর্তী লিখিত এই পুস্তক-পরিচিতির অধিকাংশ স্থান ও ব্যক্তি-নামের ক্ষেত্রে আধুনিক বানান-রীতি গৃহীত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট—ঘ

শুদ্ধি-পত্র

কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১ম খণ্ড এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিদ্যাসাগর গ্রন্থ-সংগ্রহে রক্ষিত ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডের কোন কোন অক্ষর নষ্ট হইয়া অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নে মূলের সঙ্গে বর্তমান সংস্করণের যে পাঠ ভেদ তাহা প্রদর্শিত হইল। মূলের প্রায় সর্বত্র 'পুত্র' 'মন্ত্রী' 'চত্তু' 'মরাণ' প্রভৃতি শব্দ 'পুত্র' 'মন্ত্রি' 'চত্ত' 'মরান' রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়, যথা—বর্তমান সংস্করণের ৪৬ পৃষ্ঠার ২য় পংক্তির [মূলের ৭৮ পৃষ্ঠার] 'মন্ত্রী' শব্দে "ী" দেওয়া আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অক্ষর দ্বিত্ব বর্জিত আধুনিক বানানের রূপও পাওয়া যায়। যেমন কর্তৃক, বিসর্জন ইত্যাদি। গৌহাটীতে থাকিয়া কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার ও পরিষদে রক্ষিত মূলের পাঠের সঙ্গে প্রুফের পাঠ মিলাইয়া লওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আমি যাহাদের উপর এই দায়িত্ব দিয়াছিলাম তাহাদের অনবধান প্রযুক্ত মূলের সঙ্গে প্রুফের পাঠ মিলানকালে নিম্নলিখিত ভুল পাঠ রহিয়া গিয়াছে। এজন্য আমি দুঃখিত।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	মূলে যাহা আছে	এই সংস্করণে যাহা আছে
১।	১৭	রাজ্য কার্য্যাদি	রাজ কার্য্যাদি
"	২১	উপকার	উপকার
২।	১৫	অনেকের অনুগ্রাহ্য	অনেকে রঅনুগ্রাহ্য
৩।	১০	লোকা গায়স্তি	লোক গায়স্তি
"	২১	সুন্দরি	সুন্দরি
"	২৪	অনুত্তম	অনুত্তম
৪।	৭	পূর্ণগিরি	পূর্ণগিরি
"	৭	দেশ	দেশে
"	৮	দেব্যালয়	দেবালয়
"	১৬	[মূল গ্রন্থে নাই]	ভৌগোলিক বিভাগ
"	১৭	ভৈরবী নদী	ভৈরব নদী
৬।	১২	স্বধর্ম্মে	সধর্ম্মে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	মূলে যাহা আছে	এই সংস্করণে যাহা আছে
৭।	১৪	করত	করতঃ
৮।	৩	লৌহিত্য	সোহিত্য
৯।	১	বংশায়	বংশীয়
"	৪	সমাপনানন্তর	সমাপনান্তর
"	৯	তাঁহার	তাহার
"	২১	তাঁহাকে	তাহাকে
১০।	২	বন্দুক	বন্দুক
"	২	বিপড্	বিপদ
"	৯	শূকরাঙ্ক	শুকরাঙ্ক
"	১১	পর্য্যন্ত	পর্যন্ত্য
১১।	৩	সুল্তান	সুলতান
১২।	১৭	সোমারেতে	সোমারাত
"	১৮	বিশেষত	বিশেষতঃ
১৩।	৭	করত	করতঃ
"	১৭	রাঙ্গলগিরি	বাদলগিরি
"	১৮	সরল৷গরি	সারলগিরি
১৪।	২২	নগ [২০]রের	নগরের
১৫।	১৫	হতরাজ্য	হৃতরাজ্য
"	২৪	তাঁহার নাম	তাহার
১৭।	৯	[২৫]	[২৬]
"	২৫	[২৬]	[২৭]
১৮।	৫	নিঙ্গনামারি	নিঙ্গন মারি
"	১৩	[২৭]	[২৮]
"	১৪	সোণাপুর	সোনাপুর
	১৭	ফক্কিকা	ফক্কিকী
১৯।	১	[২৮]	[২৯]
"	১৬	মার্গঘর্ষণ	মার্গঘর্ষ
"	১৮	[২৯]	[৩০]
২০।	৩	লুপ্ত হওয়ার	লুপ্তহ হওয়ার

পৃষ্ঠা	পংক্তি	মূলে যাহা আছে	এই সংস্করণে যাহা আছে
২০।	৫	[৩০]	[৩১]
”	৬	১৮০ঘর	ঘর ১৮০
”	১২	স্বামি	স্বামী
”	১৯	[৩	[৩২]
”	১৯	হইবেক	হইবে
২১।	২	সৌমারেশ্বরের	সেমারেশ্বরের
”	৩	সৌমারেশ্বর	সেমারেশ্বর
”	৪	[৩২]	[৩৩]
”	১৭	[৩৩]	[৩৪]
”	১৯	জলপ্লুত	জলাপ্লুত
২২।	৪	[৩৪]	[৩৫]
”	৫	ধারা বিশিষ্টা	ধারা বিশিষ্ট
”	১৮	[৩৫]	[৩৬]
”	২০	একচল্লিশ	এবং চল্লিশ
”	২৩	চাচ্চ্যাংফা	চাচ্যাংফা
২৩।	৪	[৩৬]	[৩৭]
”	৮	পুলিঙ্গ	পলিঙ্গ
”	১০	করিয়া	করিরা
”	১৬	পানিনাগিনিরলঙ্গী	পানিনাগিনীর লঙ্গী
”	১৬	[৩	[৩৮]
”	২১	খুল্লুঙ্গ খুন্লাই	খুন্লুঙ্গ খুন্লাই
”	২৫	অন্য২	অন্য অন্য
২৪।	৪	[৩৮]	[৩৯]
”	৬	সহস্র ২	সহস্র সহস্র
”	১৬	খুন্থেন	খুলথেন
”	১৮	[৩৯]	[৪০]
”	১৯	রাজা	রাজ
২৫।	৫	[৪০]	[৪১]
”	১২	চ্চাউতাউলুলুকে	চ্চাউডাউলুলুকে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	মূলে যাহা আছে	এই সংস্করণে যাহা আছে
”	২০	[৪১]	[৪২]
২৬।	৬	[৪২]	[৪৩]
”	১৫	খুন্নাই	খুনাই
”	১৭	খুন্নাই	খুনাই
”	২০	[৪৩]	[৪৪]
”	২৭	চ্চাউত্তাউলুলুর	চ্চাউতাইলুলুর
”	২৮	কানল্জুংকংজ	কাংলংজুংকজ
২৭।	৬	[৪৪]	[৪৫]
”	১৬	লাক্লিখুংজি	লাক্লিখুংজি
”	২১	[৪৫]	[৪৬]
২৮।	৮	[৪৬]	[৪৭]
”	৯	তাহার	তাঁহার
”	২৪	[৪৭]	[৪৮]
২৯।	১২	[৪৮]	৪৯]
”	২৬	[৪৯]	[৫০]
৩০।	১২	[৫০]	[৫১]
”	২০	তদভ্রাতা	তদ্‌ভ্রাতা
৩,।	১	[৫১]	[৫২ +
”	১৮	[৫২]	[৫৩]
”	১৮	চুনেন্ফা	চুনেন্ফা
”	২৪	লংজি	লংজী
”	২৪	অন্য২	অন্য অন্য
৩২।	৭	[৫৩]	[৫৪]
”	১৪	বারভূঁয়া	বারভূঁয়া
”	২২	কএকজন	ক’একজন
”	২৫	[৫৪]	[৫৫]
৩৩।	৫	বশ	বস
৩৪।	১	আলামের	আমাদের
”	২৩	কুমরণাহুসারে	কুমরনাহুসারে
”	২৪	ডাডাজরিয়া	ডাজরিয়া

পৃষ্ঠা	পংক্তি	মূলে যাহা আছে	এই সংস্করণে যাহা আছে
৩৫।	১১	যত্নচরণ	যত্নবরণ
"	২০	অভিষেকানন্তর	অভিষেকারনন্তর
"	২৫	করণানন্তর	করনানন্তর
৩৬।	৫	তাঁহার	তাহার
"	২৭	বৎসর	বৎসব
৩৭।	১৮	কনিষ্ট	কনিষ্ঠ
৩৮।	৬	নিকটবর্ত্তি	নিকটবর্ত্তী
"	২৮	পুত্রে	পুএে
৩৯।	১	উমানান্দ	উমানন্দ
"	২০	রঘুনন্দনী	রাঘুনন্দিনীর
"	২১	দুর্গার্চামণিমঞ্জরী	দুর্গার্চমণিমঞ্জরী
"	২২	প্রায়	আর
"	২৪	লৌহাভিসার	লৌহাভিসারে
৪১।	১৩	সাক্ষি	সাক্ষী
৪২।	৭	সৌহার্দ্দ	সৌহার্দ্দ্য
"	১০	প্রাগজ্যোতিঃপুর	প্রাগজ্যোতিঃপুরে
"	১১	৺কামাখ্যা দেবীরে	৺কামাখ্যা দেবীকে
৪৩।	৭	আসামে	আশ্রমে
"	১৫	করাইয়া	করিয়া
৪৪।	২	বর্দ্ধিষ্ণু	বুর্দ্ধিষ্ণু
"	২০	পলায়ন	পলায়ণ
৪৫।	১	দিচৈ	পিচৈ
"	৩	শকের	শকে
"	২৭	পুনর্ব্বসতি	পুনর্ব্বসিত
৪৭।	১৯	তৎপ্রত্যপকার	তৎপ্রত্যুপকার
"	২২	মুরশিদাবাদ	মুরশিদাবাদে
৪৮।	১৬	অনেক অনেক	অনেক ২
"	১৮	উদগ	উদ্যোগ
"	২৪	হইবেক	হইবে
"	২৬	ভগ্নস্নেহে চ বা মৈত্রী	ভগ্নাস্বেহেশ্চয়ামৈত্রী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	মূলে যাহা আছে	এই সংস্করণে যাহা আছে
৪৯।	২৬	নিষ্প্রয়োজনক	নিষ্প্রোয়োজনক
৫০।	৫	পুন্দর	পুরন্দর
৫২।	২	গবরনমেণ্ট	গবরণমেণ্টে
৫৩।	৫	ধর্ম্মোদ্দেশ্যক	ধর্ম্মোদ্বেশ্যক
”	১৫	১৬	/১৬
৫৪।	১৫	চমুয়া	চামুয়া
৫৬।	২৩	পুত্রপম্পরা ক্রমে	পুত্র পরম্পরাক্রমে
৫৯।	৩	কৃপণস্থ	কৃপনস্থ
”	১৬	ভূয়োবিশত্যাপদং	ভূয়োবিংশত্যাপদং
৬০।	৫	তাঁহারদের	তাহাদের
”	১৭	বিষয়	বিষয়ে
৬১।	১৭	কিন্তু	কিন্তু এই
৬৪।	২,৩	চারিঙ্গিয়া	চারিঙ্গীয়া
”	১৪	মার্জ্জিউ মেলিয়া	মাজ্জিউ মেলিয়া
৬৫।	২৮	ফুক্কন	ফক্কন
৬৬।	২৪	চাচুকধরা	চাবুকধরা
”	২৭	জনেরো	জনেরা
”	২৭	জাপী	জোপী
”	২৮	চাউরক	চাওরক
৬৭।	২০	বাইলোজ	বাইদ্দোলাজ
”	২৩	হইবা	এইবা
৬৮।	৬	পক্ষীয়	পক্ষীয়
৬৯।	১১	লিখি	লিখ
৭১।	৯	ক্ষুদ্রা	ক্ষুদ্র
৭৪।	২	তাহা	তাহ
”	৮	সোবনসিরী	সোবণসিরী
”	২১	নগা	নাগা
”	২৬	তাহারদিগের	তাহাদিগের
৭৫।	১২	প্রাগল্য	প্রাগলভ্য
৭৬।	৫	লইলে	হইলে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	মূলে যাহা আছে	এই সংস্করণে যাহা আছে
”	২২	নারাণি	নারানি
৭৭।	১৮	উৰ্দ্ধ	উৰ্দ্ধ
”	২৪	নারাণি	নারানি
৭৮।	১৮	ফি শত	ফি
৭৯।	১০	উজান	উজাল
”	১১	মুহরিটাকার	মুহুরি টাকার
”	২৪	গাণপত্য	গাণপত
৮২।	৫	রুপিণী	রূপিনী
৮৩।	১৬	মণিচাৰ্হতি	মণিচাহতি
৮৫।	২১	সংসৰ্গির	সংসগির
৮৬।	২৫	সাবৰ্ণি	সাবনি
৯২।	১৩	গরইমারি	রইসারি
৯৫।	২৬	নাটকানুসারে	নাটকানুসার
৯৮।	৬	সংখ্যাকান	সংখ্যকান
৯৯।	১৫	ব্রহ্মপুত্র	ব্রহ্মপুত্র
১০১।	১০	আহোম	অহোম
১০২।	৫	পরাবতং	পারাবতং
”	১৯	কসায়ন	কসায়ণ
”	২৮	পান	পাণ
১০৫।	৪	লোনপোজ	লোণপোজ
”	১০	মোন	মোণ
১০৮।	৭	গারোয়ান	গারায়ান
১০৯।	১	হরিতালাদি	হরিতালাদির
১১০।	২৫	টুপী জাপী	টুপীজাপি
১১২।	২১	বন্ধনের চেলেজ	রন্ধনের চেলেজ
”	২৬	খনিয়া কাপর	খলিয়া কাপর

পরিশিষ্ট—ঙ

বর্ত্তমান সংস্করণ সম্পাদনে যে যে গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির সাহায্য লওয়া হইয়াছে তাহাদের কালানুক্রমিক সূচী

১৮২৯—বঙ্গদূত।

১৮৩০—The India Gazette. Review of the History of Assam written in Bengali by Holiram Dhekial Phukon, 1829, by Tarachand Chakravarti.

১৮৬০—Asiatic Journal or Monthly Register of British and Foreign, Indian, China and Australia, New Series, Vol, II, May-August, 1830.

১৮৩১, ১৮৩২—সমাচার-দর্পণ, সমাচার চন্দ্রিকা।

১৮৫৫—Selections from the Record of the Bengal Government, Vol. XXII, p 175.

১৮৫৫—A Descriptive Catalogue of Bengali Books, by Rev. J. Long.

১৮৫৫—A Few Remarks on the Assamese Language by A Native. [Anandaram Dhekial Phukan] Sibsagar, Assam. Printed at the Amarican Baptist Mission press. 1855. pp 57.

১৮৭১—Cyclopaedia of India and of Eastern and Southern Asia, Edited by Edward Balfour, L, R. C. S. E. Vol. I, Second Edition, p. 241.

১৮৮০—আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনর জীবন চরিত্র-গুণাভিরাম বরুয়া প্রণীত, ১ম সংস্করণ, ১৮০২ শক; ঐ ২য় সংস্করণ ১৮৩৬ শক (১৯১৫ খ্রীঃ)

১৮৯০—জোনাকী, নীলকুমুদ বরুয়া দ্বারা লিখিত, ১৮১২ শক।

১৮৯৬—The Indian Antiquary, Assamese Literature, p. 59; Communicated by Geo. A. Grierson. Ph. D., C. I. E.

১৯২৪—বাঙ্গলা ভাষাত অসমর বুরঞ্জী, শ্রীসূর্যকুমার ভূঞা, "বাঁহী" ১৪ শ বছর, ৯ম সংখ্যা, ১৮৪৬ শক, পুহ পৃঃ ৩৩৬—৩৪৭।

১৯২৫—ঢেকিয়াল ফুকনর বুরঞ্জী "মধুপর্ক", "বাঁহী" ১৮৪৭ শক, আঘোণ, পৃঃ ৪৩৭—৪৩৮, শ্রীবেণুধর শর্মা লিখিত।

১৯২৬—৺হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন, শ্রীবেণুধর শর্মা লিখিত, মিলন, আঘোণ ১৮৪৮ শক, ৫ম বছর, ১ম সংখ্যা, পৃ ২-৮।

১৯২৬—বাঙ্গালা ভাষায় আসামের ইতিহাস, শ্রীসূর্যকুমার ভূঞা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৩। ১ম সংখ্যা, পৃ ১?-৩৫।

১৯৩২—আসাম বুরঞ্জি, শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯।৪র্থ সংখ্যা, পৃ ২৬০-২৬১।

১৯৩২—সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত।

১৯৩৩—ঐ ২য় খণ্ড, ঐ।

১৯৩৫—ঐ ৩য় খণ্ড, ঐ।

১৯৪০—An Account of Assam by Francis Hamilton M. D., F. R. S., (Compiled in 1807—1814). Ed. by Dr. S. K. Bhuyan M. A., B. L. (Cal) Ph. D. (Lond).

১৯৪২—প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত।

১৯৫৯—অসমীয়া ভাষা, আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন রচিত, অনুবাদক ডক্টর মহেশ্বর নেওগ, অসম সাহিত্য সভা-প্রকাশিত।

১৯৫৯—আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন শতবার্ষিকী সোঁৱরণি, শ্রীযতীন্দ্রনাথ গোস্বামী সম্পাদিত, অসম সাহিত্য সভা-প্রকাশিত।

১৯৫৯—যুগান্তর, ১লা আষাঢ় ১৩৬৬ বাং—আসামের নবজাগরণের ভগীরথ মনীষী আনন্দরাম ঢে[illegible]াল ফুকনের মৃত্যু শতবার্ষিকী।

অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য রচিত ও সম্পাদিত কতিপয় গ্রন্থ :—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল (১ম ও ২য় সংস্করণ)।

রায় শেখরের পদাবলী। (যুগ্ম সম্পাদক)।

বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি (২য় সংস্করণ)।

শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত

শ্রীহট্টবাসী সম্পাদিত সংবাদপত্র।

শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত বাঙ্গালা পুঁথির তালিকা।

গোপাল ঠাকুরের পদাবলী।

কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি রচিত পুরাণবোধোদ্দীপনী।

বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি (১ম সংস্করণ)।

দ্বিজ সুন্দর রচিত বৈদ্যনাথ মঙ্গল।

চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিমিটেড্ প্রকাশিত স্বদেশপ্রেমিক রমাকান্ত রায় (যুগ্ম সম্পাদক)।